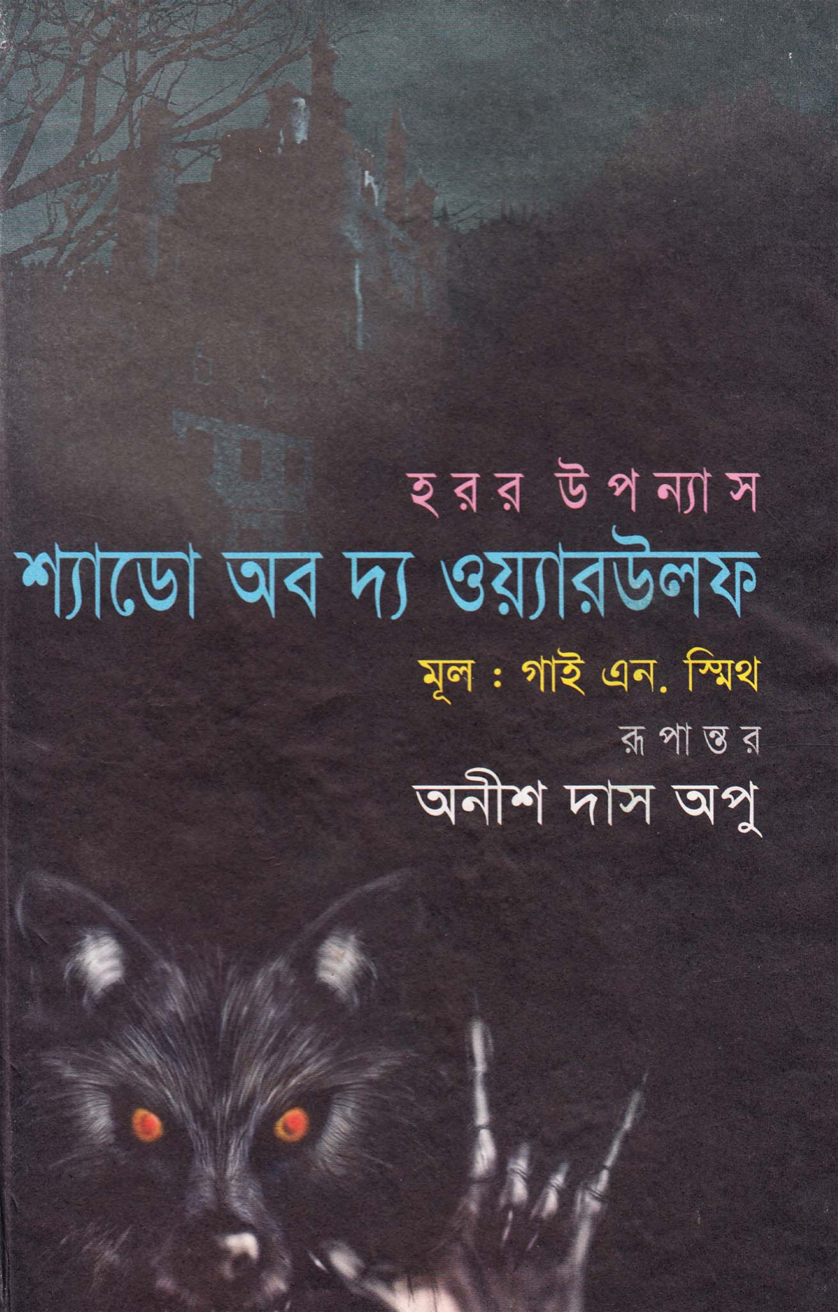


হরর উপন্যাস
শ্যাডো অব দ্য ওয়্যারউলফ
মূল : গাই এন. স্মিথ
রূপান্তর
অনীশ দাস অপু

BANGLAPDF.NET

# ভূমিকা

'ব্লাড শো'র ভূমিকায় বলেছিলাম যদি বইটি পাঠকপ্রিয়তা পায়, গাই এন. স্মিথের আরও বই আমি অনুবাদ করব। পাঠকদের দারুণ সাড়া পেয়ে আমি রীতিমত অভিভূত। তাঁরা 'ব্লাড শো'র ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন এ লেখকের আরও বই চান। এদিকে বাংলাপ্রকাশের কর্ণধার প্রকৌ. মেহেদী হাসানও 'ব্লাড শো' পড়ে মুগ্ধ। তিনিও গাই এন. স্মিথের আরও বই পড়তে আগ্রহী। আর আমার লেখক-বন্ধু হুমায়ূন কবীর ঢালী পারলে এ মেলাতেই গাই এন. স্মিথের সবগুলো বই একসঙ্গে বের করে ফেলেন। মূলত উৎসাহটা তাঁরই বেশি। এত মানুষের আগ্রহ এবং উৎসাহের কারণে আমি গাই এন. স্মিথের আরেকটি চমৎকার হরর 'শ্যাডো অব দ্য ওয়্যারউলফ' অনুবাদ করে ফেললাম। আমার কাছে এ লেখকের আরও কিছু গা শিউরানো হরর উপন্যাস আছে। সবগুলোই একে একে বাংলাপ্রকাশ থেকে বের হবে। আশা করি পাঠক 'শ্যাডো অব দ্য ওয়্যারউলফ' উপভোগ করবেন। এরপরে বাংলাপ্রকাশ থেকে গাই এন. স্মিথের আরেকটি ওয়্যারউলফ কাহিনী 'উলফ কার্স' প্রকাশিত হবে।

অনীশ দাস অপু
ধানমণ্ডি, ঢাকা

www.Banglapdf.net Exclusive!

## এক

নভেম্বর চলছে। ঝিরঝিরে বাতাস। ঠাণ্ডা। তবে ক্যালিফোর্নিয়ার এ অঞ্চলে তেমন শীত পড়েনি। সাত নম্বর রোড ধরে অ্যাসপেনের অভিমুখে গাড়ি চালাচ্ছে রিকার্ডো বিটি। পাশে ক্যারেন হ্যালোরান। পেছনের আসনে সুবোধ বালকের মতো বসে আছে ওদের কুকুর টাইগার।

BANGLAPDF.NET

গাড়ি টেহাচাপি পাহাড়ের ওপরে উঠে এলো। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

বাতাসে ক্যারেনের চুল উড়ছে। চোখের ওপর থেকে একগোছা চুল আঙুল দিয়ে সরিয়ে দিল ও। বড্ড খুশি খুশি লাগছে।

যেদিকে তাকায় শুধুই সবুজের বন্যা। রাস্তার দুপাশে আকাশছোঁয়া রেডউড ট্রি। গাছের পাতাও কাঁপছে বাতাসে। পাহাড়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে গেছে রাস্তা।

'দারুণ লাগছে, রিক,' বলল ক্যারেন। 'কিন্তু রাস্তা তো শেষ হয়ে এল। বাঁকটা ঘুরলেই রাস্তা নামবে নিচের দিকে। এরপর উপত্যকা। তারপরই অ্যাসপেন। একটু এগোলে আমাদের বাড়িটা। ক্যাজুরিনা।'

'জায়গাটা অবিশ্বাস্য সুন্দর,' বলল রিকার্ডো। 'অথচ জানতামই না, এখানে এমন চমৎকার একটা উপত্যকা আছে।'

'এখান থেকে লসঅ্যাঞ্জেলেস যেতে আসতে ক্রিসের কোনো অসুবিধাই হবে না।' মন্তব্য করল ক্যারেন।

'তবে, ক্রিস অফিসে যাবার পরে সারা দিন একা থাকতে হবে তোমাকে। অসুবিধা হবে না?' জিজ্ঞেস করল রিক।

'নাহ, অভ্যাস হয়ে যাবে। তুমি মাঝেমধ্যে এসো বেড়াতে। সময় কেটে যাবে,' বলল ক্যারেন!

গাড়ি উঠে এলো পাহাড় চুড়োয়। মাইল খানেক চলার পর নেমে যাবে নিচের দিকে। সরু একটা নদী বয়ে গেছে নিচে। সামনে একটা সেতু। ক্যারেন বলল, 'গাড়িটা একটু থামাও, রিক। জায়গাটা বেশ।'

'তবে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যাবে না। চিন্তা করবে ক্রিস।' বলল রিক। 'তোমাকে একটা বাইসাইকেল দিয়ে যাবো, খেয়ালখুশি মতো বেড়াবে।'

'উঁহু, সাইকেলের দরকার নেই। এ রকম জায়গায় পায়ে হেঁটে বেড়াতেই ভালো লাগবে আমার।'

গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল ওরা। অদূরে ছবির মতো গ্রাম। আছে রেডউড ছাড়াও নানারকম গাছ। দেখতে দেখতে গাঢ় হয়ে এলো সন্ধ্যা। কিন্তু রাস্তা বা গ্রামের বাড়িগুলোতে কোনো আলো জ্বলছে না। ক্যারেন হাত বাড়ালো, 'একটা সিগারেট দাও, রিক। অনেক দিন খাই না।'

দুজনেই সিগারেট ধরাল। হাওয়ায় শিরশির করছে শরীর। ক্যারেন নাক দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'গত তিন মাসের মধ্যে এই প্রথম সিগারেট খাচ্ছি। কিস্যু ভাল্লাগে না। সব যেন কেমন হয়ে গেছে। কারও সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে বড্ড ইচ্ছে করে।'

রিক ক্যারেনের বিষণ্ন চোখের দিকে তাকাল। নরম গলায় বলল, 'কেন ক্যারি, ক্রিসের সঙ্গেই তো তোমার মনের সমস্ত কথা শেয়ার করতে পার। সে তোমার স্বামী। সবচেয়ে ভালো বন্ধু।'

ক্যারেন একটু ইতস্তত গলায় বলল, 'ঐ ঘটনার পর থেকে ক্রিস যেন কি রকম হয়ে গেছে। আমার জন্য ফিল করছে। আদর-যত্ন করছে। ভালোওবাসছে। কিন্তু তবু, কি রকম যেন হয়ে গেছে ও।' ধীরে ধীরে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল ক্যারেন।

দুজনেই নীরব হয়ে গেল। অন্ধকারে শুধু লাল আগুনের ফুলকি মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে। ক্যারেন বলল, 'চলো যাই, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তবে চিন্তা করো না, রিক। মনের এ অবস্থা শিগগির কাটিয়ে উঠব আমি।'

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল রিক। এখন উৎরাই। ঠাণ্ডা যেন একটু বেশি।

ক্যারেন বলল, 'একটা সোয়েটার আনলে ভালো হতো। আমরা তো প্রায় পৌঁছে গেছি। এটাই তো অ্যাসপেন।'

দুএকটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। কাফে, পেট্রল পাম্প, প্রভিসন স্টোর, থিয়েটার, বার, সবই রয়েছে। ক্যারেন দুমাসের জন্য এখানে ছুটি কাটাতে এসেছে।

BANGLAPDF.NET

 www.Banglapdf.net Exclusive!

আলো নেই। অন্ধকার। এই সন্ধ্যাবেলাতেই ঘুমিয়ে গেছে যেন গ্রামটি। নিঃস্তব্ধতা সব কিছু গ্রাস করেছে। কিছু কিছু বাড়ি আর দোকানে ম্লান আলো। রাস্তা গভীর আঁধারে ঢাকা।

গাড়ি চালাতে চালাতে রাস্তার এদিক ওদিক তাকাচ্ছে রিকার্ডো।

'রাস্তা ভুল করে ফেলেছ?' জানতে চাইল ক্যারেন।

'তেমনই তো মনে হচ্ছে। একবার মাত্র এসেছি। এতো গাছপালা। তার ওপর রাস্তায় নেই আলো!'

'গাড়ি থামাও। একটা লোক আসছে, ওকে জিজ্ঞেস করি।'

হেড লাইট জ্বলছে। লোকটা গাড়ির দিকেই এগিয়ে আসছে। পরনে দুপকেটঅলা খাকি শার্ট, একই রঙের প্যান্ট। মাথায় কাউবয়দের মতো হ্যাট। আলো পড়ায় লোকটা হাত দিল চোখের ওপর। রিক হেড লাইটটা নিবিয়ে দিল।

BANGLAPDF.NET

লোকটা গাড়ির কাছাকাছি এসেছে, কাঁচ নামিয়ে ক্যারেন প্রশ্ন করল, 'এই যে ভাই। ক্যাজুরিনা বাড়িটা কোন দিকে বলতে পারেন?' হাসল ও, 'আমরা বোধহয় পথ ভুল করেছি।'

জবাবে লোকটা হাসল না। ক্যারেন ভাবল লোকটা বোধহয় শুনতে পায়নি ওর কথা। সে গাড়ির আরোহী দুজনকে খুঁটিয়ে দেখছে।

জানালার কাঁচে হাত রাখল। একটু ভেতরের দিকে সরে গেল ক্যারেন।

মোটা, কর্কশ গলায় লোকটা বলল, 'ক্যাজুরিনা বাড়িটা কোন দিকে জানতে চাইছেন?'

'জ্বী, আমার নাম ক্যারেন হ্যালোরান। আমার স্বামীর নাম ক্রিস। আমরা ভাড়া নিয়েছি বাড়িটা। একবার মাত্র এসেছি। অন্ধকারে ঠিক চিনতে পারছি না।'

লোকটা হাত দিয়ে হ্যাটের কিনারা স্পর্শ করল। ক্যারেনকে বোধহয় সম্মান জানাল। বলল, 'আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলাম। আমার নাম টেবর ইভান্স। আমি অ্যাসপেনের শেরিফ। এই গ্রামের পুলিশ বাহিনীও। এখানে অবশ্য পুলিশের সাহায্য নেবার দরকার হয় না।'

কথা বলতে বলতে রিককে লক্ষ করছিল শেরিফ।

ক্যারেন বলল, 'রিকার্ডো বিটি। আমাদের বন্ধু। লসঅ্যাঞ্জেলেসে থাকে। আমাকে পৌঁছে দিতে এসেছে। আমার স্বামী আগেই ক্যাজুরিনায়

www.Banglapdf.net Exclusive!

এসে গেছে। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

মৃদু হাসল টেবর ইভান্স। তার হাসির জবাবে রিক হাসল।

টেবর বলল, 'আপনার ঠিক পথেই এসেছেন। তিনশ' মিটার যাবার পরে বামে একটা রাস্তা পাবেন, কোনায় একটা লেটার বক্স আছে।'

'ও হ্যাঁ, লেটার বক্স। মনে পড়েছে। ধন্যবাদ। আশা করি আবার দেখা হবে।' বলল ক্যারেন, 'চলো রিক।'

'ইউ আর ওয়েলকাম।' বলে শেরিফ আবার হ্যাটের কিনারা স্পর্শ করল। গাড়ি ছাড়ল রিকার্ডো।

BANGLAPDF.NET


www.Banglapdf.net Exclusive!

# দুই

লেটার বক্স থেকে বাঁ দিকে খানিকটা এগোতেই বাড়িটা চোখে পড়ল। বাড়ির ভেতরের ও বাইরের সব আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে ক্রিস।

খুশিতে চিৎকার দিল ক্যারেন। 'চমৎকার! রাতারাতি বাড়ির চেহারা বদলে দিয়েছে ক্রিস।'

গেট খোলা। একবার হর্ণ বাজিয়ে গাড়িটা ভেতরে নিয়ে গেল রিক। ক্রিসের গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে ক্যারেন বলল, 'সেদিন কিন্তু বাড়িটা আমার কাছে মোটেও ভালো লাগেনি, রিক। তবে দিনের বেলায় নিশ্চয়ই আরও সুন্দর লাগবে। বাগানটার ওই সানবাঁধানো বেদীতে সানবাথ করা যাবে? কি বলো? চমৎকার বাগান!'

গাড়ির শব্দ শুনে বেরিয়ে এলো ক্রিস। ক্যারেন ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল, 'ডার্লিং, দা-রু-ণ!'

হাসি মুখে ক্রিস বলল, 'আরে বাইরে দেখছো কি, ভেতরে চলো রিক, এসো ভেতরে।'

'আর একদিন ক্রিস। আমাকে আজই শহরে ফিরতে হবে।'

'সে কি! অ্যাদ্দুর এসে এমনিতেই ফিরে যাবে? একটা ড্রিঙ্ক খেয়ে যাও।'

'ধন্যবাদ। তবে আর দেরী করতে পারব না।' বলল রিক।

'কোনো সুন্দরীকে কাবু করে এসেছ নাকি?'

রিক হেসে কাঁধ ঝাঁকাল। যাতে হা'ও বোঝায় না'ও বোঝায়।

'তাহলে আর কি। এরপর যেদিন আসবে, নিয়ে এসো তোমার বান্ধবীকে। আমাদের এক্সট্রা ঘর আছে। কোনো সমস্যা হবে না।

'জানা থাকল।' বলল রিক। 'বুটটা খুলে লাগেজ নামিয়ে নাও।'

www.Banglapdf.net Exclusive! 

ও নেমে এসে হ্যাণ্ডশেক করল ওদের সঙ্গে। ক্যারেন চুমু খেল রিকের গালে।

রিক বলল, 'কিছু দরকার হলে ফোন করো। বাই।'

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল রিক। যতক্ষণ দেখা যায় ওরা দুজনেই ব্যাকলাইটের লাল আলোর দিকে তাকিয়ে থাকল।

ক্যারেন বলল, 'ডিনার খেয়ে গেলেই হতো, বেচারা একা।'

ঠোঁট টিপে হাসল ক্রিস, 'জোর করে ধরে রাখতে বেচারাকে।'

'সবসময় তোমার শুধু ফাজলামো।'

'কিন্তু ও একা, কে বলল তোমাকে। তিরিশ বছরের সুদর্শন যুবক। তার ওপর ব্যাচেলর। মোটা টাকা কামাই করে। দামী ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে। কত মেয়ে ওর পেছনে ঘুরঘুর করে। আর তুমি বলছো একা!'

'তোমার হিংসে লাগছে?'

দুজনেই হা হা করে হাসল ।

'চলো, ভেতরে চলো,' বলল ক্রিস।

চারদিকে একবার চোখে বুলাল ক্যারেন। সন্ধ্যা এখন গাঢ়। বাতাস বইছে ঝিরঝির। গাছে গাছে পাখির কিচিরমিচির। দূরে দুএকটা বাড়িতে মিটমিট করে জ্বলছে বাতি। তবে মানুষের কোনো সাড়া শব্দ নেই। রোমাণ্টিক পরিবেশটা ভালোই লাগল ক্যারেনের।

'অ্যাসপেনে রাস্তায় আলো নেই কেন?' জিজ্ঞেস করল ও।

ক্রিস বলল, 'এখনও আলো আসেনি। লাইট পোস্ট পোঁতা হয়েছে। আসবে হয়তো শীগগীরই। চলো, ভেতরে যাই।'

দরোজার সামনে বেশি পাওয়ারের একটা আলো। জোরাল আলো জ্বলছে। কাঠের ভারী মজবুত দরজা। নতুন লাগানো রং শুকিয়ে চকচক করছে। ক্যারেন দরজায় হাত বুলাল। রঙটা পছন্দ হয়েছে ওর। হালকা সবুজ।

হঠাৎ চোখ আটকে গেল দরজায়। আঁচড়ের দাগ কেন? এটা ব্রাশের দাগ না। দাগটা গভীর, হাতে লাগে। টাইগার আসেনি এদিকে। তাহলে আঁচড় কাটল কে? টাইগারের পা অতো ওপরে পৌঁছাবেও না।

ততোক্ষণে স্যুটকেস দুটো হাতে নিয়ে ক্রিস হাজির হয়ে গেছে দরোজায়।

ক্যারেন জিজ্ঞেস করল, 'ক্রিস, এমন সুন্দর রঙের ওপর আঁচড় কাটল কে?'

'কে জানে, শেয়াল-কুকুরে হবে হয়তো।' গ্রাহ্য করল না ক্রিস।


www.Banglapdf.net Exclusive!

'আরে না, শেয়াল-কুকুরের থাবা এতো পুরু হয়?'

ক্রিস তীক্ষ্ম নজরে দেখল আঁচড়টা। কুঁচকে গেল ভুরু, 'কি জানি, কিসের দাগ, বুঝতে পারছি না।'

'মনে হচ্ছে কোনো বুনো জন্তুর থাবার দাগ। ভালো করে দেখো।'

'আরে দূর! এখানে বুনো জন্তু আসবে কোত্থেকে?'

ঘরে ঢুকল দুজনে।

ঝকঝক করছে খাবার ঘর আর ডাইনিং স্পেস। আসবাব স্বল্প তবে নতুন রঙ করা। মাথার ওপর জ্বলছে ফ্লোরেসেন্ট বাতি। মেঝেতে কার্পেট। সারা বাড়ি তকতক করছে।

ক্রিস বাগান থেকে তাজা ফুল এনে সাজিয়ে রেখেছে ফ্লাওয়ার ভাসে। দেয়ালে কয়েকটা ছবি টাঙিয়েছে। ক্যারেন নিজেও ছবি আঁকে। শখের শিল্পী।

ও ঘুরে ঘুরে ঘরগুলো দেখল। বেশ বড় বড় রুম। প্রাচীন আমলের বাড়ি বলেই হয়তো!

ক্যারেন একটি ছবির সামনে এসে দাঁড়াল। নিজেরই ছবি। নগ্ন। অনেকদিন আগে এঁকেছিল। রিজেন্ট পার্কের ফ্ল্যাটে ছবিটা টাঙায়নি কোনো দিন। এ বাড়িতে আসার সময় ক্রিস নিয়ে এসেছে। ক্যারেনকে অবাক করে দিতে ও দেয়ালে টাঙিয়েছে।

'দেখেছ, ক্রিস, কী দারুণ ফিগার ছিল আমার।' ছবিটার দিকে তাকিয়ে বলল ক্যারেন।

'নিজে এঁকেছ তো তাই। ইচ্ছেমতো শরীরের খাঁজভাঁজগুলো বাড়িয়ে কমিয়ে নিয়েছ।'

'জ্বি না, স্যার। হুবহু ফটো দেখে আঁকা।'

'ফটো দেখে আঁকা? তোমার এমন ফটো তুলল কোন্ ভাগ্যবান?'

'কেন? লসঅ্যাঞ্জেলেসে কি স্টুডিও'র অভাব আছে? সুইমিং চ্যাম্পিয়ন কয়েকজন বন্ধু মিলে তুলেছি।'

'বেশ করেছো। বাড়ি পছন্দ হয়েছে?'

'ঘরগুলো খুব পছন্দ হয়েছে। চলো বেডরুমটা দেখে আসি।'

বেশ বড় বেডরুম। বড় বড় জানালা। জানালার ধারে একটা বড় গাছ। ঘরের মাঝখানে ডাবল বেড। ফুল তোলা চাদর। পায়ের কাছে লেপ। মাথার কাছে দুজোড়া বালিশ। সব পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে।

পাশেই বাথরুম। নতুন করে ফেলেছে ক্রিস। বাথটাব থেকে সবই

BANGLAPDF.NET

www.Banglapdf.net Exclusive!

অবশ্য ভাড়া করা। পুরনোটা চালান করা হয়েছে স্টোর রুমে। সুগন্ধী স্প্রে করা হয়েছে।

ডাইনিং, কিচেন, ড্রয়িং সবই খুব পছন্দ হলো ক্যারেনের। নতুন জায়গা। নতুন বাড়ি। ওর মনেও যেন নতুনত্বের দোলা লাগল।

ক্রিস বলল, 'তোমার যে পছন্দ হয়েছে, তা-ই যথেষ্ট। তবে রিজেন্ট পার্কের মতো সব সুবিধা পাবে না এখানে। কিছু দরকার হলে শহরে গিয়ে কিনে নিয়ে আসবো।'

'কেমন পাণ্ডববর্জিত জায়গা। লোকজন একেবারেই নেই। তবে এখানে আরামে সানবাথ করা যাবে।' বলল ক্যারেন।

'অবশ্যই করবে। আর এই ফাঁকে ড্রাইভিংটাও শিখে নিও। কাজে লাগবে।'

'একটা সাইকেল লাগবে আমার,' আবদার করল ক্যারেন।

'পাবে। এখন বসো তো সোফাটার ওপর। কী মনে হচ্ছে না, তুলোর গদীতে বসেছো। হ্যাঁ, গদীটা বদলে দিয়েছি।' ক্রিস একটু হেসে ডাকল 'ক্যারেন।'

'বলো।'

'এবার আমাদের নতুন বাসায় আসাটা সেলিব্রেট করা যাক।'

'ওকে।'

'মার্টিনি দিয়ে।'

'বেশ,' বলল ক্যারেন, 'তুমি রেডি কর, আমি পোষাকটা বদলে আসি।'

ক্যারেন মহাখুশি। সবই ভালো লাগছে ওর। শীত লাগছে তাই স্কার্টের ওপর চাপিয়ে এলো ফ্লানেলের একটা শার্ট।

ফায়ার প্লেসে কাঠে আগুন জ্বলছে। পাহাড়ি জায়গা। সন্ধ্যা ঘনালেই ঝপ করে নেমে আসে ঠাণ্ডা।

ক্যারেন বলল, 'টাইগারকে একবার বাইরে পাঠানো দরকার, নইলে ও ঘর নোংরা করবে।'

দরজা খুলে দিল ক্রিস কিন্তু টাইগার একা একা বেরোতে চায় না। ক্যারেনের দিকে তাকিয়ে রইল। ক্যারেন বলল, 'যা তো টাইগার একটু বাইরে থেকে ঘুরে আয়। কোনো ভয় নেই।'

বেরিয়ে গেল টাইগার। ক্রিস ফায়ারপ্লেসের আগুনটা উস্কে দিয়ে বসল গ্লাস নিয়ে।

BANGLAPDF.NET

 www.Banglapdf.net Exclusive!

'চিয়ার্স।' ও গ্লাসটা ঠুকে দিল ক্যারেনের গ্লাসে।

'চিয়ার্স।'

'আমাদের জীবনটা এরকম মজায় কেটে গেলে বেশ হতো, ক্যারেন।' ক্যারেনের কোমরটা এক হাতে জড়িয়ে ধরল ক্রিস।

স্বামীর গালে হালকা একটা চুমু খেল ক্যারেন। হেসে বলল, 'এখান থেকে তোমার অফিসে যেতে আসতে কি বেশী কষ্ট হবে?'

'মোটেও না। এদিকটা একটু দূর হলেও ট্রাফিক জ্যামের ভয় নেই। ফুল স্পীডে গাড়ি চালাতে পারব। বাড়িতেও কিছু কাজ নিয়ে আসব। দুপুরে যখন তোমার কাজ থাকবে না তখন কিছুটা টাইপ করে দিও। ব্যাস।' বলল ক্রিস।

'নো প্রোবলেম। রাজী।' বলল ক্যারেন, 'তবে তোমার একঘেয়ে লাগবে না তো? রিজেন্ট পার্কে ক্লাব ছিল এখানে তো কিচ্ছু নেই। তোমার সময় কাটবে কি করে?'

'ক্লাবের গুল্লি মারি। ছ'টা মাস তো এরকম হানিমুন করার মতো জায়গায় দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আর ক্লাবের খরচটাও বাঁচবে।'

গল্প করতে করতে ডিনারের সময় হয়ে এলো। ক্রিস জানাল কাছের শহর হ্যামিলটন থেকে রান্না করা খাবার কিনে এনেছে সে।

'শহর আছে আশেপাশে?'

'হ্যাঁ, হ্যামিলটন মাত্র দশ মাইল দূর এখান থেকে।'

'এখানে কিছু পাওয়া যায় না?'

'নিশ্চয়ই। প্রায় সব কিছু। হ্যামিলটনে গেলে সব কিছু বেছে আনা যায়। ড্রাইভিং শিখে নাও। রিকের একটা গাড়ি তো পড়েই থাকে। আনিয়ে নেবো। আমি না থাকলেও যখন খুশি দরকারী জিনিসটা নিয়ে আসতে পারবে।'

'এখানে পোস্ট অফিস আছে, ক্রিস?'

'পুরো পোস্ট অফিস না, একটা এজেন্সি আছে। এখানকার চিঠিগুলো দিয়ে যায়, লেটার বক্স খুলে নিয়ে যায়। তবে ডেলিভারীর ব্যবস্থা নেই। জেনারেল স্টোরে গিয়ে নিয়ে আসতে হয় যার যার চিঠি।'

'তবু ভালো জেনারেল স্টোরে গেলে এখানকার লোকদের সঙ্গে আলাপ হবে।'

'হ্যাঁ।'

'তোমাদের শেরিফকে কিন্তু বেশ মজার লোক মনে হলো।'

BANGLAPDF.NET

‘কোথায় দেখা হলো?’

‘রাস্তায়। কিন্তু আমাদের দেখে খুব একটা খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না।’

‘এখানকার লোকগুলো একবার এ রকমই। আমাকে এখন পর্যন্ত কেউ ‘হ্যালোও’ বলেনি।’ বলল ক্রিস।

আলাপের ফাঁকে ডিনার সেরে নিল ওরা। টেপ রেকর্ডারে চালিয়ে দিয়েছে প্রিয় গান।

খাওয়া শেষে প্লেট ধুয়ে দুগ্লাস বারগাণ্ডি নিয়ে বসল ওরা।

ক্যারেন জানতে চাইল, ‘আমাদের আগে কারা ছিল এখানে?’

‘তা জানি না। যাদের কাছ থেকে লিজ নিয়েছি, ওরাও বলেনি। শুনেছি মালিকরা ব্যবসায়ী ছিল, দুর্ঘটনার মারা গেছে দুজনই।’

হঠাৎ কান খাড়া করল ক্যারেন– ‘ক্রিস দরোজায় কে যেন আঁচড়াচ্ছে?’

বলেই আঁৎকে উঠে ক্রিসকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলো। ক্রিস বলল, ‘করো কি, ওটা আমাদের টাইগার।’

লজ্জা পেল ক্যারেন। হাসল একটু, ‘তাই তো টাইগারের কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম।’

ক্রিস দরোজা খুলল। ভীত সন্ত্রস্ত কুকুরটা কোঁ কোঁ করতে করতে ঢুকল ঘরে। ক্যারেনের গা ঘেষে দাঁড়িয়ে কি যেন বলতে চাইছে। মাঝে মাঝে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে দরজার দিকে।

‘ক্রিস, টাইগার ভয় পেল কেন? বাইরে কিছু আছে নাকি?’

ক্রিস বেরিয়ে গেল। দরোজার সামনের আলোতে যতটুকু দেখা যায়, কিছু নেই। তারপর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। বলল, ‘কই, কিছু তো দেখছি না।’

কুকুরটাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ওরা কফি খেল। দক্ষিণ আমেরিকার শেড গ্রোন কফি। স্বাদই আলাদা।

সোফায় বসে ক্রিস ক্যারেনকে কাছে টেনে নিল। গভীর চুম্বন করল। ক্যারেনের ঠোঁটে, নাকে, কানের লতিতে, গলার নিচে চুমু খেতে লাগল ও। কাপড় পালটে দুজনে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

ক্যারেনের মসৃণ উরু ছুঁয়ে গেল ক্রিসের হাত। স্পর্শ করল সেলাই’র জায়গাটা। ওখানে কামড়ে মাংস তুলে নিয়েছিল জো থম্পসন। কয়েকটি সেলাই দিতে হয়েছে। এখনও স্টিচের গোড়াগুলো উঁচু হয়ে আছে।


www.Banglapdf.net Exclusive!

ক্রিসের হাত আটকে গেল সেখানে। সেলাইয়ের ওপর হাত বুলাতে লাগল।

'ক্রিস, হাত সরাও।'

'কেন, ডার্লিং?'

'বলতে পারবো না। হাত সরিয়ে নাও। ওখানে হাত রাখলে ভয়ে বুকের ভেতরটা শুকিয়ে যায়।'

'কেন, ক্যারেন। এখনও ওসব স্মৃতি বুকে পুষে রেখেছ! ভুলে যাও, ক্যারেন। তোমাকে ভালোবাসি আমি। বুকে এসো।'

ক্যারেন স্বামীর আরও কাছে সরে এলো। কিন্তু শরীর সাড়া দিচ্ছে না। ক্যারেন বলল, 'ঘুমাও, লক্ষীটি। আর একদিন হবে। রাগ কোরো না। শিগগিরই ঠিক হয়ে যাবে সব।'

ফায়ারপ্লেসে আগুন উস্কে দিয়ে বউকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল ক্রিস।

ক্যারেনের ঘুম আসছে না, রাতের নিঃস্তব্ধতায় কান পেতে আছে। বুকের ভেতরে জো থম্পসনের সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতির বেদনা। আতঙ্ক। ক্যারেনের মনে হতে লাগল ও খুব একা। একা এক গহীন অরণ্যের ভেতরে শুয়ে আছে। ওর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। মনে হলো, ফায়ার প্লেসের আগুন নিভে গেছে। বাইরে শনশনে হাওয়ায় নড়ল গাছের পাতা। এমন সময় কানে ভেসে এলো তীক্ষ্ণ আওয়াজটা, সমস্ত বনপ্রান্তর আর ক্যারেনের অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে ডেকে উঠল একটা নেকড়ে।

www.Banglapdf.net Exclusive!

# তিন

জো থম্পসনের ভয়ঙ্কর স্মৃতি এখনও তাড়া করে ফিরছে ক্যারেনকে ।

সেপ্টেম্বরের লসঅ্যাঞ্জেলেস । বেশ গরম পড়েছে । বইছে গরম হাওয়া । রিজেন্ট পার্কের বাড়িগুলোর দরজা-জানালা সব বন্ধ । গরম হাওয়ার চেয়ে ধুলোর ভয় বেশি এখানে । দুএকটা একজস্ট ফ্যানের শব্দ শোনা যায় শুধু ।

এ মহল্লার হাউজিং এস্টেটের বি-টাইপ একটা অ্যাপার্টমেণ্টে থাকে ক্রিস হ্যালোরান ও তার সুন্দরী স্ত্রী ক্যারেন হ্যালোরান । এবং ওদের এ্যালসেশিয়ান কুকুর টাইগার ।

সেদিন ছিল ওদের বিবাহ বার্ষিকী । বাড়িটাকে ঝকঝকে তকতকে করে তুলেছে ওরা । ক্যারেনের পেছনে ঘুরঘুর করছে ক্রিস ।

'তোমার মতলবটা কি বলো তো ।'

'কেন? বোঝো না ।'

ক্যারেনকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল ক্রিস । উঁচু করে মুখটা তুলে ধরল ক্যারেন । প্রগাঢ় চুম্বনে যেন শুষে নিতে চাইলো ক্রিস ক্যারেনকে ।

আজ প্রিয় বন্ধু রিকার্ডোকে আমন্ত্রণ করবে ক্রিস । এমন আনন্দের দিনে সবাই মিলে পান করবে ।

একটা প্রকাশনা সংস্থায় চাকরি করে ক্রিস হ্যালোরান । সম্পাদনা ও প্রকাশনার দায়িত্বে আছে সে । ক্রিস নিজেও লেখক । যদিও বইয়ের সংখ্যা বেশি নয় । তবে সম্পাদক হিসেবেই নাম কামিয়েছে বেশ । একটা বড় হোটেলে ম্যানেজমেন্ট বিভাগে চাকরি করে ক্যারেন । এই হোটেলেই ক্রিস হ্যালোরানের সঙ্গে ওর দেখা । সেখান থেকে প্রথম দর্শনে প্রেম, শেষে পরিণয় ।

ক্রিস অফিসে গেল । ওখান থেকে ফোন করে দিল রিকার্ডোকে ।


www.Banglapdf.net Exclusive!

ক্যারেনের খুশি দেখে কে। ক্যারেন নিশ্চিত হয়েছে, ও মা হতে চলেছে। আজ রাতেই কথাটা বলবে সে স্বামীকে।

কিন্তু দুপুরে অফিস থেকে ক্রিস ফোন করে জানাল, লসঅ্যাঞ্জেলেস যেতে হবে ওকে। একজন লেখকের সঙ্গে পাণ্ডুলিপি নিয়ে জরুরী কথা বলতে হবে। গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরল ক্রিস। ব্যাগ গুছিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেস রওয়ানা হবে ও।

হাউজিং এস্টেটের লাগোয়া কৃষি ফার্মে ট্রাকটর চালায় জো থম্পসন। চেহারা দেখে বয়স বোঝার উপায় নেই। কাঁচাপাকা চুল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গালে একটা কাটা দাগ। কোথাও মারামারি করে সামনের দুটো দাঁত খসিয়েছে। পরনের প্যান্ট শার্ট নোংরা, তালিমারা। যুবক-যুবতীর উচ্ছলতা ও চাঞ্চল্য তার দুচক্ষের বিষ।

ট্রাকটর চালাতে চালাতে জো থম্পসন দেখল বি-টাইপের অ্যাপার্টমেন্টের চালিয়াৎ ছোঁড়াটা গাড়ি হাঁকিয়ে বাড়ি ফিরেছে। তারপর দেখল একটা ব্যাগ নিয়ে গাড়িতে রাখল।

ব্যাগটা গাড়িতে রেখে ছোড়া হেভ্ভী একটা চুমু খেল ওর বৌকে। তারপর ফের গাড়ি নিয়ে চলে গেল। জো থম্পসন কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। অথচ ওর দিকে একবার ফিরেও চাইল না। পাত্তা দেয় না ওরা জো কে। জো দাঁত কিড়মিড় করে। ক্যারেনের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চাটে। শালীর ফিগার কী! যেন বিজ্ঞাপনের মডেল। আহ্, একে যদি একবার বিছানায় পেত জো। ভাবতেই দ্যাখো শরীর কেমন গরম হয়ে গেছে। যা থাক কপালে। আজই একটা চান্স নেবে জো। সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

BANGLAPDF.NET

# চার

রান্না ঘরে কাজ করছিল ক্যারেন। ডোর বেলের শব্দ হলো। হয়তো রিকার্ডো এসে গেছে। মনে মনে খুশি হয়ে গেল ও। কিচেন থেকে বেরিয়ে এলো দ্রুত। খুলে দিল দরজা। না, রিকার্ডো নয়। অপরিচিত এক লোক। বিরক্ত হলো ক্যারেন।

‘কী চাই?’

লোকটা দরজার ভেতরে এক পা ঢুকিয়ে রেখেছে। চাইলেও দরজা বন্ধ করতে পারবে না ক্যারেন। লোকটা কথার জবাব না দিয়ে ক্যারেনের বুকের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে ওর অস্বস্তি লাগল।

‘কী চাই জিজ্ঞেস করলাম না।’

‘আপনাদের গ্যাসের পাইপ চেক করব।’ অবশেষে মুখ খুলল জো।

‘আমাদের গ্যাসের পাইপ ঠিক আছে। চেক করতে হবে না,’ রুক্ষ গলায় বলল ক্যারেন।

‘আপনাদেরটা নয়। পাশের বাসার পাইপটা আপনাদের বাথরুম দিয়ে গেছে, সেটা ঠিক করতে হবে।’

কথা বলতে বলতে ক্যারেনের পাশ কাটিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল জো। কুৎসিত হাসি মুখে। বুকটা ধক করে উঠল ক্যারেনের। ওর গায়ে স্লিভলেস শার্ট ও শর্ট প্যান্টি। ওকে যেন গিলছে লোকটা। রিকার্ডো কেন আসছে না এখনও! ক্যারেন বলল, ‘আমার স্বামী যখন বাসায় থাকে তখন এসো। এখন আমি ব্যস্ত।’

জো থম্পসন ঘুরে দাঁড়িয়ে দরোজা বন্ধ করে দিল। বলল, ‘তোমার স্বামীকে তো আমার দরকার নেই।’

ক্যারেন অসহায়ভাবে টাইগারের দিকে তাকালো। টাইগার যদি আক্রমণ করত লোকটাকে। ক্যারেন বলল, ‘কি চাই তোমার। নগদ

BANGLAPDF.NET
www.Banglapdf.net Exclusive!

টাকা নেই আমার কাছে। জুয়েলারী আছে কিছু, নিয়ে যাও।'

অশ্লীলভাবে হাসল জো 'জুয়েলারীর দরকার নেই আমার। তোমার দাম ওসব থেকে আরও অনেক বেশি। তোমাকে চাই আমি।'

লাফিয়ে এলো জো, দুহাতে খামচে ধরল ক্যারেনের একটি বুক। ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল ক্যারেন। কাকুতি মিনতি করল। কিন্তু কিছুই শুনল না জো। দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরল ক্যারেনকে। একটানে খুলে ফেলল প্যান্টি। শুঁকল। দাঁত বের করে বলল, 'এটাকে দিয়ে রুমাল বানাব।'

ক্যারেন চিৎকার করার জন্য হাঁ করল মুখ। দুহাতে ওর গলা টিপে ধরল জো, 'চিৎকার করলে একদম খুন করে ফেলবো।'

লোকটা ওর মুখে মুখ ঘষতে ঘষতে টেনে নিয়ে যেতে লাগল বেডরুমের দিকে। গায়ে বোঁটকা গন্ধ।

BANGLAPDF.NET

বেডরুমে ঢুকে ক্যারেনের শার্টটা একটানে খুলে ফেলল জো। লাফ মেরে বেরিয়ে এলো ক্যারেনের ভরাট দুই বুক। সেদিকে তাকিয়ে ঠোঁট চাটল জো।

ধাক্কা মেরে ক্যারেনকে বিছানার ওপর ফেলে দিল। ক্যারেন দুহাতে নিজের স্তন আড়াল করে লাথি মারল জোকে। কিন্তু ওর পা খপ করে ধরে ফেলল জো। মুচড়ে দিল। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যারেনের ওপর।

ক্যারেন কান্নাভেজা গলায় বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি প্রেগন্যান্ট।'

'মিথ্যা কথা বলার জায়গা পাও না।'

'না, সত্যি বলছি। তিন মাস চলছে আমার।'

'থাম, বাজে প্যাচাল পারবি না।'

'না, সত্যি বলছি। তিন মাস চলছে আমার।'

'হোঃ হোঃ, তাহলে তো কিছুই না।'

জো ধারাল দাঁত বের করে কুকুরের মতো ক্যারেনের উরুতে কামড়ে দিল। ফর্সা চামড়া কেটে বেরিয়ে এলো রক্ত। ক্যারেন আবার লাথি কষাল। লোকটা এবার পালটা হামলা চালাল। ঘুষি মারল ক্যারেনের দুই উরুর সংযোগ স্থলে। দুনিয়া আঁধার হয়ে এলো ক্যারেনের। জ্ঞান হারাল।

www.Banglapdf.net Exclusive

কতক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরেছে জানে না ক্যারেন, দেখল লোকটা ওর শরীরের ওপর থেকে উঠে যাচ্ছে।

অসহ্য যন্ত্রণা সারা দেহে, পেটে। মনে হচ্ছে, এক্ষুনি বমি করে ফেলবে ক্যারেন। কোনোমতে দেয়াল ধরে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল। বমি করল। সেই সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেল গর্ভের তিন মাসের সন্তান।

বাথরুমের মেঝেতেই বসে রইল ক্যারেন। কতোক্ষণ জানে না। শুনতে পেল, কে যেন ঢুকছে ঘরে। টাইগার কেঁউ কেঁউ করল কয়েকবার। লোকটা আবার ফিরে এলো না তো!

লোকটা নয়, রিকার্ডো।

অ্যাপার্টমেন্টের খোলা দরজা আর টাইগারের কেঁউ কেঁউ শুনেই বুকের ভেতরটা ধক করে উঠেছিল রিকার্ডো বিটির। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে।

BANGLAPDF.NET

ঝড় বয়ে যাওয়া বেডরুম আর রক্তাক্ত বেডশিট দেখেই যা বোঝার বুঝে ফেলল রিকার্ডো। তক্ষুনি একজন অভিজ্ঞ নার্সকে ফোন করল ও। নার্স ছুটে এলো সঙ্গে সঙ্গে। স্টিচ করে, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ক্যারেনকে একটু ব্রাণ্ডি খাইয়ে চলে গেল ডাক্তারকে খবর দিতে।

নার্স চলে গেলে রিকার্ডো ক্রিস হ্যালোরানের অফিসে ফোন করল, লসঅ্যাঞ্জেলেসে খবর পাঠানোর জন্য। পুলিশকে ফোন করল।

জো থম্পসন দাগী আসামী। ধর্ষণের দায়ে আগেও কয়েকবার জেল খেটেছে সে। চেহারার বর্ণনা শুনে চিনতে পারল পুলিশ। গ্রেফতার হলো জো।


www.Banglapdf.net Exclusive!

# পাঁচ

শারীরিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠতে দুমাস লাগল ক্যারেনের। কিন্তু মানসিকভাবে ভয়ানক বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল সে। কিছুতেই সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে পারল না। কখনও দুঃস্বপ্নে হানা দেয় সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি। কখনও দেখে, একটি ফুটফুটে শিশু ওর হাত ধরে বলছে, 'আমাকে রক্ষা করতে পারলে না?'

ঘুম ভেঙে ক্যারেন স্বামীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে।

ডাক্তারের পরামর্শে চাকরিতে ফিরে গেল ক্যারেন। কিন্তু মন বসাতে পারল না কাজে।

ওকে নিয়ে মনোবিজ্ঞানীর কাছে গেল ক্রিস। চিকিৎসা চলতে লাগল। মনোবিজ্ঞানী পরামর্শ দিলেন, কোথায়ও দূরে গিয়ে থাকতে। এই পরিচিত পরিবেশ থেকে অন্য কোথাও, গ্রামে হলে ভালো হয়। ক্যারেনের হোটেল মালিক ছুটি দিল। কিন্তু ক্রিস ছুটি পেল না। কাজেই এমন কোনো জায়গায় ওদের গিয়ে থাকতে হবে জায়গাটা যেন নিরবিলি হয়, আবার অফিস করতেও যেন ক্রিসের সমস্যা না হয়।

ওরাই অ্যাসপেনের বাড়ির হদিশ দিল।

রিয়াল এস্টেটের এক ফার্মে ফোন করল ক্রিস।

লসঅ্যাঞ্জেলেস থেকে প্রাইভেট কার-এ গেলে দুঘণ্টার পথ। আর প্রয়োজনীয় প্রায় সবকিছুই পাওয়া যায় ওখানে।

ক্রিস হ্যালোরান, ক্যারেন এবং রিকার্ডো গিয়ে দেখে এলো অ্যাসপেনের কাজুরিনা বাড়িটা। ক্রিস হ্যালোরান-রিকার্ডো তো মহা খুশি। ক্যারেন প্রথমে একটু খুঁতখুঁত করলেও পরে রাজী হয়ে গেল।

জায়গাটা ক্যারেনের কাছে বড্ড বেশী নির্জন লাগছে।

চারদিকে প্রচুর গাছ, সবচেয়ে কাছের বাড়িটিও অনেক দূরে।

www.Banglapdf.net Exclusive!

পাশের গ্রামে যেতে একটা বন পেরিয়ে যেতে হয়। কবি-শিল্পীদের হয়তো ভালো লাগবে এমন জায়গা। চিরকাল শহরে লালিত হয়েছে ক্যারেন। ওকে সারাদিন বাড়িটায় একা থাকবে হবে। তবে ক্রিস হ্যালোরান ও রিকার্ডোর পছন্দ হয়ে যাওয়ায় আর আপত্তি করল না ও।

বাড়িটাকে ঝেড়ে মুছে গুছিয়ে দিতে সাত দিন সময় নিল রিয়াল এস্টেটের লোকেরা। রঙ, কার্পেট, ছবি, প্লাস্টার দিয়ে চেহারাটাই বদলে দিল ওরা। ছ'মাস থাকবে ওরা এখানে।

যাবার দিন ঠিক হলো। একদিন আগে ক্রিস হ্যালোরান চলে গেল অ্যাসপেনে। পরের দিন রিকার্ডো এসে পৌঁছে দিল ক্যারেনকে।

BANGLAPDF.NET


www.Banglapdf.net Exclusive!

## ছয়

অন্ধকার থাকতেই ক্যারেনের ঘুম ভেঙে গেছে। পুবের জানালার ওপরে একফালি কাঁচ বসানো। ওই কাঁচ ভেদ করে এক টুকরো রোদ ঢুকেছে ঘরের ভেতরে।

চোখ খুলল ক্রিস হ্যালোরান। ক্যারেন স্বামীর গালে চুমু খেল, 'গুডমর্নিং, ভালো ঘুম হয়েছে?'

'খুব। গাড়ির হর্ণ নেই। কোলাহল নেই। তার ওপর তুমি আছ পাশে। তোমার ঘুম হয়নি?'

'হ্যাঁ। তবে...'ক্যারেন ইতস্তত করল, বুঝতে পারছে না কথাটা বলবে কিনা।

'তবে, কি?' ক্রিস হ্যালোরান জড়িয়ে ধরল ওকে।

'তুমি বেশ ঘুমিয়েছো বললে, কিন্তু কিছু কি শুনতে পেয়েছো?'

'কি?' কাৎ হয়ে কনুইয়ে ভর দিল ক্রিস।

'কোনো জন্তুর ডাক?'

'জন্তুর ডাক! কী জন্তু?'

'কী জানি। তবে ডাকটা ছিল খুব তীক্ষ্ণ। কলজে কাঁপানো ডাক।' ক্যারেন বলল।

'দূর, এখানে জন্তু আসবে কোত্থেকে? ওদিকটায় জানালার কাঁচ খানিকটা ভাঙা। ভাঙা কাঁচ দিয়ে বাতাসের হিশ্‌শ্‌ শব্দ শুনেছ হয়তো।'

'না, আওয়াজটা সে রকম না।'

'তা হলে চিমনিতে বাতাস লেগেও সৃষ্টি হতে পারে আওয়াজ।'

'কিন্তু গত রাতে কোনো দমকা হাওয়া বয়নি, ক্রিস।'

'তাহলে নির্ঘাৎ স্বপ্ন দেখেছ। বাদ দাও তো এসব ফালতু চিন্তা।'

আর কিছু বলল না ক্যারেন। অনেক যত্ন করে এই বাড়ি সাজিয়েছে

BANGLAPDF.NET

www.Banglapdf.net Exclusive!

ক্রিস ওর জন্য। সেখানে প্রথম রাতেই এরকম কিছু শুনলে ও বিরক্ত হতেই পারে। কে জানে, ক্যারেনই হয়তো ভুল শুনেছে।

তবুও দরজায় নতুন রঙের ওপর বুনো জন্তুর নখের আঁচড়, রাতে জন্তুর ডাক, কেমন যেন বিভ্রান্ত করে তুলল ক্যারেনকে। ক্রিস স্বামীর বুকের ভেতরে শুয়ে সাবধানে শ্বাস ফেলল। মন থেকে এসব তাড়াতো হবে। বই পড়বে, ক্যাসেটে গান শুনবে, ছবি আঁকবে, ক্রিসের লেখা টাইপ করবে–এভাবেই কেটে যাবে সময়।

ক্রিস লাফিয়ে উঠে ক্যারেনকে তাড়া দিল, 'গেট আপ, ডার্লিং।'

উঠে বসল ক্যারেন, কেমন শীত শীত করছে। বলল, 'শার্টটা দাও তো ক্রিস ।'

BANGLAPDF.NET

ক্যারেনকে শার্ট এনে দিয়ে কুকুরটাকে নিয়ে ক্রিস বাইরে চলে গেল, ব্যায়াম করবে।

ডিম, টোস্ট, সসেজ আর কফি দিয়ে সকালের নাস্তা সারল ওরা। টাইগারকেও খাইয়ে দিল পেট পুরে।

ক্রিস বলল, 'চল, ডার্লিং, গাড়ি করে তোমাকে গ্রামটা একটু ঘুরিয়ে আনি। দুমাইল দূরে আরও একটা ছোট শহর আছে, সেদিকেও যাওয়া যায়।'

'গাড়ির কি দরকার, ছুটির দিন। চলো হেঁটেই যাই। কি সুন্দর নিসর্গ।'

'না, গাড়ি ছাড়া দেরী হয়ে যাবে।'

'কিচ্ছু হবে না। তোমার তো চিঠি পোস্ট করতেও গাড়ি লাগে।'

'ড্রাইভিংটা শেখো, তোমারও কাজে লাগবে দেখো। একটু বেরোতেও তো হবে আমাকে। ঠিক হ্যায়, চলো।'

টাইগারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

ওদের ক্যাজুরিনা বাড়িটা গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে। এরপর আর বাড়ি নেই। বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেছে একটা কাঁচা রাস্তা। রাস্তার দুপাশে ছোট বড় নানা রকম গাছ। গাছের ফাঁক দিয়ে সকালের কোমল রোদ এসে পড়েছে রাস্তায়, ভেসে আসছে নানান রকম পাখির কিচিরমিচির। এতো বিচিত্র রঙের পাখি কোনোদিন দেখেনি ক্যারেন। পরিষ্কার আকাশ। এত বড় মুক্ত পরিবেশ পেয়ে টাইগারও আনন্দে আত্মহারা। লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে।

এদিকে ওদিকে দুএকটা পুরনো বাড়ি, অনেকটা ধ্বংসস্তুপের মতো পড়ে রয়েছে। বোঝা যায়, বহুকাল মানুষের পা পড়েনি এখানে।


www.Banglapdf.net Exclusive!

বাড়িগুলোর বাগানে তো বটেই, দেয়ালে, ছাদেও জন্মেছে আগাছা। কয়েকটা বাড়ির দরজা জানালাও নেই। ভেতরে হয়তো সাপ, শেয়াল, বনবেড়ালের আখড়া হয়ে গেছে এতোদিনে। দুএকটা ছোটখাটো ভয়ঙ্কর জন্তুরও এখানে লুকিয়ে থাকা বিচিত্র নয়। গা ছমছম করে উঠল ক্যারেনের। ক্রিস হ্যালোরানের গা ঘেঁষে হাঁটতে লাগল ও, এখানে এসব বাড়ি লোকেরা তৈরিই বা করল কেন, ছেড়েই বা গেল কেন প্রশ্ন জাগল মনে। এমন সুন্দর গ্রাম!

প্রশ্নটা ক্যারেনকে ক্রমাগত খোঁচাতে থাকে। ছেড়ে গেল কেন লোকেরা গ্রামটি? এত সুন্দর গ্রাম!

তবে আমেরিকার অনেক জায়গায়ই তো ছোট ছোট পরিত্যক্ত শহর আছে। খনি আবিষ্কার হওয়ায় সেসব শহর গড়ে উঠেছিল, খনির কাজ শেষ হওয়ার পর পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলো। ওইসব অস্থায়ী শহরের বাড়িগুলো কাঠের। বুম টাউন বলে ওগুলোকে। সেরকম দুএকটা শহর দেখেছেও ক্যারেন ছাত্রাবস্থায়। কিন্তু অ্যাসপেনকে ওর বড্ড আজব শহর মনে হচ্ছে। বাড়িগুলো সবই পাকা ও মজবুত। তবুও এখানে কেউ বাস করে না। কারণ কী! ঔপনিবেশিক আমলের পুরনো বাড়িও আছে এখানে। পুরো ব্যাপারটাই রহস্যময় মনে হচ্ছে ক্যারেনের কাছে।

কাঁচা রাস্তা ছেড়ে পাকা রাস্তায় উঠে এলো ওরা। রাস্তার ওপরে উঠেই চঞ্চল হয়ে উঠল টাইগার। মাটি শুঁকছে। কেমন ভীত দেখাচ্ছে ওকে। ক্রিস হ্যালোরান আর ক্যারেনের মাঝখানে কেঁউ কেঁউ করতে করতে হাঁটতে লাগল। কান খাড়া করে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে টাইগার। চাইছে এদিক ওদিক। কিছু খুঁজছে।

ক্যারেনের মনে হচ্ছে ওরা আমেরিকার বাইরে কোথায়ও চলে এসেছে। জনমানবহীন পরিত্যক্ত কোনো দেশে। যেখানে কেবল আছে ও নিজে, ক্রিস এবং টাইগার।

কিছু দূর এগিয়েই চোখে পড়ল মূল অ্যাসপেন। ওরা দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল গ্রামটা। কী নিবিড় চমৎকার পাতায় ছাওয়া শান্ত-স্নিগ্ধ-স্তব্ধ গ্রাম।

ওরা পা বাড়াল গ্রামের দিকে।

'গ্রামটা তো খুব ছোট মনে হচ্ছে, ক্রিস, লোকজন নেই নাকি?' খুব আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল ক্যারেন।

www.Banglapdf.net Exclusive

ক্রিস হ্যালোরানও জবাব দিল নিচু গলায়, ‘লোকজন তো নিশ্চয়ই আছে। তবে খুব বেশি হবে না। শ’ দেড়শ’ হবে। কিন্তু রাস্তায় তো এখন পর্যন্ত একজন মানুষও দেখলাম না।’

‘ হয়তো ঘুমাচ্ছে। এখানে মনে হয় সকাল হয় দেরীতে।’

যেন কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলেছে, এমন উৎসাহে ক্যারেন বলল, ‘দ্যাখো, এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। ওটা মনে হয় দোকান।’

ঘন ছায়ায় লোকটার মুখ পরিষ্কার নয়। ওরা কদম বাড়াল। অচেনা লোক দেখে দুএকবার ঘেউ ঘেউ করল টাইগার। ক্যারেন ওকে থামাল।

কাছে আসতেই লোকটাকে চিনতে পারল ক্যারেন। অ্যাসপেনের সেই স্বঘোষিত শেরিফ ট্রেবর ইভান্স। ক্রিস বলল, ‘গুড মর্নিং, মিঃ ইভান্স, আজ কি সব বন্ধ?’

BANGLAPDF.NET

ক্যারেনকে দেখে শেরিফ সম্মান দেখিয়ে মাথার হ্যাটের কোনা স্পর্শ করল। বলল, ‘দোকান? দোকান তো সব খোলাই। গ্রামটা খুব শান্ত। এখনও লোকজন বেরোয়নি।’

ক্রিস বলল, ‘হৈ-হট্টগোল আমাদের ভালো লাগে না মিঃ ইভান্স। গোলমাল এড়ানোর জন্যই এখানে এসেছি। দোকান খোলা আছে বললেন?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, খোলা। ওই তো সামনে অলিভার্স স্টোর্স। ওখানে সব পাবেন, গ্রোসারী, প্রভিসন, আর খুচরো জিনিসপত্র এই দোকান থেকেও কিনতে পারবেন।’ ইভান্স বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে পেছনের একটা দোকান দেখাল। তারপর আঙুল দিয়ে হ্যাটের ধার ছুঁয়ে আর একটি কথাও না বলে চলে গেল।

ক্যারেন মন্তব্য করল, ‘অদ্ভুত লোক তো। কোনো কথা না বলেই চলে গেল। এরকম লোক শেরিফ হয় কি করে!’

‘আরে, তুমিও যেমন। এ গ্রামে আবার শেরিফ কি? হয়তো কোনো সরকারী লোক ওকে বলে দিয়েছে, একটু দেখো। অথবা ও নিজেই গাঁয়ের মোড়ল সেজে বসেছে।’

ক্যারেন বলল, ‘চলো, দেখি খুচরো কি পাওয়া যায় এখানে। কয়েকটা মোমবাতি দরকার আমাদের।’

দোকানটার কোনো নাম নেই। বাইরে থেকে দেখলে বোঝাও যায় না, ভেতরে একটা দোকান আছে। দরজার পাশেই শো উইণ্ডো। সেটাও ভারী নীল পর্দায় ঢাকা। পুরু কাঁচের দরজা। ভেতরে আলো নেই।


www.Banglapdf.net Exclusive!

কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দরজা খুলল ক্রিস হ্যালোরান। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কোথাও টুং টাং শব্দে বাজল একটা কলিং বেল। ক্যারেন বলল, 'তুমি এগোও। টাইগার বাইরে থাক।'

দরজা খোলায় কিছুটা আলো ঢুকল দোকানের ভেতরে। নাকে লাগল চন্দনের মিষ্টি ঘ্রাণ।

সাজানো গোছানো ছোট দোকান। দেয়াল জুড়ে শো-কেস। ঘর গেরস্থালির নানান জিনিস সাজানো। প্রত্যেকটা জিনিসের গায়ে দাম লেখা। ঘরের অন্য দেয়ালে তাক। তাকে সাজানো নানা জিনিস। জ্যাম জেলি, কারি পাউডার। চা, কফি, কোকো, পনির। শো-পিস, পুতুল। নকল কিউরিও, কিছু হোসিয়ারী। দরকারী প্রায় সবকিছুই আছে।

'দোকানের মালিক কোথায়?' বলল ক্রিস। ওর কথা শেষ না হতেই সবুজ পর্দা ঠেলে ঘরের ভেতরে ঢুকল এক যুবতী।

যুবতীর মাথায় ঘন কালো চুল, পাতলা ঠোঁট, টিকালো নাক, সরু ভ্রু, মুখে স্মিত হাসি। চোখের তারা সবুজ, তীক্ষ্ণ। যেন বুকের অনেকখানি ভেতর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে ও। সরু কোমর, সুডোল, খাড়া বুক। ওল্টানো তানপুরার মতো নিতম্ব। গলা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত এবং হাতের কব্জি পর্যন্ত আবৃত হালকা গোলাপি রঙের গাউনের মতো পোষাক। তার ভেতরে সাদা ব্রা ও প্যান্টি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

নিঃশব্দে মেয়েটির আপাদমস্তকে চোখ বুলাল ক্রিস হ্যালোরান। ওর পেছনে এসে দাঁড়ালো ক্যারেন। ব্যাপারটা ওর মোটেও ভালো লাগল না। ছুঁড়ি নিজের রূপ দেখাতেই ব্যস্ত। এবং সে নিতান্তই অসভ্যের মতো ক্যারেনকে উপেক্ষা করে ক্রিসকে বেশ আগ্রহের সঙ্গেই বলল, 'আপনারা তাহলে এলেন। আমি আপনাদের অপেক্ষাতেই ছিলাম।'

কথা বলার সময় এমনভাবে শরীরে ঝাঁকি দিল মেয়েটি, যেন নড়ে উঠল একটি হীরক খণ্ড। ঠিকরে বেরোলো যৌবনের আলো। গাউনের ওপর দিয়ে রেখা এঁকে গেল স্তনের চূড়া।

ক্রিস বলল, 'আমরা যে আসবো, কী করে বুঝলেন?'

'কাল আপনাদের আসতে দেখেছি। এখানে যে-ই আসুক আমার দোকানে একবার ঢুঁ মারতেই হবে। তাই ভাবছিলাম, কখন আসবেন। কী লাগবে বলুন।'

'আপাতত কয়েকটা মোমবাতি।' বিরক্তির সুরে বলল ক্যারেন।

মুক্তোর মত সাদা দাঁত বের করে হাসল যুবতী। বলল, 'দিচ্ছি, এক পা এগিয়ে এলো। 'ওঃ হো দেখুন, আমার নামটাই বলা হয়নি। আমার নাম লিন্ডা কক্স। সুন্দর না নামটা? আমার পুরো নাম মেলিন্ডা ব্রিজিত কক্স। নামটা নিজেই ছোট করে নিয়েছি। খারাপ করেছি? কি বলেন?'

'না, ভালোই করেছেন। আমার নাম ক্রিস হ্যালোরান, এ আমার স্ত্রী, ক্যারেন।'

লিন্ডাকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ক্যারেন ধমকের সুরে প্রশ্ন করল, 'মোমবাতি আছে? রঙিন?'

পাত্তা দিল না লিন্ডা। বলল, 'আছে, মিসেস হ্যালোরান। কি রঙের মোমবাতি দরকার? ছোট, বড়, মাঝারি সাইজের? লাল, নীল, সবুজ, সাদা, লম্বা, খাঁজকাটা?' বলতে বলতে সে ক্যারেনের সামনে এসে কোমরে হাত দিয়ে টান টান হয়ে দাঁড়ালো, 'বলুন।'

BANGLAPDF.NET

ক্যারেন লিন্ডার টান টান শরীরটা দেখল। হিংসে লাগল ওর। ক্যারেনের চেহারা এবং ফিগারের প্রশংসা অনেকেই করে। একসময় সাঁতারু হিসেবে নামডাক ছিল। মডেলিং করেছে। অনেক পুরুষই ওকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। তবে লিন্ডার মত পুরুষের শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয়ার মত ফিগার ক্যারেনের নেই। একথা ও মনে মনে স্বীকার করল। ক্রিস ছুঁড়িটার পাল্লায় না পড়লেই হয়। ক্রিস হ্যালোরান হ্যান্ডসাম। পেশীবহুল শরীর। স্বামী হিসেবে গর্ব করার মতো।

ক্যারেন বলল, 'ডিনার টেবিলের জন্য কয়েকটা লম্বা মোমবাতি দিন। রঙিন।'

'কী রঙের নেবেন?' লিন্ডা বলল, 'আচ্ছা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে।'

মোমের কার্টন থেকে ছ'টা ফিকে সবুজ রঙের মোমবাতি বেছে নিল ক্যারেন।

লিন্ডা মোমবাতিগুলো প্যাক করছে, ক্যারেন ক্রিসের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোথায় থাকেন, লিন্ডা?'

'দোকানের পেছনেই আমার ঘর। ছোট, তবে একা মানুষ। দিব্যি চলে যায়।' একটু বিরতি দিয়ে জানতে চাইল, 'আর কিছু লাগবে?'

'না। দরকার হলে পরে আসবো। চলো, ক্রিস।'

ক্যারেন একরকম ঘর থেকে ঠেলেই বের করে নিয়ে এলো স্বামীকে, 'মেয়েটা যেন গিলছিল তোমাকে। আর এমন পোষাকে কি দোকানদারি করছে রে বাবা! তুমি তো ওর ওপর থেকে চোখ সরাতেই পারছিলে না।'

 www.Banglapdf.net Exclusive!

'সাংঘাতিক মেয়ে কিন্তু।' বলে ক্রিস ক্যারেনের কোমর জড়িয়ে ধরল, 'চেহারা আর ফিগারের কথা বাদ দাও। কিন্তু কী বেপরোয়া, লক্ষ করেছ?'

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ক্যারেনের গালে টুক করে চুমু খেল ক্রিস। বলল, 'কোথায় যাবে এখন? চলো আর একটু ঘুরে দেখি। তোমার কিছু লাগবে না আর?'

'রুটি দুধ পাওয়া যাবে এখানে?'

'যেতে পারে। টেবর ইভান্স কি যেন একটা স্টোরের নাম বলছিল?'

'অলিভার্স স্টোর।'

'চলো, ওদিকটায় দেখি।'

দোকানটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না। পাকা বাড়ি, সামনে কাঠের শেড, সামনে একটা সাইনবোর্ড, *'অলিভার্স' প্রভিসন স্টোর্স*। তিন ধাপ উঠে সরু এক চিলতে বারান্দা, তারপর দোকান। লিন্ডার দোকানটার চেয়ে আয়তনে বড়। এখানে পাওয়া যায় সবই। হাতুড়ি, পেরেক, কড়ি থেকে শুরু করে, কাচা সবজি, লিকার থেকে ফুল পর্যন্ত সবই মজুত আছে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, পনির, রুটি। তবে সব কিছুই স্বল্প পরিমাণে। দোকানের ভেতরে কেমন প্রাচীন একটা গন্ধ।

এক ধারে পুরনো একটা ক্যাশ রেজিস্টার। টেলিফোন, ওপাশে দাঁড়ানো মাঝবয়েসী এক মহিলা। মোটাসোটা। চোখে রিমলেস চশমা। চীনাদের মতো দেখতে। দোকানে ক্যারেন আর ক্রিস ছাড়া আর কোনো ক্রেতা নেই।

বাড়ি ঠিক করার সময় কয়েকবার এই দোকানে এসেছিল ক্রিস। মহিলা ওকে দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল, 'হ্যালো ক্রিস, এসো। ইনি?'

'আমার স্ত্রী ক্যারেন। আর ইনি মার্সিয়া অলিভার।'

কাউণ্টারের বাইরে এসে মহিলা ক্যারেনের হাত ধরল, 'বাঃ বেশ সুন্দরী বৌ তো তোমার। তোমাদের জুটি মিলেছে খুব ভালো।'

'থ্যাংক ইউ।'

মার্সিয়া অলিভার অন্য পাশের এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলল, 'ওই যে দেখছো মিটশেফের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোক, আমার স্বামী, উইলিয়াম।'

মুখ তুলে তাকালো উইলিয়াম অলিভার। মনে হয়, হাসার চেষ্টা

www.Banglapdf.net Exclusive!

করল। চেহারায় রুক্ষ ভাব।

মার্সিয়া বলল, 'আমাদের গ্রামে নতুন মানুষই আসে না। এলেও থাকে দুএক দিন। অনেকদিন পর গ্রামে নতুন লোক এলে তোমরা। কোনো কিছুর দরকার হলেই চলে আসবে। ভালো না লাগলে গল্প করতেও চলে আসবে।'

ক্যারেন বলল, 'নিশ্চয়ই আসবো। আচ্ছা, আপনার টেলিফোন ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, দরকার হলে লং ডিসট্যান্সে কলও করতে পারবে। কফি খাও এক কাপ।' আমন্ত্রণ জানাল মার্সিয়া।

ক্যারেন মাথা দুলিয়ে বলল, 'আপনার অসুবিধা না হলে খেতে পারি। কফি পছন্দ করি আমরা।'

মার্সিয়া ক্যারেনের হাত ধরে ঝাঁকি দিল। বলল, 'বাঃ, বেশ। খুব খুশি হলাম। সবাই বলে নো থ্যাংকস। এই মাত্র কফি খেয়ে এলাম। বসো কিংবা ঘুরে দেখো দোকানটা। আমি কফি নিয়ে আসছি।

'আপনার অসুবিধা হবে না তো?'

'আরে না, কি যে বলো।' চলে গেল মার্সিয়া।

মার্সিয়া খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এলো ট্রে নিয়ে। চার কাপ ব্ল্যাক কফি আর কেক। কফিতে চকোলেট দেয়া। কেকের ওপর এলাচের গুঁড়ো ছড়ানো।

ক্রিস কাপ হাতে নিয়ে দেখতে লাগল মার্সিয়ার দোকানটা। ক্যারেন মহিলার সঙ্গে মজে গেল গল্পে। ওর মনে হচ্ছে, কোন বন্ধুর বাড়িতে এসেছে আড্ডা দিতে।

ওরা মার্সিয়ার দোকান থেকে ডিম, দুধ, মাখন, রুটি ইত্যাদি কিনল। প্যাক করে দিল মার্সিয়া। আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিল ওরা।

হাঁটতে ভালোই লাগছে। এমন ছায়াঘেরা রাস্তা, চারদিকে এত গাছপালা, তার ওপর এমন নির্জনতা কোনোদিন দেখেনি ক্যারেন।

ওরা লক্ষ করল একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে দশ বারো বছরের দুটি ছেলে মেয়ে। কিন্তু অমন ম্লান অনুজ্জ্বল আর বিষণ্ন কেন ওদের চেহারা? বয়স্কদের মতো চিন্তিত, গম্ভীর মুখ। ক্রিস ও ক্যারেনের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওরা। বাড়ির ভেতর থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে এসে কি যেন বলল ওদের। ছেলে-মেয়ে দুটি ছুটে ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।


www.Banglapdf.net Exclusive!

ক্যারেন বলল, ‘যাক, এতোক্ষণে অন্তত দুটো বাচ্চার চেহারা দেখতে পেলাম। এরকম শূন্য কেন গ্রাম? একটা কুকুর পর্যন্ত নেই।’

‘আরে আছে, আছে। সবই আছে। বাচ্চারা বোধ হয় গেছে স্কুলে। কুকুর নাও থাকতে পারে। কটা লোকইবা আছে এখানে।’

ক্যারেন বলল, ‘কিন্তু স্কুল তো চোখে পড়ল না। যে কটা বাড়ি দেখলাম, তার কোনোটাই তো স্কুল না।’

ঠোঁট উল্টাল ক্রিস, ‘কে জানে হয়ত হ্যামিলটনে পড়তে যায় ওরা, কিংবা পাশের শহরে।’

‘অতো দূরে পড়তে যাবে কেন স্কুলের বাচ্চারা? কি জানি বাপু। কেমন যেন রহস্যময় মনে হচ্ছে গ্রামটাকে। তবু ভালোই লাগছে। মার্সিয়াকেও পছন্দ হয়েছে আমার। চমৎকার মহিলা।’

BANGLAPDF.NET

সারাদিন কেটে গেল নানান কাজে। রাতে শয্যায় তোলপাড় তুলে, চুম্বনে আলিঙ্গনে মন্থনে দীর্ঘদিন পর পরিতৃপ্ত হলো ক্যারেন। জো থম্পসনের হামলার পর এই প্রথম ক্যারেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে খুশি হলো ক্রিস। উন্নতি হচ্ছে ক্যারেনের। ঘুমিয়ে পড়ল ও।

এক পরিতৃপ্ত আবেশ নিয়ে জেগে রইল ক্যারেন।

কিছু একটা শোনার জন্য কান খাড়া করে রেখেছে। যেন শব্দটা না শোনা পর্যন্ত ঘুমই আসবে না ওর।

বাইরে পাতার সরসর আওয়াজ। মাঝে মাঝে দুএকটা নাম না জানা পাখি মুহূর্তের জন্য ডেকে থেমে যাচ্ছে। কই। গত রাতের সেই...। ঠিক তখনই শোনা গেল সেই ভয়ঙ্কর ডাক। আঁ আঁ করে টানা ডাকছে নেকড়ে। গতরাতে মনে হয়েছিল, নেকড়েটা বুঝি তার পুরুষ সঙ্গীকে ডাকছে। কামনার আকুলতা চিরে চিরে বেরুচ্ছিলো সেই ডাক থেকে। কিন্তু আজকের ডাকটি আশাহতের আর্তনাদ। নেকড়ের ডাক তো বটেই। নেকড়ের ডাক চেনে ক্যারেন। বিয়ের আগে বাবা-মার সঙ্গে এক চিড়িয়াখানার কাছে থাকত ক্যারেন। পশুর ডাক চিনিয়ে দিতেন ওর বাবা।

মাত্র দুতিনবার ডেকেই থেমে গেল নেকড়েটা। ভয় পেল ক্যারেন। ভীত শিশুর মতোই একসময় ঘুমিয়ে পড়ল ক্রিস হ্যালোরানের বুকের ভেতরে।

www.Banglapdf.net Exclusive!

## সাত

ঘুম ভেঙে ক্যারেন দেখল কাঁচের ফাঁক দিয়ে আলো ঢুকছে ঘরে। ক্রিস বিছানায় নেই। কিচেন থেকে ভেসে আসছে কফির ঘ্রাণ।

এরপর কয়েক দিন আর গ্রামে গেল না ওরা। কাজেই বাড়ির আশে-পাশেই ঘুরে বেড়াল। এদিকে কোনো মানুষজন আসে না। ক্যারেন টাইগারকে নিয়ে নিশ্চিন্তে বিকিনি পরে ঘুরে বেড়াল। চমৎকার রোদ। টাইগার ছোটে ওদের সামনে সামনে মহানন্দে। পাশে হাঁটতে হাঁটতে লুব্ধ চোখে ক্যারেনের শরীরের দিকে তাকায় ক্রিস। হ্যাঁ, সামান্য একটু মাংসল হয়েছে বটে ক্যারেন। কিন্তু তবু দেহের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে রোদ খেলা করে। গাছের গায়ে ঠেসে ধরে ক্যারেনকে ক্রিস। চুমু খায়। তৃপ্ত হয়। তারপর একদিন তো কাঁধে করেই নিয়ে এলো ঘরে। হাট করে খোলা দরজা জানালা। বাতাসে মদির কম্পন। শয্যায় তোলপাড়।

এই ক'টা দিন রাতে আর কোনো শব্দ শোনেনি ক্যারেন। সকালের রোদে বেরিয়ে স্বাস্থ্যও ভালো হয়েছে ওর। ক্রিস বেরিয়ে গেলে বাড়ির সামনে নগ্ন হয়ে সানবাথ করে কিছু সময়। আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজের নগ্ন শরীর দেখে দেয়ালের ছবির সঙ্গে মেলায়। স্বামীর জন্য নিজেকে তৈরি করে রাখে। কিছুটা ব্যায়ামও করে।

দুপুর কাটে উপন্যাস পড়ে, টাইপ করে। ক্রিস ফিরে আসে সন্ধ্যার আগেই। সন্ধ্যাটা কাটায় তাস খেলে, রেডিও শুনে। ক্রিস কাজ করে। ক্যারেন রান্না করে। এভাবেই দিন যায়।

তবে রাতে নেকড়ের ডাক না শোনার অন্য কারণও অবশ্য আছে। ডাক্তার কিছু ঘুমের বড়ি দিয়েছিল। মাঝে যতোদিন পেরেছে ঘুমের বড়ি খায়নি ক্যারেন। এখন অপারগ হয়ে বড়ি ধরেছে। তাছাড়া প্রতিরাতেই তো আর সফল হয় না যৌন-মিলন। সে কথাও খুলে বলতে পারে না ক্রিসকে।


www.Banglapdf.net Exclusive!

কয়েকদিন পরে আবার সেই নেকড়ের ডাক শুনতে শুরু করল ক্যারেন। যেন ডাক নয়, যেন কারও কাছে কাতর আবেদন। যেন কাউকে কাছে ডাকছে। কখনও কখনও ওই ডাক কান্নার মতো শোনায় ক্যারেনের কাছে।

কয়েক দিন বন্ধ থাকার পর এবার যেন আরও কাতর সুরে ডাকছে নেকড়ে। আরও করুণ। ক্যারেন ভয় পেয়ে নিজের ভেতরে গুটিয়ে যেতে থাকে।

ক্রিস হ্যালোরানকে নতুন করে ও আর বলেনি কিছু। বিশ্বাস করে না ও এসব। শুনলে হয়ত বলবে, 'তোমার মাথায় ভূত ভর করেছে। তাই এসব আবোল-তাবোল ভাবছ।'

অ্যাসপেন দিনে সত্যি চমৎকার, অপূর্ব। কিন্তু এর রাতের রূপ বড় ভয়ঙ্কর। চারদিকে নেমে আসে গাঢ় অন্ধকার। অসহ্য নীরবতা। এবং সেই নীরবতা ভেদ করে কোথা থেকে ভেসে আসে বিরহী পশুর আকুল আর্তি।

এক একদিন ক্যারেনের মনে হয় পশুটা বুঝি শুধু ওকেই ডাকছে। ওটা কি সত্যি পশু না প্রেত, না কি কোনো পিশাচসিদ্ধ মানুষ!

কোনো তান্ত্রিকও হতে পারে। আস্তানা গেড়েছে এই গ্রামের প্রাচীন পরিত্যক্ত বাড়ির কোনোটাতে। ওদের নাকি অদ্ভুত ক্ষমতা হয়। ওরা মানুষকে বানাতে পারে পশু। পশুকে মানুষ।

এ রকম কোনো তান্ত্রিক যদি আসেও তাকে কি দিনের বেলায় কেউ দেখেনি? মার্সিয়াকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়। সে কি রাতে কোনো শব্দ শোনে? নেকড়ের আকুল আহ্বান?

ক্যারেন ভাবে এমনও তো হতে পারে এটা কোনো দুষ্টু লোকের কারসাজি। কোথাও থেকে নেকড়ের ডাক রেকর্ড করে এনে রাতের বেলায় লাউডস্পীকারে বাজাচ্ছে। তাহলে তো গ্রামের অন্য কারও শোনার কথা। যাচাই করে দেখতে হবে।

কিন্তু কত দিন আর রাত জেগে থাকবে ক্যারেন। তাই ঘুমের বড়িই ভরসা।

আজকাল রোজ শহরে যায় না ক্রিস। বাড়িতে বসেই কাজ করে। কাজ শেষে শহরে পাবলিশারকে দিয়ে আসে স্ক্রীপ্ট।

প্রতিদিন সকালে ওরা বেড়াতে বেরোয়। কুয়াশায় পা ভিজিয়ে হাঁটে ক্যারেন অনেক সময়। টাইগারকে নিয়ে খেলা করে। কখনও আনমনে

www.Banglapdf.net Exclusive!

রঙিন প্রজাপতির পেছনে ছুট দেয়, কখনও স্বামীর কোমর জড়িয়ে হাঁটে। তারপর ফিরে এসে কাজে বসে যায় ক্রিস।

ক্যারেন লক্ষ্য করল দুপুরের দিকে একা একা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় ক্রিস। বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। জিজ্ঞেস করলে বলে ফায়ারপ্লেসের কাঠ আনতে গিয়েছিল। অথচ বাড়িতে স্টোর ভর্তি কাঠ। ক্যারেনের মনে হয়, ক্রিস বুঝি এড়িয়ে যাচ্ছে ওকে। কোথায় যায় ক্রিস হ্যালোরান?

ক্রিস সেদিন বলল, ‘আজ লসঅ্যাঞ্জেলেস যেতে হবে আমাকে। কিন্তু ডার্লিং, তোমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। কি করব বলো?’ ক্যারেন কিছু বলার আগেই তৈরী হতে শুরু করল ও। ক্যারেনের মনে হলো, বাইরে বেরোবার জন্য ছটফট করছে ক্রিস। ওর সঙ্গে কথাও বলল এমনি একটা তাড়া নিয়ে। যেন এক্ষুনি বেরোতে পারলে বাঁচে। যে কাজের অজুহাত দেখিয়েছে ওটা ডাকেও চালান করা যেতো। তাহলে লসঅ্যাঞ্জেলেসে কি?

ক্রিস হ্যালোরানের গাড়ি কম্পাউণ্ড পেরিয়ে গেলে খুব অসহায় বোধ করতে লাগল ক্যারেন। বড্ড মন খারাপ হয়ে গেল ওর। না, এরকম কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকের সঙ্গে সংসার করা যায় না। বাড়ি ফিরে ডিভোর্স চাইবে ক্যারেন ক্রিসের কাছে।

আকাশে ঘন মেঘ। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে সকাল থেকেই। পুরু একটা উঁচু গলার পুলঅভার পরে টাইগারকে নিয়ে বেরোল ক্যারেন। বেড়াল এলোমেলো হেঁটে। শীতকাল। সাপের ভয় নেই। সেই সাহসে পুরনো দুএকটা বাড়ির কম্পাউণ্ড ঘুরে এলো। তবে কোনো তান্ত্রিকের দেখা মিলল না।

দুপুরে বাড়ি ফিরল একরাশ ক্লান্তি নিয়ে। ব্রাণ্ডি পান করল। স্যাণ্ডউইচ ও দুধ খেল। টাইগারকে খাওয়াল। একটা বই নিয়ে বসল। কিন্তু এক ঘণ্টায় এক পাতাও পড়তে পারল না। ক্যারেন উঠে গিয়ে বার বার রাস্তার দিকে দেখল, ক্রিসের গাড়ির হর্ণ শোনা যায় কিনা। কান খাড়া করে থাকল। হাঁটল এলোমেলো। বাগানে নেমে ছিঁড়ল দুএকটি ফুল। কিন্তু ফুলদানিতে না সাজিয়ে ফেলে দিল বাইরের দিকে। ক্রিস এখনও কেন ফিরছে না?

বিকেলের দিকে ক্রিস হ্যালোরানের গাড়ির হর্ণ শুনে বাইরে বেরিয়ে এলো ক্যারেন। ক্রিস গাড়ি থেকে নামতেই ওকে বেশ জোরেই জড়িয়ে ধরে চুমু খেল।


www.Banglapdf.net Exclusive!

ক্রিস হ্যালোরান বলল, 'লসঅ্যাঞ্জেলেসে গিয়ে আমার মন টিকছিল না একদম। মন পড়েছিল ক্যাজুরিনায়।

গ্যারেজে গাড়ি ঢোকাল ক্রিস। ক্রিসের হাত ধরে আবদারের সুরে ক্যারেন বলল, 'আমার জন্য না সাইকেল আনার কথা ছিল?'

'মাইগড! ভুলেই গিয়েছিলাম একদম। কাল থেকে তোমাকে গাড়ি চালাতে শেখাবো। দেখি সাইকেল পাওয়া যায় কিনা।'

রাতে রান্না করল ক্যারেন। ক্রিস খেলও পেট পুরে। ঠাট্টার সুরে বলল, 'রান্নার হাত চমৎকার তোমার। চলো, এখান থেকে ফিরে গিয়ে একটা রেঁস্তোরা খুলি। তোমার হাতের রোস্ট বেচেই বড়লোক হয়ে যাব।'

BANGLAPDF.NET

এই হাসি তামাসার ভেতর টাইগারকে বাইরে পাঠিয়ে দেয় ক্যারেন। কিন্তু বাইরে যেতে চাইছে না টাইগার। এক রকম ঠেলাধাক্কা মেরে ওকে ঘরের বের করতে হলো। প্রাকৃতিক কাজটা বাইরেই সেরে আসুক টাইগার।

তারপর ওরা দুজন গায়ে গা লাগিয়ে বসল ফায়ারপ্লেসের সামনে।

কফি খেতে খেতে ক্যারেনের উরুতে চিমটি কাটলো ক্রিস। চমৎকার মুডে আছে দুজনেই। ক্যারেন আলতো করে ছুঁয়ে দিতে লাগল শরীর। ক্যারেনের রক্তে বান ডাকল। আজ ক্রিসকে ওর চাই।

জো থম্পসনের সেই ঘটনার পর অনেক আশা নিয়ে শয্যায় এসেছে ক্রিস। কিন্তু ওর উদগ্র কামনার নিচে, নিষ্পেষণের ভেতরে ঠাণ্ডা শীতল হয়ে শুকিয়ে গেছে ক্যারেন। ব্যর্থতা আর হতাশায় পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে গেছে ক্রিস। জেগে থেকেছে ক্যারেন।

কিন্তু ক্রিসের আজ মনে হলো, মুডে আছে ক্যারেন। আজ হবে।

ক্রিস হ্যালোরান জড়িয়ে ধরল ক্যারেনকে, 'চলো, সময় নষ্ট করে লাভ নেই!'

'তুমিই তো নষ্ট করছো,' ক্যারেন বলল, 'উঠবার আর নাম নেই।'

ক্রিস বলল, 'তোমাকে সময় দিচ্ছিলাম।'

'আর সময় দিতে হবে না। সময় বয়ে যাচ্ছে এখন। হটব্যাগ রেখে বিছানা গরম করে রেখেছি আমি।'

ক্রিস ঘুরে ক্যারেনের ঠোঁটে চুমু খেল। ওর হাত ক্যারেনের সারা শরীরে হাতড়ায়। কি যেন খোঁজে ক্রিস। ক্যারেনকে পিষ্ট করে ফেলতে চাইল ফায়ারপ্লেসের পাশেই।

www.Banglapdf.net Exclusive!

ক্যারেন ছটফট করে। বলে, ‘অ্যাই কী করছ!’

নিজের শরীরের সমস্ত আবরণ খুলে নিরাবরণ হয়ে গেল ক্রিস। নগ্ন করল ক্যারেনকে। তারপর মাতাল হয়ে গেল। কামনায় লাল ক্যারেনের সারা মুখ। ওর শরীরের ওপর ক্রিস হ্যালোরানের পেশীবহুল শরীর লেপ্টে গেল। সমস্ত শরীর বিদ্ধ হবার ব্যাকুলতায় ডাক দিয়ে ওঠে।

ঠিক তখন গা ছমছম করা সেই আকুল আবেদনের শব্দ ভেসে এলো। নেকড়ের রক্ত শীতল করা ডাক শুনতে পেল ক্যারেন। ভয়ে কুঁকড়ে গেল ক্যারেনের সারা শরীর। ক্রিসকে একপাশে ঠেলে দিল। ‘ওই শোনো, শব্দটা শোনো ক্রিস! এখনও কি অবিশ্বাস করবে তুমি?’

ক্রিসের রক্তে তখন আগুন। বিরক্ত হয়ে বলল, ‘বাদ দাও তো ওসব। কোথায় শেয়াল না কুকুর কাঁদছে, তাতেই ভয়ে শুকিয়ে গেছে কলজে।’

BANGLAPDF.NET

‘শেয়াল কুকুর না ক্রিস হ্যালোরান, নেকড়ে।’

‘হলোই বা নেকড়ে। কিন্তু নেকড়ে তো আর আমাদের ঘরে এসে ঢোকেনি। যত্তোসব।’

ক্রিস বুঝলো, আর জাগানো যাবে না ক্যারেনকে। ওকে লেপ দিয়ে ঢেকে উঠে পড়ল ক্রিস। কুড়িয়ে নিল নিজের গাউনটা ।

ক্যারেন অনুনয়ের সুরে বলল, ‘রাগ কোরো না ক্রিস। ওই শব্দ শুনলে ভয় পাই আমি। আমার সারা দেহ অবশ হয়ে আসে। মাফ করে দাও আমাকে।’ চোখ ছলছল করে উঠল ক্যারেনের।

‘আরে বাদ দাও তো এসব আজে বাজে কথা। যত্তোসব উদ্ভট!’ ক্যারেনের পাশে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল ক্রিস।

কয়েকবার ডাক দিয়েই থেমে গেল জন্তুটা। সেরাতে আর ডাকটা শুনল না ক্যারেন। কিন্তু যা হারাবার তা হারিয়ে ফেলল ও।

সে স্বামীর পিঠে হাত রাখল, ‘রাগ কোরো না, ডার্লিং। আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠব আমি। তোমাকে অতৃপ্ত রাখব না।’

ক্রিস চুপ করে রইল।

ক্যারেন বলল, ‘আচ্ছা, ক্রিস, দিনের বেলায় তো ডাকে না জন্তুটা। কাল থেকে দিনের বেলায়ই না হয় আমাকে কাছে নিয়ে শুয়ো তুমি।’

তবু সাড়া নেই ক্রিসের।

চোখের পাতা ভিজে গেল ক্যারেনের। ও ক্রিস হ্যালোরানকে কিছুই বোঝাতে পারল না, ওই ডাক শুনলে ওর সারা শরীর শিরশির করে


www.Banglapdf.net Exclusive!

উঠে। চোখে ভেসে ওঠে জো থম্পসনের কুৎসিৎ চেহারা। মনে পড়ে যায় সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি। উরু বেয়ে দর দর করে নামছে রক্তের ধারা। ক্রিসকে ও কি করে বোঝাবে একথা।

স্বামীর কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে দুটো ঘুমের বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ল ক্যারেন। পরদিন ক্রিসের আগেই ঘুম ভেঙে গেল। গোসল সেরে ফিটফাট হয়ে ঢুকল কিচেনে। ক্রিসের প্রিয় ব্রেকফাস্ট তৈরী করবে আজ।

কিচেনের শেলফ থেকে একটা কৌটো নামাতে গিয়ে ডগ-ফুডের কৌটোর দিকে নজর পড়ল ক্যারেনের। সঙ্গে সঙ্গে আঁৎকে উঠল। কাল তো টাইগারকে ঘরে ফিরিয়ে আনা হয়নি। বেচারা, বাড়ির বাইরে কোথাও শীতে জমে পড়ে আছে হয়ত।

স্টোভ নিভিয়ে বাইরে গিয়ে কয়েকবার 'টাইগার টাইগার' বলে ডাকলো ক্যারেন। সাড়া নেই। লেজ নাড়তে নাড়তে ছুটে এলো না টাইগার।

কুকুরকে ডাকাডাকির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ক্রিস হ্যালোরানের।

হাঁপাতে হাঁপাতে বেডরুমে ঢুকল ক্যারেন, 'ক্রিস, আমাদের টাইগারকে পাওয়া যাচ্ছে না। কাল রাতে ও ঘরে ফেরেনি।'

বিরক্তি কাটেনি ক্রিসের। বলল, 'অতো ঘাবড়াবার কি আছে, কাছাকাছি কোনো গরম জায়গা পেয়ে ঘুমিয়ে গেছে হয়ত।'

'কি যে বলো, ঘুমালে দরজার বাইরেই ঘুমাতো।' ক্যারেনের গলায় উদ্বেগ।

'দেখছি' বলে ক্রিস শিস দিতে দিতে বাইরে এলো। টাইগারের নাম ধরে ডাকল কয়েকবার। সাড়া না পেয়ে কম্পাউণ্ডে নামল। গাছের শিশিরে ভিজে গেল ড্রেসিং গাউন। ভাবছে, 'গেল কোথায় টাইগার!'

'পেলে না?' উৎকণ্ঠিত গলায় জানতে চাইল ক্যারেন।

'না, কম্পাউণ্ডের কোথায়ও নেই।'

'গ্যারেজে দেখেছ?'

'গ্যারেজ তালা দেয়া। ভেতরে ঢুকবে কিভাবে। অসম্ভব।'

'তবে গেল কোথায়? একেবারে বাতাসে মিলিয়ে গেল?' ক্যারেন কথাগুলো এমনভাবে বলল, যেন টাইগার নিরুদ্দেশ হওয়ার জন্য ক্রিসই দায়ী। ঝাঁঝাল গলায় জবাব দিল ক্রিস। 'টাইগারকে বের করে দরজা বন্ধ করে রেখেছিলে কেন? খুলে রাখলেই পারতে।'

www.Banglapdf.net Exclusive!

ক্যারেন সংবরণ করল নিজেকে, 'ঠিক আছে, ভুল হয়ে গেছে। কেউ হয়ত ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গেছে ওকে। চলো, গ্রামের দিকে গিয়ে খোঁজ করি।'

ক্রিস রাজী হলো। নাস্তা সেরে বেরোবে ওরা। টাইগার ফেরার আশায় দরজা খুলে রাখল ক্যারেন। জানালা দিয়ে বারবার বাইরে দেখতে লাগল।

নাস্তা করতে বসে ক্রিস বলল, 'যাবে আর কোথায়! আছে হয়ত আশেপাশেই। খিদে পেলেই ফিরে আসবে।'

টাইগারের জন্য ক্রিসও চিন্তায় পড়ে গেল, তাইতো, যাবে কোথায় কুকুরটা!

BANGLAPDF.NET


www.Banglapdf.net Exclusive!

# আট

গ্রামটা এখনও জাগেনি। নাস্তা সেরে পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসল ক্রিস হ্যালোরান। ক্যারেন জানালা দিয়ে বাইরে দেখতে লাগল। আশ্চর্য, একটা কুকুরও নেই এ তল্লাটে।

ক্রিসের কাজ শেষ হতে একটু বেলা হয়ে গেল। গাড়িতে উঠে ক্যারেন বলল, 'জখম-টখম হয়নি তো টাইগার? চলো, আগে বাড়ির আঙিনাটা দেখি।'

দুজনে তন্ন তন্ন করে খুঁজল আঙিনায়। না, কোথায়ও নেই টাইগার। ক্যারেন বলল, 'রাতে দরজা বন্ধ দেখে আমাদের রিজেন্ট পার্কের বাড়িতে যায়নি তো টাইগার? চলো না, দেখে আসি।'

হাসল ক্রিস, 'অতো দূরে গেছে?' একটু ভেবে বলল, 'আচ্ছা ক্যারি, আমি যদি রাতে বাড়ি না ফিরি তুমি এমনি হন্যে হয়ে খুঁজবে আমাকে?'

ক্যারেন বলল, 'এসব ফাজলামো ভাল্লাগে না আমার। গাড়ির বুটটা একবার দেখবে?'

ক্রিস একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বাড়াবাড়ি। তবু বুটের চাবিটা দিল ক্যারেনের হাতে। চাবি খুলে বুট দেখল ক্যারেন। শূন্য।

এরপর ওরা গাড়িতে উঠে রওয়ানা হলো গ্রামের দিকে।

আস্তে আস্তেই চলছে গাড়ি। একটা তেমাথার সামনে এসে ব্রেক কষল ক্রিস, 'এবার কোন দিকে যাবে?'

ফাঁকা রাস্তা। জনমানবের চিহ্নও নেই। এতোটা বেলা হয়েছে তবু মনে হচ্ছে, এই গ্রাম যেন বিরাণ। রাতারাতি ফাঁকা করে দিয়ে চলে গেছে সবাই।

ক্যারেন বলল, 'আচ্ছা সেই শেরিফের কাছে গেলে হয় না? টেবর ইভান্স না কি যেন নাম? কেউ দেখলে ওকে জানাতে পারে।'

www.Banglapdf.net Exclusive!

ক্যারেনের কথা শেষ না হতেই দেখা গেল শেরিফকে সেই একই পোষাক, একই হ্যাট। এগিয়ে আসছে সামনের রাস্তা ধরে।

গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে নামল ক্রিস। ক্যারেনও নেমে দাঁড়াল।

ক্যারেনকে দেখে টেবর ইভান্স অভ্যাস মতো দুআঙুল দিয়ে টুপির ধার স্পর্শ করল, 'কি খবর আপনাদের। ক'দিন দেখিনি। কোথায়ও গিয়েছিলেন নাকি?'

ক্রিস বলল, 'খবর ভালোই। তবে একটা ঝামেলায় পড়েছি।'

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল শেরিফ।

ক্যারেন জানাল 'কাল রাতে আমরা আমাদের কুকুরটাকে ঘরে নিতে ভুলে গেছি। এখন পাচ্ছি না। ছোট কুকুর।'

ক্রিস বলল, 'আমরা ভাবলাম, রাতে হয়তো কারও বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। কেউ দেখে আপনাকে খবর দিয়েছে কিনা...'

'না তো। অ্যাসপেনে পশু-পাখি পোষে হাতে গোনা কয়েকজন। আপনাদের কুকুরটা এখানে ঢুকলে নিশ্চয়ই কারও না কারও নজরে পড়তো। ঠিক আছে কেউ খবর দিলে জানাবো আপনাদের। আমিও নজর রাখব।'

'থ্যাংকস। আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো আমরা।' ক্যারেন বলল।

'এটা তো আমার কর্তব্য।' টেবর ইভান্স তার হ্যাট স্পর্শ করল আবার। এগিয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, ক্যারেন বলে ফেলল, 'আচ্ছা। মি. শেরিফ, এখানে আশেপাশে কোনো বড় জন্তু আছে? ধরুন, নেকড়ে কিংবা ভালুক? ওরা হয়তো কুকুরটার ক্ষতি করতে পারে।'

'নেকড়ে? ভালুক? কী যে বলেন। এখন তো শীতকাল! ভালুক বেরোবার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া দশ বিশ মাইলের মধ্যে ওই দুটো জন্তুর অস্তিত্ব আছে বলেই তো জানি না।'

'কিন্তু মিঃ শেরিফ,' ক্যারেন বলল, 'আমি বেশ কয়েকদিন রাতে বুনো জন্তুর ডাক শুনেছি। নেকড়ের ডাকের মতো। হাউলিং। গা ছমছম করে ওঠে।'

'না, মিসেস হ্যালোরান, এখানকার বনে নেকড়ে নেই। আর হাউলিং? আমরা তো কোনদিন নেকড়ের ডাক শুনিনি। এখানকার বনে খটাস থাকতে পারে, সজারু আছে, খরগোস আছে। কিন্তু নেকড়ে নেই। খটাস বা বনবেড়াল আপনাদের কুকুরটাকে ধরে নিতে পারবে? কত বড় কুকুরটা?' জিজ্ঞেস করল ইভান্স।


www.Banglapdf.net Exclusive!

'আইরিস সেটার। ছোট দাঁড়ান, ছবি দেখাচ্ছি' ক্যারেন হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে কুকুরটার ছবি দেখাল শেরিফকে।

ছবিটা দেখে শেরিফ বলল, 'খটাস বা বনবেড়াল এটাকে নিতে পারবে না। তবে খুব ক্ষুধার্ত তিন চারটা একসঙ্গে মিলে চেপে ধরলে কি হবে বলতে পারি না।'

'না, মিঃ ইভান্স, আমি রাতে যে ডাক শুনেছি, তা খটাসের না, নেকড়ের হাউলিং। ক্রিস, তুমিও তো শুনেছো। তোমার কি মনে হয়?'

ক্রিস বলল, 'কিছু মনে হয় না। পেঁচা টেঁচা হতে পারে।'

ইভান্স স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, 'হ্যাঁ, নিশুতি রাতে বন জঙ্গলের ভেতরে পেঁচার ডাক শুনে মনে হতে পারে নেকড়ে ডাকছে। শহরের লোকের পক্ষে হঠাৎ করে চেনা মুশকিল। শকুনিও হতে পারে।'

এবারও ক্যারেন জোর দিয়ে বলল, 'কিন্তু মিঃ ইভান্স, আমি নিশ্চিত, রাতের বেলা নেকড়ের হাউলিংই শুনেছি আমি।'

আর কিছু না বলে গাড়িতে গিয়ে উঠল ক্যারেন। তখনও গাড়ির পাশে দাঁড়ান ক্রিস। ইভান্স ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'আপনাদের কুকুরের খোঁজ করব আমি। কিন্তু মনে হয় ওটাকে আর পাওয়া যাবে না। আপনার মিসেস বনবেড়ালেরই ডাক শুনেছে। ওগুলো ভীষণ হিংস্র। শহুরে একটা কুকুরকে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলতে কোনো অসুবিধাই হবে না ওদের।'

শেরিফ আস্তে বললেও ক্যারেন ওর কথা শুনে ফেলল।

ফেরার পথে ক্যারেন শুধু বলল, 'তুমি আর শেরিফ যাই বলো না কেন, খটাস কিংবা বনবেড়ালের কাজ না এটা।'

BANGLAPDF.NET

www.Banglapdf.net Exclusive!

## নয়

রাতে কফি-ডিনার জমলো না তেমন। ক্লান্তি আর অবসাদে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল ক্যারেন। আরও ঘণ্টাখানেক কাজ করে ক্রিস হ্যালোরানও শুয়ে পড়ল। টেবিলে ল্যাম্প জ্বালিয়ে একটা উপন্যাস পড়ার চেষ্টা করল ও। ঘুম এসে গেল।

বাতি নিবিয়ে ক্যারেনের পাশে লেপের নিচে আরাম করে শুয়ে পড়ল ক্রিস। ঠিক তখনই অজানা পশুটি সেই কাতর আর্তনাদ ভেসে এলো।

পরপর তিনবার ডাকটা শুনতে পেল ক্রিস। তবে ঘুম ভাঙলো না ক্যারেনের। ক্রিসের মনে হলো পশুটা বুঝি ওকেই ডাকছে। কী ধরনের পশু এটা? ক্রিস কান পেতে শুনল। কাল রাতের চেয়ে আজ আরও কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে ডাক। ক্রিস হ্যালোরানের মনে হলো, পশুটা বুঝি ওদের বাড়ি কম্পাউণ্ড থেকেই ডাকছে।

আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠল ক্রিস। জানালা খুলে কম্পাউণ্ডের এদিক ওদিক টর্চের আলো ফেলল। কিছু দেখতে পেল না। জানালা বন্ধ করে আবার এসে শুয়ে পড়ল ও।

জানালা খোলা। ঠাণ্ডা ঢুকে গেছে ঘরে। ক্রিস উঠে গিয়ে ফায়ার প্লেসের আগুন উস্কে দিয়ে আবার যখন শুতে এলো, তখন ঘুম ভেঙে গেল ক্যারেনের।

'কে? ক্রিস? উঠেছিলে কেন? কিছু শুনেছ?' ঘুম জড়িত গলায় প্রশ্ন করল ক্যারেন।

ক্রিস জবাব দিল, 'আরে না। আগুনটা উস্কে দিতে উঠেছিলাম। ঘুমিয়ে পড়ো, ডার্লিং।'

ক্যারেন আর কিছু বলল না। ক্রিস ওর পাশে শুয়ে ভাবতে লাগল। খটাস, বনবেড়াল, শুকুন, পেঁচার ডাক এটা না। নিশ্চয়ই কোনো ভয়ঙ্কর


www.Banglapdf.net Exclusive!

বন্য জন্তুর ডাক। ক্যারেনের অনুমানই কি তাহলে ঠিক? কোনো নেকড়ের ডাক এটা? দল ছুট হয়ে অন্য কোন বন থেকে এদিকে এসে পড়েছে?

ক্রিসের আরও একটু খটকা লাগল, ওর মনে হলো, পশুটা যেন ওকেই ডাকছিল। আর দুএকবার ডাকলে ক্রিস হয়তো বেরিয়েই পড়ত ঘর থেকে। বিষয়টা নিয়ে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

পরদিন সকালে দুজনেরই ঘুম ভাঙল দেরীতে। নাস্তার টেবিলে ক্রিসকে বেশ খুশি খুশি মনে হলো। ক্যারেন বলল, 'কাল রাতে চমৎকার ঘুম হয়েছে, ক্রিস । তবে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।

'কি স্বপ্ন? ঘরে বাঘ ঢুকেছে?'

'অনেকটা সেরকমই। দেখলাম, দূরে পাহাড়ের ওপর মস্ত বড় একটা গোল চাঁদ উঠেছে। আর তার চুড়োয় চাঁদের দিকে মুখ তুলে প্রকাণ্ড একটা নেকড়ে আঁউ আঁউ করে ডাকছে। স্বপ্নটা দেখতে দেখতে ঘুম ভেঙে গেল আমার। যা ভয় করছিল!'

ক্রিস বুঝতে পারল, পশুটার চিৎকারের পরপর গতকাল ঘুম থেকে জেগে গেছে ক্যারেন। তবে ও কিছু বলল না। শুধু একটু দম নিয়ে বলল, 'তোমার কাজ তো খালি স্বপ্ন দেখা। এসব স্বপ্ন-টপ্ন বাদ দাও। নেকড়ে হোক সিংহ হোক। ডাকতে দাও। আমাদের কি?'

'কিছু না। কিন্তু আমাদের টাইগারটাকে ওই পশুটাই মেরেছে। আমি শিওর।'

'ঠিক আছে। আমি তোমাকে এর চেয়েও ভালো একটা কুকুর এনে দেবো। আর একবার লস অ্যাঞ্জেলেস যেতে হবে। নতুন পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে লেখকের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার।'

'আজই যাবে?'

'হ্যাঁ। কাজ ফেলে রেখে লাভ কি? তোমার কোন অসুবিধা হবে না তো?'

'অসুবিধা আর কি! আমি তো আর বিছানায় পড়ে নেই।'

'রাগ করলে? কিন্তু এটাই তো আমার পেশা। পরের মন জুগিয়ে চলতে হয়।' ক্যারেনের কাছে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করল ক্রিস। 'আজ যাই। এরপর সাতদিন ও মুখো হবো না। কথা দিলাম।'

ব্যাগ গুছিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ক্রিস হ্যালোরান গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ওর যাত্রা পথের দিকে তাকিয়ে থাকল ক্যারেন। বেচারা, অনেক

www.Banglapdf.net Exclusive

চেষ্টা করছে ওর জন্য। কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য। ক্রিস হ্যালোরানকে খুশি করতে পারছে না ও।

ঘরে ফিরে খুব কান্না পেল ক্যারেনের। বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল।

এক সময় থেমে গেল কান্না। উঠে চোখ মুছল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আঁৎকে উঠল ক্যারেন। কী বিচ্ছিরি চেহারা হয়েছে ওর। এই কাকতাড়ুয়া চেহারা দেখেই কি ক্রিস কাজের ছুতোয় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে?

ক্যারেন কিচেনে গিয়ে বড় একমগ দুধ বানাল। দুধের মগ হাতে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে উঠে গেল ছাদে। ঘণ্টা খানেক ট্যানিং শেষে ফিরে এসে গোসল করল মন লাগিয়ে।

চুল শুকিয়ে জামাকাপড় পরে বেশ হালকা বোধ করল ক্যারেন। কিন্তু নেকড়ের রহস্যটা ওকে উদঘাটন করতেই হবে।

এই সিদ্ধান্ত নেবার পর মনটা হালকা লাগল ওর। ক্রিসের কয়েকটা চিঠি টাইপ করে রাখল। যে হোটেলে চাকরি করত ক্যারেন, সেখানেও একটা চিঠি লিখলো।

বেশ ভালো বোধ করছে ক্যারেন। নিজের জন্য সামান্য রান্না করে খেয়ে নিল। বারান্দার রোদ গায়ে লাগাতে একটা পত্রিকা হাতে ইজিচেয়ারে বসল ও। পত্রিকা পড়তে পড়তে কখন দুচোখে ঘুমে জড়িয়ে এসেছে জানে না ও।

ঘুম যখন ভাঙল, তখনও বিকেল হয়নি। চা খেতে ইচ্ছে করল ক্যারেনের। চায়ের কাপ হাতে আবার এসে বসল বারান্দায়। ক্রিস এখন পাশে থাকলে খুব ভালো লাগত ওর।

চা শেষ করে কিছু একটা করতে ইচ্ছে করল ক্যারেনের। কী করা যায়! কিছু না ভেবেই স্বামীর পোষাক পরলো। তার ওপর চড়াল একটা জ্যাকেট। পায়ে মোকাসিন। মুখে ক্রিম ঘষে, হালকা মেকআপ সেরে ব্যাগে কয়েকটা খুচরো ডলার নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ক্যারেন।

রাস্তায় বেরিয়ে আজ কয়েকজন লোক দেখতে পেল ক্যারেন। পাশের শহরে কি একটা মেলা বসেছে, সেখানে যাচ্ছে। আগে জানলে ও নিজেও যেতে পারত।

হাঁটতে হাঁটতে লিন্ডা কক্সের দোকানটা পেরিয়ে গেল ক্যারেন।

BANGLAPDF.NET
www.Banglapdf.net Exclusive!

দরজা বন্ধ, শো-উইণ্ডোতে পর্দা ফেলা। মেয়েটা দোকান খোলে কখন? বেচাকেনাই বা করে কখন? থাকে তো দোকানের পেছনেই। বিকিকিনি কি সেখানেই হয়? হাসল ক্যারেন মনে মনে। না, লিন্ডার দোকানে কোনো কাজ নেই ওর।

ক্যারেন যাচ্ছে অলিভার্স প্রভিসন স্টোরে। রাতের হাউলিং নিয়ে মার্সিয়ার সঙ্গে কথা বলতে চায় ও। মার্সিয়ার বয়স ওর থেকে বেশ বেশি। কিন্তু একবার পরিচয়েই কেমন আপন করে নিয়েছে। চমৎকার মেয়ে মার্সিয়া।

খটকা লেগেই রইল ক্যারেনের মনে। রাস্তায় যেসব লোকজন দেখল ও, তাদের কারও মুখেই হাসি নেই। সবাই যেন রামগড়ুরের ছানা। এ এলাকায় একমাত্র হাসিমুখের মানুষ মার্সিয়া।

একটা হাসিমুখ দেখার আগ্রহেই মার্সিয়ার দোকানে ঠেলে নিয়ে গেল ক্যারেনকে।

কাউন্টারে বসে হিসাবের খাতা দেখছিল মার্সিয়া। ক্যারেনকে দেখে খাতা বন্ধ করে হাসিমুখে স্বাগত জানাল। কাউন্টারের কাঠ একটু উঁচু করে ধরে ক্যারেনকে ভেতরে ডাকলো সে।

বলল, 'কি ক্যারেন। আমাদের একেবারে ভুলে গেলে নাকি। কোথায়ও গিয়েছিলে?'

ক্যারেন বসল মার্সিয়ার পাশে, 'না ভাই, কোথায়ও যাইনি। কোনো কিছু কেনা কাটার দরকার ছিল না বলেই–'

'কিন্তু শুধু কেনা কাটার দরকার হলেই আসতে হবে আমার এখানে? দুদণ্ড গল্প করতেও তো আসতে পারো।' একটু থেমে মার্সিয়া বলল, 'একা নাকি স্বামীও আছে সঙ্গে?'

'না, ক্রিস শহরে গেছে। কিছু কিনতে তো এসেছি বটেই। তোমার সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে করছিল।'

'চমৎকার। শুধু গল্প করবে? না তাস খেলবে।' মার্সিয়া খুশি হয়ে বলল।

'তাস তেমন খেলতে পারি না আমি। তাছাড়া আজ তাসের মূডও নেই। একটা খবর জানতে এসেছি তোমার কাছে।'

'তাহলে কফি নিয়ে আসি। গল্প করতে করতে তোমার কথা শুনব।'

'ঠিক আছে। তবে পরে খাব।' বলে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, দূরে একটা ছোট টেবিলের সামনে চুপচাপ বসে আছে উইলিয়াম অলিভার। চোখে

www.Banglapdf.net Exclusive

সাদা ফ্রেমের চশমা। কোন্ দিকে তাকিয়ে আছে, বোঝা যাচ্ছে না।

মনে হলো ক্যারেনকে দেখে হাসল লোকটা। প্রত্যুত্তরে ক্যারেনও হাসি ফোটাল ঠোঁটে। প্রথম দিনও লোকটাকে দেখে অস্বস্তি লাগছিল ক্যারেন। আজও লাগল। কেন, কে জানে।

'বেশ, পরেই খাবে কফি' মার্সিয়া বলল, 'কি জানতে এসেছ বলো শুনি।'

ক্যারেন সিরিয়াস গলায় প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা মার্সিয়া, তুমি কতদিন ধরে আছ অ্যাসপেনে?'

'এ শহরের জন্ম থেকে এখানে আছি।'

'তাহলে অ্যাসপেনের সব খবরই তুমি আমাকে দিতে পারবে।'

'নিশ্চয়ই। তবে এই গ্রাম সম্পর্কে বলার মতো কিছু নেই।'

'কয়েকটা বিষয় আমার খুব খটকা লেগেছে। যেমন, অ্যাসপেনে কেউ পশুপাখি পোষে না কেন? একটা কুকুর বেড়াল বা পোষাপাখির খাঁচা পর্যন্ত দেখলাম না আজ পর্যন্ত। তোমাদের শেরিফ অবশ্য বলেছিল, কেউ কেউ পোষে।'

BANGLAPDF.NET

'তুমি ঠিকই বলেছ,' মার্সিয়া বলল, 'আজ পর্যন্ত কেউ আমার কাছে পশু-পাখির খাবার কিনতে আসেনি, আমিও কারও বাড়িতে কুকুর বেড়াল দেখিনি। অবশ্য ব্যবসার জন্য কেউ কেউ গরু-ছাগল-শুয়োর ভেড়া পোষে। মুরগিও আছে দুএকটা বাড়িতে। না, ক্যারেন এ ব্যাপারটা তো আমার মাথায় কোনদিন আসেনি।'

'আমার আরেকটি প্রশ্ন, এখানকার বনে কি জন্তু আছে? খটাস, বনবেড়াল, হায়েনা, শেয়াল, সাপ বা কিছু?'

মার্সিয়া জবাব দিল, 'মাঝে মাঝে দুএকটা হরিণ আসে। বাঁদর আছে দুএক জাতের। তবে সংখ্যায় কমে গেছে। সজারু আর খরগোস আছে। একটু দূরে পাহাড়ে আছে র‍্যাটল স্নেক, সেগুলো গ্রামে আসে না, শুকনো আবহাওয়ায় থাকতে পছন্দ করে। দুচারটে শেয়াল হয়তো ছিল, এখন নেই। পরিত্যক্ত বাড়িতে সাপ হয়তো আছে দুএকটা। কিন্তু খাবারের জন্য গ্রামে ঢোকার দরকার পড়ে না ওদের। মাঝে মাঝে জিপসিরা এসে সাপ ধরে নিয়ে যায়।'

'জিপসিরা কখন আসে?'

'গরমের দিনে। সাপ ছাড়াও মধু ও অন্যান্য কি কি সব সংগ্রহ করে ওরা।'

'এখানে সাধু-সন্ন্যাসীরা আসে না?'


www.Banglapdf.net Exclusive!

'না। কখনও আসতে দেখিনি,' বেশ জোর দিয়েই বলল মার্সিয়া।
'খটাস বা বনবেড়াল নেই?' ক্যারেনের মুখে চিন্তার ছাপ।
'থাকতে পারে। আমি শুনিনি। কিন্তু খটাস আর বনবেড়াল দিয়ে কি করবে?'
'না, তেমন কিছু না। আমার একটা কুকুর ছিল। হারিয়ে গেছে কুকুরটা। আমার সন্দেহ, কোনো বন্য-জন্তু মেরে ফেলেছে ওটাকে। আরও একটা কথা। কয়েক দিন রাতে আমি একটা বন্য জন্তুর কাতর ডাক শুনেছি। খটাস বা বনবেড়াল না সেটা। আমার ধারণা নেকড়ের ডাক।'
'না ক্যারেন, আমাদের বনের আশেপাশে কোনো নেকড়ে আছে বলে শুনিনি।'
ক্যারেন বুঝতে পারল, মার্সিয়া গ্রামের আশেপাশের খবর খুব একটা রাখে না।
মার্সিয়া বলল, 'এবার কফি আনি, নাকি চা খাবে?'
'কফিই আনো।'
'তাই ভালো। একটু বসো। আমি যাবো আর আসবো।'
'আচ্ছা, মার্সিয়া, তোমাদের এখানে লাইব্রেরি আছে?'
'না। অ্যাসপেনে নেই, তবে হ্যামিলটনে আছে। আমার নাম বলে ওদের ফোন করলে তোমার পছন্দমতো বই দিয়ে যাবে ওরা, ওদের আউটডোর সার্ভিস ভালো।'
'তোমার ফোনটা চালু আছে?'
'হ্যাঁ। তুমি ফোন করো। আমি ততোক্ষণে কফি নিয়ে আসছি।'
অপারেটরের সাহায্যে ক্যারেন হ্যামিলটনে লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে কথা বলল। ক্যারেন ওর পরিচয় দিয়ে নেকড়ে সম্পর্কে কিছু বই চাইলো।
লাইব্রেরিয়ান জানাল ওদের কাছে নেকড়ে বাঘ ও বন্য জন্তুর বইয়ের ভালো কালেকশনে আছে। এসব বই কেউ এখানে পড়ে না। লাইব্রেরিয়ান বললেন, 'ঠিক আছে, আমি যতগুলো পারি অলিভার্স স্টোরে অথবা আপনার ক্যাজুরিনা বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো।'
ধন্যবাদ দিল ওকে ক্যারেন।
মহিলা বললেন, 'ধন্যবাদ দেয়ার দরকার নেই, মিসেস হ্যালোরান। আমি তো সারাদিন চুপচাপই বসে থাকি। তবু একটা কাজ পেলাম।'
ফোন সেরে মার্সিয়ার সঙ্গে আরও ঘণ্টা খানেক কথা বলে পরদিন এসে তাস খেলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্যাজুরিনায় ফিরল ক্যারেন।

BANGLAPDF.NET www.Banglapdf.net Exclusive!

বাড়ি ফিরে ক্যারেন দেখল, ক্রিস হ্যালোরান ফিরেছে। ও এতো আগেই ফিরে আসবে, ভাবেনি ক্যারেন। ক্রিস তাড়াতাড়ি ফিরে আসায় খুশি হয়েছে ও। মনটা ভালো আছে ক্যারেনের। রাতে নেকড়ের ডাক রহস্য উদঘাটনের কাজটা শুরু করতে পেরেছে ও।

ক্রিস ওকে খুশী করার মতো আরও একটা সংবাদ নিয়ে এসেছে। খবরের কাগজের একটা ছোট সংবাদ। জো থম্পসন খুন হয়েছে।

ক্যারেনের ওপর পাশবিক অত্যাচারে কারাদণ্ড হয়েছিল জো'র। জেলে এক পুরনো শত্রুর সঙ্গে মেয়াদ খাটছিল সে। কি একটা বচসায় জো'র মাথা লোহার রড মেরে গুঁড়িয়ে দিয়েছে সেই লোক।

খবরটা পড়ে খুশি হলো ক্যারেন। উপযুক্ত সাজাই হয়েছে জো'র। যদি নিজ হাতে ওর মাথাটা ভেঙে দিতে পারত ও। ক্যারেনের ভয়ের উৎসের যেন অবসান ঘটল। এখন আর রাতের হাউলিং তাকে শীতল করে দেবে না। তার মনে হবে না যে, জো আক্রমণ করতে আসছে ওকে। শক্তি ফিরে পেল ক্যারেন। মনে হলো ক্রিসের সঙ্গে মিলনের মাতাল সময়েও যদি হয় এখন নেকড়ে ডাকে, তবু ভয় পাবে না ও। ঠিক আছে, আজ রাতেই পরীক্ষা হয়ে যাবে।

ক্যারেন বলল, 'এই সুখবরটা দেবার জন্য তোমাকে স্কচ খাওয়ানো উচিত আমার।'

'আপাতত স্কচের তেষ্টা নেই আমার। অন্যভাবে পুষিয়ে দিও। এখন কফি বানাও। ব্লাক ক্রীম ভাসিয়ে।'

'আচ্ছা, দিচ্ছি,' বলে ক্যারেন ক্রিসের গালে চুমু খেয়ে কিচেনে ঢুকল। ক্যারেনের খুশি হওয়ার কারণ বুঝতে পারছে ক্রিস।

ওদের কফি শেষ হতেই বেজে উঠল ডোরবেল। ক্রিস চোখের ইশারায় জানতে চাইলো ক্যারেনের কাছে, কে? ঠোঁট ওল্টাল ক্যারেন। 'কী জানি!'


www.Banglapdf.net Exclusive!

# দশ

উঠে গিয়ে দরজা খুলল ক্রিস। একজন মহিলা দাঁড়িয়ে, বেশ লম্বা। হাঁটুর নিচে নামানো স্কার্ট, পুরুষের মতো পাতলা কোট। চওড়া চোয়াল, খাড়া নাক, বয়কাট চুল। সুগঠিত শরীর। চোখে চশমা। এক হাতে ব্রিফকেস অন্য হাতে কয়েকটা বই।

হাসি মুখে মহিলা জিজ্ঞেস করল, 'এই বাড়িতে কি মিসেস হ্যালোরান থাকেন?'

ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চেহারার সঙ্গে মানিয়ে গেছে কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর।

ক্যারেন এসে দাঁড়িয়েছে ক্রিসের পাশে। বলল, 'আমিই ক্যারেন হ্যালোরান।'

'প্লিজড টু মিট ইউ। আমার নাম শেরিল থমাস। হ্যামিলটনে থাকি। ওখানকার লাইব্রেরিয়ান আপনার জন্য এ বইগুলো পাঠিয়েছেন।'

ক্রিস জিজ্ঞেস করল, 'কি বই?'

'আমি দুপুরে মার্সিয়ার দোকান থেকে বইয়ের জন্য হ্যামিলটনের লাইব্রেরিতে ফোন করেছিলাম।' জানাল ক্যারেন।

শেরিল বলল, 'অ্যাসপেনের লোকদের পড়া উচিত বইগুলো। কিন্তু কোনদিন পড়তে চায়নি ওরা। আপনি পড়তে চেয়েছেন। তাই আপনাকে দেখার লোভ হলো আমার। লাইব্রেরিয়ানকে বললাম, আপনার বই আমি পৌঁছে দিতে চাই।'

'এতোটা কষ্ট স্বীকার করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'না না, কষ্ট কি! বরং এই সুযোগে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। হ্যামিলটনে একটা স্কুলে ইংরেজী পড়াই আমি। একঘেয়ে লাগে। মাঝে মধ্যে লাইব্রেরিতে যাই। নতুন কারও সঙ্গে কথা বলতে পারলে খুশী হই।'

www.Banglapdf.net Exclusive!

কথা থামিয়ে শেরিল একবার ক্রিস হ্যালোরান একবার ক্যারেনের মুখের দিকে তাকাল। 'আশা করছি আমার আগমনে আপনারা বিরক্ত হননি। সাদাসিদে মানুষ। বললে চলে যাই। কিছু মনে করবেন না।'

ক্যারেন লজ্জা পেল। আরও আগেই মহিলাকে ঘরে এনে বসানো উচিত ছিল বলল, 'কী যে বলেন! আসুন। ভেতরে আসুন। কফি চলবে তো অথবা ড্রিংক?'

'ওয়াইন আছে?'

'বারগাণ্ডি আছে।'

'আপত্তি নেই। ওতেই চলবে।' শেরিল চারটে মোটামোটা বই টেবিলের ওপর রাখল।

BANGLAPDF.NET

বইগুলো উল্টেপাল্টে দেখল ক্রিস। হাসতে হাসতে বলল, 'ব্যাপার কি, ক্যারি? বাঘ-নেকড়ের বই দিয়ে তুমি কী করবে?'

জবাব না দিয়ে কিচেনে চলে গেল ক্যারেন। সেখান থেকে জোরে জোরেই বলল, 'তুমি বারগাণ্ডি খাবে, ক্রিস?'

'না। শরীরটা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে। আমি বরং একটু জগিং করে আসি। মাফ করবে মিস থমাস। আপনারা কথা বলুন।'

ক্রিস হ্যালোরানের দিকে তাকাল শেরিল। হাসিমুখে বলল, 'ঠিক আছে, মিঃ হ্যালোরান। আপনি না হয় জগিং করে আসুন।'

ক্রিস বাড়ি থেকে এমনভাবে বেরিয়ে গেল, ক্যারেনের মনে হলো ও যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।'

দুহাতে বারগাণ্ডির দুটো গ্লাস নিয়ে টেবিলের পাশে এসে বসল ক্যারেন। দুজনের আলাপ জমে উঠল দ্রুত। শেরিল বুদ্ধিমতী, সুরসিক। পড়াশোনাও করেছে অনেক, খোঁজ-খবর রাখে। দ্বিতীয় গেলাস শেষ হবার আগেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেল ওরা। সম্বোধনের ভাষা নেমে এলো 'ভূমি'তে।

শেরিল জানতে চাইলো, 'নেকড়ে সম্পর্কে তোমার আগ্রহের কারণ কি?'

'হাসবে না তো?' ক্যারেন বলল।

'না, না, প্লিজ বলো।'

ক্যারেন খুলে বলল সব। রাতের সেই হাউলিং, টাইগারের নিখোঁজ হওয়া, তার সন্দেহ, ক্রিস হ্যালোরানের উদাসীন আচরণ, সবই বলল। শেরিলের অনুমানের কথাও বাদ দিল না ও।


www.Banglapdf.net Exclusive!

'এখানে কোথাও একটা নেকড়ে আছে বলে সন্দেহ করছ তুমি?' শেরিল জানতে চাইল।

'জানি না, সত্যি আছে কিনা। তবে হাউলিং শুনে সেরকমই মনে হয়েছে। কারণ টাইগারকে বনবেড়ালে হত্যা করেনি। আমার ধারণা কোনো নেকড়ের হাতেই মারা গেছে টাইগার।'

'এখানে নেকড়ে আছে এ কথাটা কেউ বিশ্বাস করতে চাইছে না?'

'না।' হতাশ গলায় বলল ক্যারেন।

'বইগুলো পড়ো। হয়তো কোনো সূত্র পেয়ে যাবে।'

বইগুলো দুজনে মিলে উল্টে-পাল্টে দেখল। দুচার পৃষ্ঠা পড়ে জানা গেল, নেকড়ে আছে কয়েক রকমের। এখানকার বনে দুধরনের নেকড়ে থাকতে পারে। গ্রে উলফ বা টিম্বার উলফ। বিজ্ঞানীদের ভাষায় ক্যানিস লিউপাস। আমেরিকায় যত রকম নেকড়ে আছে, তার মধ্যে এগুলোই সব চেয়ে বড়। লম্বায় পাঁচ ফুট পর্যন্ত হয়। লেজ আঠারো ইঞ্চি। এরা দল বেঁধে শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। তখন ওরা ওদের চেয়ে বড় আকারের যে কোনো জন্তুকেও মেরে ফেলতে পারে। আমেরিকার মিশিগান, মিনেসোটা ও উইসকনসিনের অরণ্য ছাড়া আর কোথায়ও নেকড়ে পাওয়া যায় না। তাহলে অ্যাসপেনে কি নেকড়ে নেই? নেকড়ের হাউলিং-ই তো শুনেছে ক্যারেন।

শেরিলের বয়স উনচল্লিশ। বিয়ে করেনি। পড়াশোনা, ফুল, ক্যাকটাস নিয়ে আছে। মার্গ সঙ্গীত শোনে। নান ছিল এক সময়। ভালো লাগেনি। ছেড়ে দিয়েছে।

শেরিল হ্যামিলটনে আছে এগারো বছর। স্থানীয় ইতিহাস তার কণ্ঠস্থ। ঔপনিবেশিক আমলের অনেক ধ্বংসাবশেষ ঘুরে ঘুরে দেখেছে। রেড ইণ্ডিয়ানদের বিষয়েও অনেক তথ্য জানে সে। শেরিল নিজেও খুব আগ্রহী অ্যাসপেন সম্পর্কে। গ্রামটা যেন আমেরিকার বাইরে। এখানকার সংস্কৃতি অন্য অঞ্চল থেকে আলাদা, বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো।

শেরিলই জানাল, অ্যাসপেনে মাঝে মাঝে ব্যাখ্যাতীত সব ঘটনা ঘটে। মাঝে মাঝে গ্রাম থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় কেউ কেউ। ওদের আর খবর পাওয়া যায় না। কি যেন একটা আছে এখানে! তা না হলে বড় বড় বাড়ি ফেলে পালিয়ে গেছে কেন লোকেরা গ্রাম ছেড়ে? ওরা আর ফেরেনি। স্থানীয় লোকেরাও ওইসব পরিত্যক্ত বাড়ি দখল করতে যায়নি। শেরিলের কাছে গোটা ব্যাপার কেমন রহস্যময় মনে হয়।

BANGLAPDF.NET

এইসব রহস্যের সমাধান করার চেষ্টা করছে সে।

ক্যারেন অবাক হয়ে শোনে অ্যাসপেনের কাহিনী।

শেরিল বলল, 'আমার বিশ্বাস এখানে শয়তান আছে। কিংবা বন্দী হয়ে আছে কোনো অতৃপ্ত প্রেতাত্মা। নান ছিলাম আমি। ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানলে শয়তান মানতে হয়।'

'তা হলে কি তুমি বলতে চাও, আমি শয়তানের কান্না শুনেছি?' জিজ্ঞেস করল ক্যারেন।

'শয়তান নয় ক্যারেন,' চশমা মুছতে মুছতে বেরিল বলল, 'অ্যাসপেনে একটা ওয়্যারউলফ আছে!'

BANGLAPDF.NET


www.Banglapdf.net Exclusive!

# এগারো

'ওয়্যারউলফ? বলো কি? ঠাট্টা করছো?' চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করল ক্যারেন।

'মোটেই না,' বেশ জোর দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল শেরিল থমাস।

'তুমি কি লাইকানথপ্রির কথা বলল?'

'না। লাইকানথপ্রি তো এক ধরনের মানসিক রোগ। এই রোগীরা ভাবে, ওরা নেকড়ে হয়ে গেছে। নেকড়ের মতো আচরণ করে। লাফ ঝাঁপ দেয়, কাঁচা মাংস খায়। আর ওয়্যারউলফ মানুষ। কিছু সময়ের জন্য পুরোপুরি নেকড়ে হয়ে যায়।'

ক্যারেন হেসে ফেলল, 'কি সব আজগুবি কথা বলছো তুমি।'

'মুশকিল তো ওখানেই,' শেরিল নিজের গাম্ভীর্য ধরে রেখেই বলল, 'প্রচলিত বিশ্বাসের বাইরে কিছু শুনলেই আমাদের কাছে তা আজগুবি আর অসম্ভব বলে মনে হয়! শোনো, শয়তানের চ্যালারাই ওয়্যারউলফ হয়। হঠাৎ করে কেউ ওয়্যারউলফ হয়ে যায় না। মধ্যযুগে দরিদ্র ও সাধারণ মানুষ বাস করত ক্রীতদাসের মতো। তখন ওয়্যারউলফের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। দারিদ্রের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মানুষ তার আত্মাকে শয়তানের কাছে বিক্রি করে দিয়ে ওয়্যারউলফ হয়ে যেতো।'

'সে তো মধ্যযুগের কথা। কিন্তু এ যুগে?'

'এ যুগে অবশ্য ওয়্যারউলফের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। তবে ওরা আছে। এখন ওয়্যারউলফ যদি কাউকে আক্রমণ করে মেরে না ফেলে, শুধু কামড়ায়, তাহলে ওই লোক ওয়্যারউলফ হয়ে যাবে। তবে ওয়্যারউলফ সাধারণত শুধু আক্রমণ করে মেরেই ফেলে। তাই বৃদ্ধি

www.Banglapdf.net Exclusive!

কম। তাছাড়া নারী-পুরুষ ওয়্যারউলফে যৌনমিলন ঘটালেও ওদের সন্তান হয় না।' বলল শেরিল।

ক্যারেন বলল, 'মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার। তুমি আর একটু ওয়াইন নেবে?'

'না। আজ আর না।' শেরিল আবার চশমা মুছল।

ক্যারেন কিচেনে গিয়ে ওর গেলাসে আর একটু বারগাণ্ডি ঢেলে নিয়ে এলো। বলল, 'তোমার কথাটা ভাবছি আমি। কিন্তু মানুষের ইচ্ছে-মতো নেকড়ে হয়ে যাবার ব্যাপারটা কিছুতেই মেলাতে পারছি না।'

শেরিল বলল, 'আমাদেরও প্রাচীন অনেক বিশ্বাস ভেঙে গেছে। অনেক নতুন অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে। ল্যাবরেটরিতে সোনা তৈরির বিষয়টি এখন হাস্যকর। কারণ এর জন্য একটি বিশেষ কাঁচামাল এখন আর পাওয়া যায় না বা গেলেও সাধারণ সোনার থেকে তার দাম পড়ে অনেক বেশি। আমাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, ল্যাবরেটরিতে সোনা তৈরি করা সম্ভব। অথচ আগে হতো।'

'তা ঠিক।' ক্যারেন মাথা দুলিয়ে সায় দিল।

'কিন্তু আমরা তো বিশ্বাস করি মানুষ চাঁদে নেমেছে। সৌর-মণ্ডলের সীমানা পেরিয়ে চলে গেছে মানুষের তৈরি নভোযান। একটি বোমা মেরে গুড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে লাখ লাখ মানুষ। একজন ক্রিস হ্যালোরানের অঙ্গ সংযোগ হচ্ছে অন্য ক্রিস হ্যালোরানের দেহে। কিন্তু একশ' বছর আগে একথা কেউ বললে গাঁজাখুরি বলতো না লোকে?'

'বলতো। কিন্তু এখানে ক্যালিফোর্নিয়ার টেহাচাপি পাহাড়ের এই গ্রামে ওয়্যারউলফ আসবে কোত্থেকে?'

'হয়তো এই গ্রামেই আছে কোনো ওয়ারউলফ। এক বা একাধিক। অ্যাসপেনের কাহিনী রহস্যে ঘেরা। গত ষাট বছরে বহুলোক রহস্যময়ভাবে মারা গেছে এই গ্রামে। গুম হয়েছে অনেকে। অ্যাসপেন সম্পর্কে আমার কাছে বই আছে, খবরের কাগজের ক্লিপিং নথিপত্রও আছে বেশ কিছু। তোমাকে পরে দেখাবো।'

হঠাৎ সিধে হলো ক্যারেন। বলল, 'না শেরিল, এসব বিষয় আর না, আমি বিশ্বাস করি না। ওয়্যারউলফ বা শয়তান নিয়ে আর আলোচনা করব না।'


www.Banglapdf.net Exclusive!

শেরিল বলল, 'ঠিক আছে ক্যারেন, তুমি তোমার বিশ্বাস নিয়ে থাকো, আমার বিশ্বাস থাক আমার কাছে। তবে তোমাকে বলে দিলাম, অ্যাসপেনে একটা ওয়্যারউলফ অবশ্যই আছে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। বাদ দাও ওসব। এখন কফি খাও।'

স্যাণ্ডউইচ আর কফি খেল ওরা।

শেরিল বলল, 'সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমাকে আবার হ্যামিলটন ফিরতে হবে।'

BANGLAPDF.NET

www.Banglapdf.net Exclusive!

# বারো

এদিকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কম্পাউণ্ডে কিছুক্ষণ দৌড়ালো ক্রিস হ্যালোরান। তারপর একসময় অ্যাসপেনের রাস্তা ধরল। অ্যাসপেন যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে। আজকাল ক্যারেনকে মনে হয় অনেক দূরের মানুষ। ক্রিসের চেয়ে ওয়্যারউলফের ব্যাপারেই তার আগ্রহ যেন বেশি। তার ওপর শেরিল এসেছে একই বিষয় নিয়ে। মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেছে ক্রিসের। বাড়িতে বসে থেকে সন্ধ্যাটা মাটি করতে চায়নি বলেই ও জগিং করতে বেরিয়ে পড়েছে।

অ্যাসপেন ডাকছে ক্রিস হ্যালোরানকে। অ্যাসপেন? নাকি ওখানকার সেই সবুজ চোখের যুবতী। যার চোখে আত্মহত্যার আমন্ত্রণ যার স্তনের দৃঢ়তা আগুন জ্বালিয়ে দেয় বুকের ভেতরে। *লিন্ডা কক্স*। নামটা মনে মনে দুবার উচ্চারণ করল ক্রিস।

ঝিরিঝিরি বাতাসে পাতারা দোল খাচ্ছে। হালকা হাওয়ায় দারুচিনির ঘ্রাণ। শহরে বড় হয়ে ওঠা ক্রিসকে অ্যাসপেনের এই শান্ত পল্লীও কম মুগ্ধ করছে না। প্রকৃতির এমনি অবারিত স্নিগ্ধ রূপ আর কখনও দেখেনি ও।

গ্রামে ঢুকে পায়ে পায়ে নিজের অজান্তেই গিয়ে দাঁড়ালো লিন্ডা কক্সের দোকানের সামনে। এর আগে মাত্র একদিন সে এসেছিল দোকানে। সেদিন সঙ্গে ছিল ক্যারেন। প্রাণ খুলে কথা বলতে পারেনি যুবতীর সঙ্গে। যদিও ক্রিস লক্ষ্য করেছিল ওকে যেন চাউনি দিয়ে গিলে খাচ্ছিল সবুজ নয়না সুন্দরীটি।

দরজার মুখে একটু থমকে দাঁড়ালো ক্রিস হ্যালোরান। যাবে কী যাবে না।

BANGLAPDF.NET
www.Banglapdf.net Exclusive!

দোটানায় ভুগছে। শেষে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। কোথায়ও ঘণ্টা বাজল টুং টাং শব্দ। অস্বাভাবিক শান্ত ভেতরটা। অন্যায় করল? না, কিসের অন্যায়? ক্যারেনের জন্য একটা কিছু কিনতে পারে ক্রিস। কিন্তু উপহার কিনতে তো আসেনি ও, এসেছে অন্য কোন কারণে। যার ব্যাখ্যা ক্রিসের নিজেরও জানা নেই।

লিন্ডার কালো চুল আর সবুজ চোখের মদির আকর্ষণ ভুলতে পারে না ক্রিস। টগবগিয়ে উঠে বুকের ভেতরটা। ধীরে পায়ে নিঃশব্দে পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এলো লিন্ডা কক্স। পরনে সংক্ষিপ্ত পোষাক। সুইমিং কস্টিউমও বলা যায়। দেহের প্রতিটি ভাঁজ স্পষ্ট।

হাসল লিন্ডা। ঝকঝকে মুক্তোর মতো হাসি। ভুলিয়ে দিতে চায় সবকিছু। ক্ষতি কি? ভুলতেই তো এসেছে ক্রিস।

BANGLAPDF.NET

লিন্ডা দ্রুত পা ফেলে সামনে এগিয়ে এলো, 'আরে, ক্রিস হ্যালোরান, এসো। কতোদিন ধরে তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি আমি, অথচ আসবার নাম নেই তোমার।'

ক্রিস লিন্ডার শরীরটা দেখল কয়েক সেকেণ্ড। তাকাল ওর চোখে সেখানে আটকে গেল দৃষ্টি। বলল, 'আমি আসব জানতে?'

'বাঃ, জানব না? সেদিন তোমার বউ সঙ্গে থাকলেও আমার জন্য টান অনুভব করোনি তুমি?' হাসল লিন্ডা, 'মিথ্যে বলবো না, তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি আমিও!'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারো' বলল ক্রিস, 'কিন্তু আমি এসেছি আমার স্ত্রীর জন্য একটা গিফট কিনতে।'

'নেবে নেবে গিফট তো নেবেই। কিন্তু এখনই ছাড়ছি না তোমাকে আমি। চলো, আমার সঙ্গে, বাইরে থেকে ঘুরে আসি একটু। আমার ঘরের পেছন দিয়ে পায়ে হাঁটা পথ আছে একটা। ওই পথ ধরে ক্যাজুরিনা পর্যন্ত যাওয়া যায়। নাও, চলো চলো।' তাড়া দিল লিন্ডা।

এগিয়ে এসে ও হাত ধরল ক্রিস হ্যালোরানের। র' স্কচের মতো সেই স্পর্শের আগুন সারা শরীরে ছড়িয়ে গেল ক্রিসের।

ওরা বেরিয়ে পড়ল।

লিন্ডার ঘর ছোট। তবে পরিচ্ছন্ন, সাজানো গোছানো। বেডের লাগোয়া কিচেন-বাথ। মেঝেতে কার্পেট। বাড়ি জুড়ে চন্দনের সুবাস।

ঘর পেরিয়ে ছবির মতো সরু পথ। ক্রিসের হাত ধরে লিন্ডা বকবক করেই চলেছে। বলছে এ রকম পুরুষ দেখেনি সে। ক্রিসের মতো এমন

www.Banglapdf.net Exclusive!

একজন পুরুষের জন্য এতদিন অপেক্ষা করছিল সে। এতো দিন কেন আসেনি ক্রিস হ্যালোরান। অ্যাসেপেনে তার মতো পুরুষ এই প্রথম। 'কি তোমার বাহু, কি তোমার চিতানো বুক। ক্রিস, একেবারে অন্ধ করে দিয়েছো আমাকে।'

ক্রিসের চোখে নেশার ঘোর। লিন্ডা তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? স্বর্গে না নরকে, জানে না। যেখানেই নিক, যাবে সে। নিজেকে ফেরাবার ক্ষমতা নেই ক্রিসের। ওর একটা হাত লিন্ডার কোমরে। অস্থির আঙ্গুল। লিন্ডার হাত ক্রিসের পিঠে। সূর্য অস্ত যেতে দেরী নেই। বনপথে ছায়া ঘন হয়ে এসেছে। বাইরে অন্ধকার নামার আগেই আঁধার নামবে এই পথে।

BANGLAPDF.NET

কিছু দূর চলার পর একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ল ওরা। ক্রিস থামাল লিন্ডাকে, 'এসো, এখানে একটু বসি।'

লিন্ডা ঘুরে দুহাতে ক্রিসের কোমর জড়িয়ে ধরল। কী উত্তেজক একটা গন্ধ আসছে লিন্ডার শরীর থেকে। তার স্তন ছুঁয়ে গেল ক্রিসের বুক। বসল পাশাপাশি।

লিন্ডাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে গেল ক্রিস। কিন্তু মুখ সরিয়ে নিল লিন্ডা। রীতিমত অপ্রস্তুত ক্রিস। লিন্ডা বলল, 'ডার্লিং তুমিও যা চাও, আমিও তাই চাই। কিন্তু এখন এর সময় নয়।'

হঠাৎ সব কিছু ম্লান এবং বিবর্ণ লাগল। অভিমান হলো ক্রিসের। জিজ্ঞেস করল, 'কেন নয়, লিন্ডা?'

'পরে জানতে পারবে। চলো এখন ফেরা যাক।' খাড়া হলো লিন্ডা।

এমন দৃঢ় গলায় হুকুমের ভঙ্গীতে কথাগুলো বলল লিন্ডা যে আর কিছু বলতে পারল না। সে লিন্ডার পেছন পেছন এগোতে লাগল।

নিজের ঘরে ফিরে এসে আবার মেজাজ বদলে গেল লিন্ডার। আবার হাসিমুখি। চঞ্চলা চোখে নিবিড় দৃষ্টি। বেকুব বনে গেল ক্রিস। নারীর মন বোঝা ভার। এতোদিন ঘর করে ক্যারেনের মনই বুঝতে পারল না ও লিন্ডার সঙ্গে তো মাত্র পরিচয় হলো।

'রাস্তাটা কী সুন্দর! তাই না ডার্লিং।' হাসি মুখে লিন্ডা বলল, 'ওই রাস্তায় আবার ঘুরতে যাব আমরা।'

লিন্ডার চোখের তারায় তাকাল ক্রিস। সবুজ চোখ, সম্মোহনী দৃষ্টি তাতে।

www.Banglapdf.net Exclusive!

'আজ আসি তাহলে?' ক্রিস হতাশ হয়ে বলল।

'তোমার বউ-এর জন্য কি যেন নেবে বলেছিলে?'

'আজ থাক।'

বাড়ি ফেরার পথে অর্ন্তদ্বন্দ্বে ভুগতে লাগল ক্রিস। নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হচ্ছে। ক্যারেনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে। অথচ লিন্ডা ওকে শুধু হাতটাই ধরতে দিয়েছে। তবু ওইটুকু স্পর্শেই ক্রিসের রক্তে বান ডেকেছিল।

ক্যাজুরিনার দরজায় দাঁড়িয়ে ব্যাপারটাকে সাময়িক চিত্তচাঞ্চল্য বলে বাতিল করে দেবার চিন্তা করল ক্রিস।

রাতে খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল ও।

BANGLAPDF.NET

www.Banglapdf.net Exclusive!

# তেরো

পরদিন সকালে গোটা ব্যাপারটাই মন থেকে ঝেড়ে ফেলল ক্রিস। ঠিক করল, আজ থেকে ক্যারেনকে আরও বেশি সময় দেবে। জো থম্পসনের মৃত্যুর পর থেকে অনেকখানি সহজ হয়ে এসেছে ক্যারেন।

দুএকটা দিন ভালোই কাটলো। তারপর যা তা-ই অবস্থা। ক্রিস নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল খুব। লাঞ্চের পরই কাজ নিয়ে বসে। সন্ধ্যা হয়ে যায় কোন কোন দিন। ক্যারেন একা হয়ে যায় আবার। সময় কাটাতে ও চলে যায় মার্সিয়ার বাড়িতে। তাস খেলে।

এ রকম একদিন, তাস খেলতে খেলতে ক্যারেন হঠাৎ আবিষ্কার করল সন্ধ্যা হয়ে গেছে। উঠল ও। বলল, 'মার্সিয়া, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ক্রিসের জন্য ডিনার তৈরি করতে হবে। সন্ধ্যার সময় এক সঙ্গে চা খাই আমরা।'

'চলো। পৌঁছে দিয়ে আসি তোমাকে। গাড়ি বের করব।'

'না, যেতে পারবো।'

'তাহলে এক কাজ করো।'

'কি?'

'লিন্ডার দোকানের পাশ দিয়ে একটা শর্টকাট রাস্তা আছে। ওই রাস্তা দিয়ে গেলে একেবারে তোমাদের বাড়ির গেটে পৌঁছে যাবে। ভালো রাস্তা। ভয় নেই। চলো, তোমাকে লিন্ডার দোকান পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি। এখনও আলো আছে।'

দোকানের সামনে এসে করমর্দন করে বিদায় নিল ক্যারেন।

মার্সিয়া বলল, 'কাল আসছ তো?'

'আশা করি।'

ক্যারেন লক্ষ্য করল লিন্ডার দোকান ও ঘর অন্ধকার। কি করে


www.Banglapdf.net Exclusive!

মেয়েটা? একা থাকে? ঘরে চন্দনের গন্ধ। সন্ন্যাসিনী নাকি? চন্দন জ্বালিয়ে যপতপ কিছু করছে।

লিন্ডার চোখের তারা ঘন সবুজ। মানুষের সবুজ চোখ কখনও দেখেনি ক্যারেন। আর কী চাউনি! বাব্বা, মেয়ে নয় যেন বাঘিনী। সেদিন ক্রিসকে গিলেই খাচ্ছিল প্রায়। ভাগ্যিস সঙ্গে ক্যারেন ছিল। তা না হলে কি হতো, কে জানে।

শর্টকাট রাস্তাটার দুপাশে গাছ। ছায়া ঘন হয়েছে, তবে পুরো অন্ধকার হয়নি তখনও। রাস্তা দেখা যায়।

খানিকটা এগিয়ে যাবার পর ক্যারেনের মনে হলো, কে যেন ডাকল ওর নাম ধরে। এখানে কে ডাকবে ওর নাম ধরে। ধুর, মনের ভুলও হতে পারে। একটু দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে চলল ক্যারেন। ডান পাশে জঙ্গলের ভেতরে কী একটা যেন সরসর করে সরে গেল। গা ছমছম করে উঠল ওর।

BANGLAPDF.NET

অন্ধকার নেমে আসছে খুব গাঢ় হয়ে। ক্যারেনের মনে হলো, কেউ ওর পেছনে পেছনে আসছে। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো ক্যারেন, 'কে?'

না। কেউ নেই। শুধু ওর ধ্বনি যেন প্রতিধ্বনি হয়ে ছড়িয়ে গেল বনভূমিতে। আবার এগোল ক্যারেন। পাশের গাছ কাঁপিয়ে কি যেন একটা চলে গেল। মানুষ না জানোয়ার?

এবার ভয় পেল ক্যারেন। মনে মনে মার্সিয়াকে দোষ দিতে লাগল। এমন কি রাত হয়েছিল যে শর্টকাট পথ দেখাতে গেল মার্সিয়া।

এ সময় কি একটা ঠেকলো তার পায়ে। মাথা নামিয়ে আবছা আলোয় দেখতে পেল একটা কুকুরের মাথা। গলায় বকলস। এ কি, এ যে টাইগারর মাথা। বকলসটাও তো টাইগারেরই। কেঁদে ফেলল ক্যারেন। আকস্মিক এই আবিষ্কারে ওর সারা দেহ কেঁপে উঠল ভয়ে। মনে হলো, কোন জন্তু বসে বসে খাচ্ছিল টাইগারকে। ওকে আসতে দেখে মাথাটা ফেলে পালিয়েছে। এখন পেছনে পেছনে আসছে ক্যারেনের। এবার হয়তো ক্যারেনের ওপর ঝাপিয়ে পড়বে।

ক্যারেন কোনোরকমে টাইগারের বকলসটা তুলে নিয়ে প্রাণ ভয়ে দৌড়াতে শুরু করল ক্যাজুরিনার দিকে।

বাড়িতে পৌঁছে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কিল মারতে লাগল ক্যারেন। দরজা খুলতেই ক্রিস হ্যালোরানের গায়ের ওপর পড়ে গেল ও। ক্রিস বুঝলো, সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে।

ক্যারেনকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসালো ক্রিস। তোয়ালে ভিজিয়ে মুছিয়ে দিল হাত মুখ। তারপর ছোট একটা গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে খাইয়ে দিল। ক্যারেন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'টাইগারকে পেয়েছি আমি। ঐ যে টাইগারের বকলস।'

'ভালো তো। তার জন্য এতো উত্তেজিত হচ্ছো কেন? টাইগার কোথায়?'

ব্র্যাণ্ডিটা খেয়ে একটু সুস্থ বোধ করছে ক্যারেন। বলল, 'টাইগার বেঁচে নেই, ক্রিস। তার মাথাটা শুধু রাস্তায় পড়ে ছিল। গলায় ছিল বকলসটা। যে জন্তুটা টাইগারকে মেরেছে ওটা, আমার পেছনে পেছনে আমাদের বাড়ির গেট পর্যন্ত এসেছিল।'

'তুমি দেখেছো?' ক্রিস হ্যালোরানের চোখে অবিশ্বাস।

'না দেখতে পাইনি। অন্ধকার ছিল। তবু আমার মনে হচ্ছিল, কালো বা ধূসর রঙের জন্তু বনের ভেতর দিয়ে আমাকে অনুসরণ করছে।'

ক্রিস ক্যারেনকে জড়িয়ে ধরে বিছানায় নিয়ে গেল। সান্ত্বনা দিতে লাগল। বলল, 'আমরা তো টাইগারের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। কোনো বন্য জন্তু হলে তোমাকে নিশ্চয় আক্রমণ করত। যাক বাবা ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফিরেছ।'

ক্যারেন জোর দিয়ে বলল, 'ওটা নিশ্চয়ই কোনো বন্য জন্তু ছিল, ক্রিস।'

ক্রিস আবারও ওকে বোঝাবার চেষ্টা করল। কিন্তু শান্ত হলো না ক্যারেন।

হয়তো নার্ভাস শক। ডাক্তার ডাকা দরকার।

'ক্যারি, আমি তোমার জন্য ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি। বাইরে থেকে লক করে দিয়ে যাবো, ভয় পেয়ো না।'

'আমার কিছু হয়নি, ক্রিস। এখনই ঠিক হয়ে যাবে সব।'

ক্রিস ওর কথায় কান দিল না। ছুটে বেরিয়ে গেল গাড়ি নিয়ে। অ্যাসপেনে ডাক্তার আছে কিনা, জানে না ও। লিন্ডা কক্সের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবল, লিন্ডাকে জিজ্ঞেস করবে। সংবরণ করল নিজেকে। মার্সিয়ার দোকানে ছুটে ঢুকল ও। বলল, 'মার্সিয়া, এক্ষুনি একজন ডাক্তার চাই আমার। তোমার এখান থেকে ফেরার পথে কিছু একটা দেখে সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে ক্যারেন। ডাক্তার আছে এখানে?'

'আছে। গাড়ি এনেছ?'


www.Banglapdf.net Exclusive!

BANGLAPDF.NET

'হ্যাঁ।'

'এখানে একজন ডাক্তার আছেন। স্টিফেন গোয়েজ। আগে হ্যামিলটনের হাসপাতালে কাজ করতেন। কাছেই বাড়ি। বয়স্ক লোক। ভালো ডাক্তার।'

ক্যাজুরিনার দিকে আদ্ধেক পথে গোয়েজের বাড়ি। পুরনো, দোতলা। তবে নিয়মিত ধোয়ামোছা ও রঙ করা হয়। ভেতরের কম্পাউণ্ডে দুটি রেডউড। বাকীটা লন। কয়েক বছর আগে ডাক্তারের স্ত্রী মারা গেছেন। তিনি এখন গ্রামেই প্র্যাকটিস করছেন।

মার্সিয়াই ডোরবেল টিপল। স্টিফেন গোয়েজের অভিজাত চেহারা। লম্বা দোহারা গড়ন। খাড়া নাক। মাথার সব চুল পেকে সাদা। পরনের পোষাকেও আভিজাত্যের ছোঁয়া রয়েছে।

পরিচয় করিয়ে দিল মার্সিয়া। ক্রিস হ্যালোরানের কাছ থেকে সব শুনে কিটবক্স নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ডাক্তার ক্যাজুরিনার উদ্দেশ্যে। গাড়িতে কোনো কথা হলো না।

ডাক্তার দেখে বিব্রত হয়ে পড়ল ক্যারেন। উঠে বসতে গেলে ডাক্তার বাধা দিলেন ওকে। বুকে-পিঠে স্টেথেস্কোপ বসিয়ে, ব্ল্যাডপ্রেসার মেপে, জিভ-গলা চোখ দেখে তিনি বললেন, 'না, তেমন কিছু হয়নি। শরীর ভালোই আছে।'

ডাক্তার ব্যাগ খুলে গোলাপি রঙের একটা বড়ি খেতে দিলেন ক্যারেনকে। একটা সাদা বড়ি দিলেন রাতে খাওয়ার জন্য। পরদিন সহজপাচ্য খাবার। দুদিন পুরো বিশ্রাম। ঘুম।

বাড়ির বাইরে এসে ডা. গোয়েজ ক্রিসকে বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই। সব কিছু ঠিক আছে। দরকার হলে খবর দেবেন। তবে তার বোধহয় দরকার হবে না।'

মার্সিয়াকে ক্যারেনের পাশে বসিয়ে রেখে ডাক্তারকে পৌঁছে দিতে চলে গেল ক্রিস।

www.Banglapdf.net Exclusive!

# চোদ্দ

ওষুধে ভালো কাজ হলো ক্যারেনের। পুরো দুদিন বিশ্রাম নিল। এ দুদিন মার্সিয়া ওদের জন্য লাঞ্চ এবং ডিনার পাঠিয়েছে। নাস্তা এবং চা বানিয়েছে ক্রিস। সুস্থ হয়ে উঠেছে ক্যারেন।

BANGLAPDF.NET

ক্রিস দুদিন বাড়ি থেকে বেরোয়নি। তৃতীয় দিন বলল, 'একটু হ্যামিলটন যেতে হবে, ক্যারেন। একা থাকতে পারবে তো?'

'ফিরতে খুব দেরী হবে?'

'না। বড় জোর ঘণ্টা দুই।'

গৃহস্থালীর দুএকটা টুকিটাকি জিনিস আনতে বলল ক্যারেন।

এই ঘণ্টা দুই একা বসে, রান্না করে, গান শুনে কাটাল ও।

দুঘণ্টার আগেই ফিরে এলো ক্রিস। চকোলেট লজেন্সের সঙ্গে নিয়ে এলো একটা দোনলা বন্দুক, কিছু ব্ল্যাংক ও কিছু লাইফ কার্তুজ।

বন্দুক দেখে অবাক ক্যারেন, 'বন্দুক দিয়ে কি হবে, ক্রিস?

'একটা বন্দুক বাসায় থাকা ভালো। সাহস পাবে তুমি। নাও ঝটপট চা খেয়ে নাও। বন্দুক কীভাবে চালাতে হয় শিখিয়ে দেব তোমাকে।'

'আমি কখনও বন্দুক ছুড়িনি।'

'তাতে কোনো সমস্যা নেই। খুব সহজ। শিখিয়ে দেব।'

এক ঘণ্টার মধ্যে বন্দুক চালানো শিখে গেল ক্যারেন। তবে লক্ষ্য ভেদে সময় লাগবে। ক্রিস প্রতিদিন কিছু কিছু প্র্যাকটিস করতে বলল ওকে।

পরদিন প্রকাশকের লসঅ্যাঞ্জেলেসের অফিস থেকে জরুরী চিঠি এলো। আধুনিক বিমান সম্পর্কে প্রকাশক সদ্য যে বইটি বের হয়েছে, তাতে তথ্যগত কিছু ত্রুটি ধরা পড়েছে। যে বিষয়ে আলোচনার জন্য আসছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতরের একজন বিশেষজ্ঞ। ক্রিস


www.Banglapdf.net Exclusive!

হ্যালোরানের থাকা দরকার।

চিঠি পড়ে ক্রিস মন্তব্য করল, 'যা অবস্থা দেখছি, এক্ষুনি যেতে হবে আমাকে। ফিরতে রাত হবে।'

ক্যারেন বলল, 'রাত বেশি হলে নাইবা ফিরলে। কাল সকালে চলে এসো।'

'তুমি একা থাকতে পারলে আমার আপত্তি নেই।' বলল ক্রিস।

'নিশ্চয়ই পারব।' বলল ক্যারেন।

ক্যারেনকে সাবধানে থাকতে বলে বিদায় নিল ক্রিস।

একটা বই নিয়ে বসল ক্যারেন। অস্থির লাগছে। ডা. গোয়েজের একটা ট্যাবলেট খেয়ে বসল ফের। পড়ায়ও কেন জানি মন দিতে পারছিল না ক্যারেন।

কে যেন দরজায় ধাক্কা দিল হঠাৎ। উঠে দাঁড়াল ক্যারেন। না, দিনে তো কোনো ভয় নেই অ্যাসপেনে। বাড়ির দরজা খুলে রাখলেও চুরি হয় না। গত বিশ বছরে চুরির কোনো রেকর্ড নেই এখানে। এখানে যা কিছু ঘটে, সব রাতে।

নির্ভয়ে দরজা খুলে দিল ক্যারেন।

দরজায় দাঁড়িয়ে একজোড়া সুদর্শন যুবক-যুবতী। যুবকটির বিব্রত চেহারা। তার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যুবতী। বোধহয় আঘাত টাঘাত পেয়েছে।

'আপনার টেলিফোনটা একবার ব্যবহার করতে পারি?' বলল যুবক, 'এ আমার বান্ধবী নর্মা, পড়ে গিয়ে গোড়ালিতে চোট পেয়েছে। ভ্যান রেখে এসেছি রাস্তার ধারে।'

ওদের দেখে খুশিই হলো ক্যারেন। একা আছে। সঙ্গ পাওয়া যাবে ওদের।

'সরি, আমার তো ফোন নেই। আমার গাড়িও নেই। গোড়ালির ব্যথাটা কি খুব বেশি?' ক্যারেন দেখতে চাইল।

'ভ্যান থেকে পড়ে গোড়ালি মচকে গেছে ওর। ফুলে গেছে। ব্যথায় হাঁটতে পারছে না।'

ক্যারেন ওদের ভেতরে নিয়ে বসাল। সোফায় বসে নিজেদের পরিচয় দিল ওরা। স্টিভ আর নর্মা ফস্টার। অগিভলি শহরে থাকে ওরা। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়। ওদের কথাবার্তা, বিনয়ী আচরণ ক্যারেনের ভালো লাগল।

BANGLAPDF.NET

একটা কাজ পেয়ে ক্যারেন উৎসাহিত হয়ে উঠল খুব। নর্মার পা টেনে দেখল। প্লেয়ারে একটা ডিস্ক চাপিয়ে দিয়ে গরম পানিতে এপসম সল্ট গুলে নিয়ে এলো, ওতে নর্মার পা ডোবাল। বলল, 'ফোলা কমে গেলে একটা মলম লাগিয়ে দেবো। ব্যস, সব ঠিক হয়ে যাবে।' অ্যাসপিরিন খাইয়ে দিল নর্মাকে, ব্যথা কমার জন্য।

স্টিভ বলল, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। নর্মা একটু সুস্থ হলেই চলে যাবো। বেশিক্ষণ বিরক্ত করব না।'

ওদের জন্য স্যাণ্ডউইচ আর কফি বানিয়ে আনল ক্যারেন।

নর্মা বলল, 'খামোকা কেন কষ্ট করছেন আপনি? আচ্ছা, আগে দেখতাম এ বাড়িটা খালি পড়ে আছে। আপনারা কি এখানকারই বাসিন্দা?'

'না, কিছু দিনের জন্য বেড়াতে এসেছি। বাড়িটা ভাড়া নিয়েছি আমরা।' ক্যারেন বলল।

'তাই বলুন' বলল স্টিভ, 'অ্যাসপেনের লোক বলে মনে হচ্ছিল না আপনাকে। গ্রামটা যেন আমেরিকার বাইরে। এরা নিজেদের নিয়েই সবসময় ব্যস্ত। বাইরের লোক সহ্য করতে পারে না। শুনেছি, অ্যাসপেন থেকে মাঝে মধ্যেই নিরুদ্দেশ হয়ে যায় মানুষ। অনেকে বলে এখানে নাকি ভূত আছে।' হাসল স্টিভ। নর্মার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'তাই বলে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। যত বিপদই আসুক, তোমাকে রক্ষা করব আমি।'

নর্মা হেসে ফেলল, 'বাব্বা, বীর পুরুষ। আমাকে তোমার রক্ষা করতে হবে না। আমি নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারি।'

বিকেলটা গল্পগুজব করে ভালোই কাটল। গল্পে গল্পে কখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে কেউ-ই খেয়াল করেনি। স্টিভ ঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠল, 'নর্মা, চলো, চলো, অনেক দেরী হয়ে গেছে।'

ক্যারেন বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কি, যাবে কোথায়। রাতে থাকো আমাদের এখানে। কোনো অসুবিধে হবে না।'

'না, মিসেস হ্যালোরন। আমাদের যেতেই হবে।' বলল স্টিভ।

নর্মাও সায় দিল। বলল, 'গাড়ি পর্যন্ত যেতে পারবো এখন। অনেকটাই সুস্থ লাগছে শরীর।'

স্টিভ বাগান থেকে একটা মজবুত ডাল ভেঙে নিয়ে এলো।

নর্মা ডালটাতে ভর দিয়ে বলল, 'ভালোই হলো। রাস্তায় বেয়াদবির


www.Banglapdf.net Exclusive!

চেষ্টা করলে দুচার ঘা লাগিয়ে দেব।'

ওদেরকে আরও কিছু খাইয়ে হাসিমুখে বিদায় দিল ক্যারেন। বলল, 'অ্যাসপেনে আবার এলে আমাদের এখানে এসো।'

স্টিভের কাঁধে একটা ব্যাগ। ভেতর থেকে টর্চ বের করে হাতে নিল। নর্মা লাঠিতে ভর দিয়ে চলতে লাগল।

ওদের জন্য কেন জানি কষ্ট লাগল ক্যারেনের। ওরা চলে গেলে ঘরে ঢুকে দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিল ও। রেডিও শুনল। তারপর ডিনার সেরে একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ল।

ক্যাজুরিনা থেকে যে কাঁচা রাস্তাটা বড় রাস্তার দিকে গেছে তার দুধারে অনেক গাছ। গাছের নিচে ঝোপঝাড়, লতাপাতার জঙ্গল। স্টিভ ও নর্মা এগিয়ে চলল সেই পথ দিয়ে। নর্মার এক হাত লাঠিতে, অপর হাত স্টিভের কাঁধে। টর্চের আলো ফেলে পথ দেখাচ্ছে ও।

BANGLAPDF.NET

নর্মা হঠাৎ প্রেমিকের হাত চেপে ধরে থমকে দাঁড়াল, 'ওটা কি স্টিভ?'

'কি?'

'ওই দেখো, কি একটা জন্তু সরে গেল। আমি শব্দ শুনলাম।'

'কি শব্দ?'

'চুপ,' নর্মার গা ছমছম করে উঠল। স্টিভ টের পেল কাঁপছে নর্মা।

দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা দুজনেই। কিছুক্ষণ চুপচাপ। অন্ধকার। হঠাৎ একটা সরসর শব্দ। ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে বড়সর কিছু একটা। শব্দটা লক্ষ্য করে টর্চ জ্বালল স্টিভ।

আগুনের মতো লাল এক জোড়া চোখ আর এক সারি হলদে দাঁত ঝলসে উঠল টর্চের আলোয়।

'ও, মাই গড, স্টিভ, ওটা কি?' নর্মা জড়িয়ে ধরল স্টিভকে।

'জানি না' বলে নর্মাকে আড়াল করে দাঁড়ালো স্টিভ।

প্রায় দশ হাত দূর থেকে জন্তুটা এক লাফে স্টিভের গায়ের ওপর এসে পড়ল। ওকে মাটিতে চিৎ করে শুইয়ে ফেলল। দুপা স্টিভের বুকের ওপর চেপে জন্তুটা ওর গলার নালিটা ছিঁড়ে ফেলল ধারাল দাঁতে। ফিনকি দিয়ে গড়িয়ে পড়ল রক্তের ধারা। জন্তুটা থাবা মেরে মেরে স্টিভের সারা দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলল।

জ্বলন্ত টর্চটা গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে। প্রচণ্ড ভয়ে গলা শুকিয়ে গেছে

www.Banglapdf.net Exclusive!

নর্মার। হাতের লাঠি দিয়ে সে সর্বশক্তিতে পিটাতে শুরু করল জন্তুটাকে। পরোয়াই করল না ওটা। বরং স্টিভের বুকের খাবলা খাবলা মাংস চিবিয়ে খেতে থাকল।

হঠাৎ ওটা চোখ ফেরালো নর্মার দিকে। দৃষ্টি থেকে ঝরছে আগুন। দৌড় দিল নর্মা। পালাতে হবে। কিন্তু কোথায় পালাবে ও। দৌড়াতে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল নর্মা। জন্তুটা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। থাবা দিয়ে গুঁড়িয়ে দিল নর্মার মাথা। নিশ্চল হয়ে গেল নর্মা কিছুক্ষণের মধ্যেই।

BANGLAPDF.NET


www.Banglapdf.net Exclusive!

# পনেরো

ঘুম খুব গাঢ় হয়েছে ক্যারেনের। শরীরে অবসাদ। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। মনে পড়ল, ক্রিস হ্যালোরান বাড়ি ফেরেনি রাতে। সকালে সব কাজ সেরে আসবে। নাশতার তাড়া নেই।

তবে কতোক্ষণ আর শুয়ে থাকা যায়। উঠে পড়ল ও। বেশ বেলা হয়ে গেছে। সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে চারদিক। কি সুন্দর দেখতে অ্যাসপেন। অথচ সন্ধ্যার পরই এমন ভয়ঙ্কর আর নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে! গা ছমছম করে উঠল ক্যারেনের। মনে পড়ল লিন্ডার দোকানের পাশের শটকার্ট রাস্তাটার কথা। ওকে কী যেন অনুসরণ করছিল। তারপর টাইগারের খণ্ডিত শরীর। ওহ্!

গায়ে রোদ লাগানোর জন্য ছাদে গেল ক্যারেন। ফিরে এলো কিছুক্ষণ পর। নাশতা সেরে বসল একটা বই নিয়ে। দারুণ জমজমাট থ্রিলার। পড়তে পড়তে কত বেলা হয়েছে, খেয়াল করেনি ক্যারেন। মাঝখানে এককাপ কফি বানিয়ে খেয়েছে শুধু।

এমন সময় ডোরবেল বেজে উঠল। ক্যারেন বইয়ের ভেতর এমন ডুবে ছিল যে, চমকে উঠল। বইটা পড়ে গেল হাত থেকে। বইটা তুলতে তুলতে আবার বাজল বেল।

ঘড়ি দেখল ক্যারেন। লাঞ্চের সময় হয়ে এসেছে। ক্রিস কি ফিরেছে? দরজা খুলল ও।

দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে রিকার্ডো স্টোন। দারুণ এক পুলওভারে বেশ হিরো হিরো লাগছে ওকে। ওকে দেখে খুশি হলো ক্যারেন।

'আরে, রিকার্ডো, এসো, এসো। কি খবর তোমার বলো।'

www.Banglapdf.net Exclusive!

'দেখতে এলাম, কেমন আছো। কেমন লাগছে তোমার এই পরিবেশ।'

ভেতরে ঢুকল রিকার্ডো। বলল, 'তুমি একা? ক্রিস কোথায়?'

'শহরে গেছে। জরুরী ডাক পড়েছে। বিকেলে ফিরবে বোধহয়। বোসো। ড্রিঙ্ক খাবে তো?'

'মন্দ হয় না।' বলল রিকার্ডো। 'হালকা কোনো ড্রিঙ্ক।'

ক্যারেনের দৃষ্টি ক্যালেন্ডারের পাতায়। রিকার্ডোর কথা শুনতে পায়নি। অন্যমনস্ক। অথচ রিকার্ডোকে দেখলে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো ক্যারেন। আজ কি হয়েছে ওর? এত ম্লান কেন ক্যারেনের মুখ?

রিকার্ডো বেশ জোরের সঙ্গেই ডাকল, 'ক্যারেন?'

ক্যারেন চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'কেন, কি হয়েছে?'

'আমার কিছু হয়নি,' রিকার্ডো বলল, 'জিজ্ঞেস করছি, তোমার কি হয়েছে?'

'না কিছু হয়নি তো।'

রিকার্ডো ডানে-বামে মাথা নাড়লো, 'উঁহু। তোমার নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। কি হয়েছে বলো তো?'

'কিছু না, রিকার্ডো। জানো, আমার টাইগার আর নেই।'

'নেই মানে? কেউ ধরে নিয়ে গেছে? নাকি কোথায়ও গিয়ে আর ফিরে আসেনি?'

'না। কোথায়ও চলে যায়নি। রাতে বাগানে বেরিয়েছিল। কোনো জন্তু ওকে মেরে ফেলেছে। কে জানে কি জন্তু। ক্রিস বলে, 'পেঁচা,' বলে রিকার্ডোর সামনে এসে দাঁড়াল। শূন্য দৃষ্টি মেলে হো হো করে হেসে উঠল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রিকার্ডো তাকালো ক্যারেনের দিকে। এ যেন অচেনা, অন্য এক ক্যারেন। কি হয়েছে ক্যারেনের! 'কি হয়েছে তোমার ক্যারেন?' রিকার্ডো জিজ্ঞেস করল, 'অসুখ করেছে?'

'হয়েছিল, কিন্তু এখন ভালো আছি। ডা. গোয়েজ ওষুধ দিয়েছিলেন। ভালো ডাক্তার উনি।'

উদ্বিগ্ন রিকার্ডো ক্যারেনের আরও একটু কাছে সরে এলো, 'দেখো ক্যারি। তুমি আমার অনেক দিনের বন্ধু। আল্লাহ'র দোহাই, শহরে গিয়ে একজন ভালো ডাক্তার দেখাও।'

ক্যারেন কিছুই বলল না।


www.Banglapdf.net Exclusive!

চুপচাপ দুজনই।

রিকার্ডো বলল, 'চলো ক্যারি, আমার সঙ্গে লস অ্যাঞ্জেলেস চলো। ডাক্তার দেখিয়ে সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসতে পারবো আমরা।'

ক্যারেনের মনের ভেতরে তোলপাড়। কি যেন বলতে চাইছে। পারছে না। ওর দুচোখের কোলে পানি জমে গেল হঠাৎ।

শঙ্কিত হয়ে উঠল রিকার্ডো। ক্রিসের সঙ্গে কি ঝগড়া হয়েছে ক্যারেনের? রাগ করে কোথায়ও কি চলে গেছে ক্রিস?

'কিছু বলো ক্যারেন। এভাবে চুপ করে থেকো না।' রিকার্ডো সহানুভুতি জানাবার জন্য ক্যারেনের পেছনে দাঁড়িয়ে তার দুকাঁধে হাত রাখল। 'শান্ত হও। আমাকে খুলে বলো সব।' রিকার্ডো ক্যারেনকে নিজের দিকে ঘোরাবার চেষ্টা করল।

চমকে উঠল ক্যারেন। জো থম্পসনের সেই স্মৃতি হঠাৎ ক্যারেনের মস্তিষ্কের সমস্ত কোষে আড়ষ্টতা এনে দিল। ঘুরে দাঁড়াল ও। তার মনে হলো রিকার্ডোর হাত যেন জো থম্পসনেরই হাত, রিকার্ডোর চোখ যেন জো থম্পসনেরই চোখ। কি বিশ্রী চাউনি রিকার্ডোর। রিকার্ডো বুঝি দাঁত বসিয়ে দিতে চায় তার শরীরে।

ক্যারেন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও নোংরা বদমাশ। বেরিয়ে যাও শয়তান কোথাকার।'

রিকার্ডো কাঁধ থেকে হাত নামাল,' কি বলছো ক্যারেন! কাকে তুমি কি বলছ। আমাকে চিনতে পারছো না তুমি? শান্ত হও, খোদার দোহাই, শান্ত হও। তোমার মাথা ঠিক নেই।'

'আমার মাথা ঠিকই আছে। আমার বাড়ি থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে যাও তুমি। ক্রিস এখন থাকলে বুঝতে মজা। গেট আউট। ইউ বাস্টার্ড!' বলেই ক্যারেন রিকার্ডোর গালে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিল। ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে পড়ল।

'ঠিক আছে, ক্যারেন। তোমার ভালোই চেয়েছিলাম আমি।' বলে রিকার্ডো ঠোঁটে রুমাল চেপে বেরিয়ে গেল। রিকার্ডোর গাড়ির শব্দ যতোক্ষণ শোনা গেল, ততোক্ষণ পাথরের মতো ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলো ক্যারেন। তারপর দরজা বন্ধ করে নগ্ন হয়ে গিয়ে দাঁড়ালো শাওয়ারের নীচে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে মাথা যেন কিছুটা ঠাণ্ডা হলো ক্যারেনের। রিকার্ডোর সঙ্গে এ কি ব্যবহার করল ও। কেন করল? ওর খুব কান্না

www.Banglapdf.net Exclusive!

পেতে লাগল। মন ভরে গেল অনুশোচনায়। না কাজটা একদম ঠিক হয়নি।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো ক্যারেন। উঠে পোষাক বদলে, চুল আঁচড়ে হালকা মেকআপ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

এখানে তার যাবার জায়গা একটাই, মার্সিয়া অলিভারের দোকান। গেট থেকে বেরিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে মনটা হালকা করার চেষ্টা করল।

মার্সিয়া বেরোচ্ছিল। ক্যারেন ঢুকল তখন। মার্সিয়া জিজ্ঞেস করল, 'ক্যারেন, এতো শুকনো দেখাচ্ছে কেন তোমাকে? কি হয়েছে?'

হাসল ক্যারেন, 'কিছু হয়নি মার্সিয়া। বেরোচ্ছ? একটা ফোন করব।'

'করো। আমি আসছি।'

শেরিল টমাসকে ফোন করল ক্যারেন। নম্বরটা খুঁজে নিল গাইড থেকে। ফোন করেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা শুরু করল, ঈশ্বর শেরিলকে যেন পাই।

শেরিলই ধরল টেলিফোন। ক্যারেন বলল, 'আমি ক্যারেন। সেদিন তোমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি। মাইণ্ড করেছো? মাফ করে দিও, ভাই।'

'ছাড়ো তো, আমি এসব একদম মনে রাখি না।'

'তাহলে আজ একবার আমার বাড়িতে আসো। আমার মন খুব খারাপ।'

'আজ? আমার স্কুলে আজ একটা মিটিং আছে। তবে কাল আসতে পারি।'

'বেশ। সঙ্গে অন্য বইগুলো এনো। তোমার জন্য অপেক্ষা করব।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল ক্যারেন। টের পেল, তার ডান কাঁধের কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। মাথা ঘুরিয়ে দেখল, খুব কাছে দাঁড়িয়ে পলকহীন চোখে ওকে দেখছে উইলিয়াম অলিভার। ঠাণ্ডা, সাপের মতো শীতল দৃষ্টি।

চমকে উঠল ক্যারেন।

'ভয় পেলেন মিসেস হ্যালোরান?' নির্লিপ্ত প্রশ্ন অলিভারের।

'না। তা নয়। আপনি যে এখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, দেখতে পাইনি। তাই আর কি!' শুকনো হাসি হাসল ক্যারেন। মানুষটা কেমন।

BANGLAPDF.NET

 www.Banglapdf.net Exclusive!

কথা বলে মেশিনের মতো। পৃথিবীতে কত রকম মানুষ যে আছে!

ক্যারেন ঘর থেকে বেরুচ্ছে এমন সময় ঢুকল মার্সিয়া। হাতে ডিমের ঝুড়ি।

মার্সিয়া বলল, 'চলে যাচ্ছ নাকি? এক কাপ কফি খাবে না?'

'না আজ থাক। জরুরী কাজ আছে।'

মার্সিয়ার দোকান থেকে কফি কিনল। যদিও না কিনলেও চলত।

আজ আর লিন্ডার দোকানের পাশ দিয়ে শর্টকার্ট করল না ক্যারেন। বাড়ি ফিরে দুপুরের বাকী সময়টা কাটাল ঘুমিয়ে।

ঘুম থেকে উঠতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। কফি খেল। টুকিটাকি কিছু কাজ সেরে রান্না করল। ক্রিস এলে বসবে এক সঙ্গে।

রিকার্ডোর জন্য খুব কষ্ট হতে লাগল ক্যারেনের। এভাবে কেন সে তাড়িয়ে দিতে গেল ওকে? রিকার্ডো কাঁধ স্পর্শ করতেই মনে হয়েছিল জো থম্পসন যেন এসে ফের দাঁড়িয়েছে ওর ঘরে। ক্ষমা চেয়ে একটা চিঠি লিখবে রিকার্ডোর কাছে। বলবে, রিকার্ডো যেন তার গার্লফেন্ডকে নিয়ে এখানে এসে দুদিন কাটিয়ে যায়।

পাহাড়ের কোলে সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। ক্রিস এখনও কেন আসছে না। সকালেই তো আসার কথা ছিল ওর। অসমাপ্ত বইখানা নিয়ে বসল ক্যারেন। উৎকর্ণ হয়ে আছে ক্রিস হ্যালোরানের গাড়ির শব্দ শোনার জন্য!

শব্দ শুনল ক্যারেন। গাড়ির নয়। কান্নার। নেকড়ের কাতর কান্নার শব্দ।

www.Banglapdf.net Exclusive!

## ষোলো

কান খাড়া করল ক্যারেন। এই কান্নাটা তো শোনে গভীর রাতে। সন্ধ্যায় তো আজ পর্যন্ত শোনেনি শব্দটা ও। ভুল শোনেনি তো?

তখনই আবার স্পষ্ট ভেসে এলো নেকড়ের হাউলিং-এর শব্দ। স্পষ্ট শুনল ক্যারেন। খুব কাছে থেকে আসছে আওয়াজটা। ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল শরীর।

আবার ডেকে উঠল নেকড়েটা। বোধহয় ওদের বাগানের ভেতরেই ডাকছে। এতো সাহস? না, এবার নেকড়েটাকে ছাড়বে না ক্যারেন। বুকে সাহস সঞ্চয় করে জানালার পর্দাটা সরিয়ে দিল।

ক্যারেন দেখতে পেল, সামনের দুপায়ে ভর দিয়ে থাবা গেড়ে বসে রয়েছে বিরাট একটা নেকড়ে। আলো পড়ে জ্বলজ্বল করছে চোখ। জমি থেকে মাথা পর্যন্ত চার ফুট হবে, ধূসর লোম, গলায় কাছে রং গাঢ়। নেকড়েটা ক্যারেনকে দেখে হাঁ করল। কি তীক্ষ্ণ দাঁত।

নেকড়েটা নড়ছে না। তাকিয়ে আছে ক্যারেনের দিকে এক দৃষ্টিতে। না ওকে আজ ছাড়া হবে না। নেকড়েই হোক আর ওয়্যারউলফই হোক, ক্যারেন আজ মারবেই ওটাকে।

পাশের ঘরে ছিল ক্রিসের দেয়া বন্দুকটা। ও ঘরে ছুটল ক্যারেন বন্দুক আর কার্তুজের বাক্স নিয়ে এসে দেখল, আগের জায়গাতে একইভাবে থাবা গেড়ে বসে আছে নেকড়েটা। কি চায় ওটা? উত্তেজনায় কাঁপছে ক্যারেন। গুলি ভরে তাক করল। ট্রিগার টিপলো। উত্তেজনায় কেঁপে গেল হাত। ফসকে গেল গুলি। নেকড়ের দুফুট দূরে লেগে খানিকটা ধূলো ওড়াল। নেকড়ে ওদিকে তাকাল না পর্যন্ত।

রাগ চড়ে গেল ক্যারেনের। কী উদ্ধত ভ্রূক্ষেপহীন চাউনি। যেন পরোয়াই করছে না ওকে। আবার ট্রিগারে টান দিল ক্যারেন। এবার


www.Banglapdf.net Exclusive!

আর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলো না। নেকড়েটার গালের পাশ দিয়ে কানে গিয়ে লাগল গুলি। খানিকটা রক্ত ঝরাল। সামান্য জখম হলো নেকড়ে। মরলো না। কাতরও হলো না। ক্যারেন আশঙ্কা করল এবার বুঝি নেকড়েটা লাফ মেরে এগিয়ে আসবে ওর দিকে। জানালা বন্ধ করে দিল ও। না লাউঠল না নেকড়েটা। ঘৃণাভরে ক্যারেনের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে। তারপর লেজ নেড়ে অন্ধকারে আড়াল হয়ে গেল।

উত্তেজনায় কাঁপছে ক্যারেনের সারা শরীর। দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল বন্দুক। নিজেও দাঁড়াল দেয়ালে হেলান দিয়ে। তারপর সোফায় পা তুলে বসে ক্রিস হ্যালোরানের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

BANGLAPDF.NET

ক্রিসের কথা মনে পড়তেই হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল ক্যারেন। নেকড়েটা যদি লুকিয়ে থাকে বাগানের ভেতরে? গাড়ি থেকে নামতেই যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্রিসের ওপর? শিউরে উঠল ক্যারেন। কীভাবে সাবধান করবে ও ক্রিসকে? গাড়ির আওয়াজ পেলেই কি চিৎকার করে উঠবে?

তবে ও কোনো কিছু করার আগেই বেজে উঠল ডোরবেল।

ক্যারেন ভেতর থেকে চিৎকার করল, 'কে, কে ওখানে?'

'আমি ক্রিস, দরজা খোলো।'

দরজা খুলে দিয়ে ক্যারেন কিছুই বলতে পারল না। দেয়ালে ঠেস দেয়া বন্দুক আর ক্যারেনের গম্ভীর মুখ দেখে ক্রিস জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে ক্যারি?'

সব খুলে বলল ক্যারেন।

ক্রিস বলল, 'চলো তো, বাইরে গিয়ে দেখি, কোথায় এসেছিল জন্তুটা।' ক্রিস টর্চ নিয়ে বাইরে গিয়ে ডাকল ক্যারেনকে।

দুজনেই এগিয়ে গেল বাগানের দিকে।

টর্চের আলো ফেলল ক্রিস জায়গাটায়। রক্তের স্পষ্ট ছাপ। শুষে গেছে মাটিতে। কি একটা পড়ে আছে। ক্রিস হাত দিয়ে তুলে নিল জিনিসটা। রক্তে ভেজা। জিনিসটার ওপর টর্চের আলো ফেলল ও। একটা কান, হয়তোবা নেকড়ের কান।

ক্যারেন বলল, 'এবার আমার কথা বিশ্বাস হলো তো, ক্রিস?'

'হলো। মনে হয় ধারে কাছেই কোথায়ও আছে ওটা। বন্দুকটা নিয়ে

এসো। ওটাকে মারতে হবে। তোমার গুলিটা মনে হয় ঠিক মতো লাগেনি।'

'নিশ্চয়ই লাগেনি। কারণ গুলিটা কানে লাগার পর একটা শব্দ পর্যন্ত করেনি নেকড়েটা। কিন্তু অন্ধকারে তোমার একা যাওয়া ঠিক হবে না।' ক্যারেনের কণ্ঠে উদ্বেগ।

'আরে, আমার জন্য ভেবো না। আমার হাতের টিপ অতোটা খারাপ নয়। দরজা বন্ধ করে দাও তুমি।'

বন্দুক আর টর্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ক্রিস। নেকড়েটা যেদিকে গেছে, সেদিকেই এগিয়ে গেল ও।

BANGLAPDF.NET

চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় বনপথ দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।

কিছু দূর হাঁটার পর ক্রিস লক্ষ্য করল, লিন্ডা কক্সের বাড়ির দিকে হাঁটছে সে। এই রাস্তায়ই তো আগের দিন এসেছিল ও কেটির সঙ্গে।

ক্রিসের মনে হলো, সামনে, রাস্তার ওপর কি যেন গুড়ি মেরে আছে। নাকি গাছের গুড়ি? অথবা নেকড়েটাই?

টর্চ জ্বাললো না ক্রিস। টর্চটা মাটিতে নামিয়ে রেখে হাঁটু গেড়ে বসে তাক করল বন্দুক।


www.Banglapdf.net Exclusive!

# সতেরো

খিলখিল করে হেসে উঠল একটা মেয়ে।

আলো-আঁধারির ভৌতিক পরিবেশে এমন হাসিতে চমকে গেল ক্রিস হ্যালোরান। বন্দুক খসে পড়ে গেল হাত থেকে।

'দিয়েছিলে তো আর একটু হলেই গুলি করে?' গলাটা চিনতে পারল ক্রিস। লিন্ডা।

বন্দুক আর টর্চ তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল ক্রিস, 'লিন্ডা? এই অন্ধকারে একা একা কি করছো? শোনো, একটা নেকড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আশেপাশে, ক্যারেন গুলি করেছিল ওটাকে।'

হাসল লিন্ডা। অন্ধকারের ভেতরেও তার সবুজ তীক্ষ্ণ চোখ আর সাদা ঝকঝকে দাঁত ঝিলিক দিল। পরনে অদ্ভুত একটা পোষাক। হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ফ্রক। সবুজ-কালো লম্বা ডোরা। রহস্যময়ী লাগছে ওকে।

'এখানে কি করছো লিন্ডা? তোমার ভয় করে না?'

'না।' লিন্ডা আরেকটু কাছে সরে এলো ক্রিস হ্যালোরানের। 'ভয় কি, আমি তো প্রায়ই রাতে ঘুরে বেড়াই।'

'প্রায়ই? একদিন ঠিক নেকড়ের কবলে পড়বে তুমি।' বলল ক্রিস।

'আরে না। তোমার বৌ তো দিনের বেলায় কাপড় খুলে সানবাথ করে। আর আমি রাতের বেলা কাপড় খুলে মুনবাথ করি।'

মুচকি হাসল ক্রিস, 'সত্যি?'

'হ্যাঁ। চাঁদের আলোর সোহাগ না পেলে কষ্ট পাই। চলো না ক্রিস, বেড়িয়ে আসি একটু।'

রাজি হয়ে গেল ক্রিস, 'চলো।'

ওর একটা হাত ধরল লিন্ডা। 'তোমার ভয় করবে না তো!'

'তোমার ভয় করবে না, আর আমার ভয় করবে?'

www.Banglapdf.net Exclusive!

'সে ভয় নয়। আজ তোমাকে নিয়ে আমি যা খুশি করতে চাই। বুকে তুলে নিতে চাই তোমাকে। চুমু খেতে চাইলে বাধা দিতে পারবে না। প্রমিজ?'

পাঠশালার বাধ্য ছাত্রের মতো ক্রিস বলল, 'প্রমিজ।'

লিন্ডা চাঁদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো। বুকের ওপর থেকে খুলে দিল জামার বোতাম। গা থেকে খসে পড়ে গেল ডোরাকাটা ফ্রক। মুক্তির আনন্দে নেচে উঠল ওর আলোকিত স্তন। সেই কম্পনের দিকে স্থির, সম্মোহিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ক্রিস হ্যালোরান। এগোলো ও। অজগরের নিঃশ্বাসের সঙ্গে যেভাবে এগিয়ে যায় অসহায় শিকার। নিপুণ ভাস্করের মূর্তি যেন লিন্ডা কন্যা। আধ বোজা ঠোঁট, লাবণ্যে উজ্জ্বল ত্বক। উদ্ধত বক্ষ। গভীর নাভী, মেদহীন তলপেট। উরুতে জ্যোৎস্নার প্রতিফলন।

BANGLAPDF.NET

ক্রিস আরও এগিয়ে গেল, লিন্ডার শরীরে চন্দনের ঘ্রাণ।

হাত বাড়িয়ে দিল লিন্ডা। 'সেদিন বলেছিলাম, সময় হয়নি। আজ হয়েছে এসো।'

ক্রিস হ্যালোরানের শীতল শরীরে হঠাৎ বান ডাকল উষ্ণ রক্তের জোয়ার। ঝাঁপিয়ে পড়ল সে লিন্ডার শরীরের তরঙ্গে।

লিন্ডার শরীরের আগুন লাভা হয়ে উথলে উঠল।

থৈ থৈ মন্থনে, চুম্বনে, পেষণে, ঘর্ষণে নিস্তব্ধ বনভূমির সমস্ত বাঁধন যেন তছনছ করে দিল ক্রিস।

ওদের উদ্দাম, নির্লজ্জ মৈথুন দৃশ্য দেখে লজ্জা পেল চাঁদ। তাকে ঢেকে দিল একখণ্ড কালো মেঘ।


www.Banglapdf.net Exclusive!

# আঠারো

আধঘণ্টা পর। পরিতৃপ্ত, ক্লান্ত ক্রিস লিন্ডার পেলব নগ্ন শরীরের ওপর শুয়ে থাকল। ঘামে ভেজা শরীর। কিছুক্ষণ পরে লিন্ডার বাহুর বন্ধন থেকে মুক্ত হলো ক্রিস। সিধে হলো। ইতিমধ্যে আবার উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় ভেসেছে প্রকৃতি। ক্রিস ওর পোশাক কুড়িয়ে নিল। লিন্ডা তারটা। ক্রিস জানতে চাইল, 'আবার কবে দেখা হবে, লিন্ডা?'

'যখন তুমি চাইবে। আমার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করবে,' জবাব দিল লিন্ডা।

'আকর্ষণ তো সবসময়ই অনুভব করি।' বলল ক্রিস। সাড়া না পেয়ে ফিরল ও। দেখল ওর জবাব দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে নেই লিন্ডা। কখন যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে সে। জামাকাপড় পরে, বন্দুক আর টর্চ নিয়ে বাড়ি ফিরল ক্রিস।

ওর জন্য অপেক্ষায় ছিল ক্যারেন। উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় একবার জানালার কাছে একবার দরজার কাছে ছুটাছুটি করছিল। আহত নেকড়েটা কি হামলা করেছে ক্রিসকে? ও গড!

এমন সময় ফিরলো ক্রিস হ্যালোরান। কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে ক্রিসের! ভাঙ্গা চোরা, ছেঁড়াখোঁড়া, বিপর্যস্ত। ছোবড়ার মতো হয়ে গেছে ও! চোখের দৃষ্টি ভাসা ভাসা, চুল এলোমেলো। ঘাসপাতা লেগে রয়েছে প্যান্টে।

ক্যারেন তার দিকে তাকাতেই ক্রিস বলল, 'না, নেকড়েটাকে খুঁজে পেলাম না কোথায়ও। বোধহয় পাহাড়ের ওপারে পালিয়ে গেছে।'

ওকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল ক্রিস। শরীর ঘসে ঘসে গোসল করল। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে অনুশোচনায় মন ভরে গেল ওর। ক্যারেনের জন্য খুব কষ্ট লাগছে।

www.Banglapdf.net Exclusive!

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পর ক্যারেন বলল, 'ক্রিস, খুব ক্লান্ত লাগছে তোমাকে। হুইস্কি দিই একটু?'

'না খাবো না কিছু। ঘুমাব এখন। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' ক্রিস সোজা গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

খিদে পেয়ে ছিল ক্যারেনের। তবে ক্রিস খেল না বলে ও-ও না খেয়ে শুয়ে পড়ল ক্রিসের পাশে। বুঝতে পারল, ঘুমায়নি ক্রিস। ও ক্রিসের চুলে হাত রেখে ডাকলো, 'ক্রিস।'

সাড়া দিল না ক্রিস। ক্যারেনের মনে হলো। বনের ভেতরে অস্বাভাবিক কিছু দেখে ভয় পেয়েছে ক্রিস। বলল, 'বনে কি অন্য রকম কিছু দেখেছো, ক্রিস?'

এবারও সাড়া দিল না ক্রিস। এমন কি সে যে জেগে আছে, তাও বুঝতে দিতে চাইল না ক্যারেনকে। ক্যারেন আর ডাকল না। পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করল।

BANGLAPDF.NET

সকালে উঠে ক্যারেন দেখল অঘোরে ঘুমাচ্ছে ক্রিস।

ক্যারেন ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে টেবিলে বসেছে। ডোরবেল বাজল। দরজা খুলে দিল ক্যারেন।

শেরিল থমাস।

হাসিখুশি মুখ।

স্বাগত জানাল ক্যারেন, 'নাস্তা করে এসেছ?'

'এতো সকালে নাস্তা করে আসবো কেন? আরে আগে ভেতরে ঢুকতে তো দেবে। দেখছো না, বইয়ের বোঝা হাতে।'

ক্যারেন শেরিলকে ড্রইংরুমে নিয়ে বসালো। বলল, 'আমি ভেবেছিলাম রাগ করেছো আমার ওপর।'

'বলেছি না, এসব মনে রাখি না আমি।' ক্যারেনের গালে চুক করে চুমু খেল শেরিল।

নাস্তার টেবিলে বসে ক্যারেন বলল, 'ইতিমধ্যে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে, জানো?'

'নাতো।'

ক্যারেন সব বলল। লিন্ডার বাড়ির পাশ দিয়ে শর্টকার্ট রাস্তা, টাইগারর লাশ, রাতের হাউলিং, তার বাসায় নেকড়ের উপস্থিতি, স্টিভ-নর্মার কথা কিছুই বাদ দিল না। স্টিভ-নর্মার গাড়িটা নাকি টেবর ইভান্স পরদিন থানায় পাঠিয়ে দিয়েছে। মালিকদের ভাগ্যে কী ঘটেছে তা অবশ্য জানে না ও। তারপর বলল নেকড়ের ডাকের কথা।



www.Banglapdf.net Exclusive!

সব শুনে শেরিল বলল, 'তা হলে ওয়্যারউলফের অস্তিত্ব মানছো তুমি?'

'এখনও একটু সন্দেহ আছে।' ক্যারেন বলল, কালকের নেকড়েটাকে দেখলাম, চোখে মানুষের মতো প্রতিহিংসা। তাছাড়া এতো বড় নেকড়ে যে থাকতে পারে, ধারণাও ছিল না আমার। কিছু কিছু জিনিসের ব্যাখ্যাও খুঁজে পাচ্ছি না। ক্রিস নেকড়ে খুঁজতে গিয়ে কেন অমন ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে ফিরল, জানি না।'

'আমার এই বইগুলোতে তার ব্যাখ্যা কিছুটা পাবে,' বলল শেরিল, 'বইয়ের সঙ্গে খবরের কাগজের ক্লিপিং-এর একটা খাতাও আছে। এগুলো সবই ওয়্যারউলফ সম্পর্কে। আমি ওয়্যারউলফের অস্তিত্ব বিশ্বাস করি।'

ক্যারেন বেশ উৎসাহ নিয়ে বলল, 'শেরিল, তুমি ওয়্যারউলফ সম্পর্কে যা জান সব আমাকে বলো। আচ্ছা ওরা কি ভ্যাম্পায়ারের মতো? রক্ত শুষে নেয় নাকি? ওদের আটকানো যায় কিভাবে? জানালায় ক্রস ঝুলিয়ে দিলে কাজ হবে?'

'না। মাত্র দুটো জিনিসে বধ করা যায় ওয়্যারউলফদের?'

'কী জিনিস?'

'আগুন আর রূপোর বুলেট।'

'জানো শেরিল,' হতাশ গলায় বলল ক্যারেন, 'গত কয়েকদিন ধরে আশেপাশে যা দেখছি, তাতে খুব ভয় পেয়ে গেছি আমি। হয়তো কল্পনা করছি বেশি।'

'উঁহু, খুব বেশি কল্পনা করছো না, ক্যারেন।'

'আচ্ছা, ওয়্যারউলফরা কি শুধু জ্যোৎস্না বা পূর্ণিমাতেই আত্মপ্রকাশ করে?'

'না, তার কোন ঠিক নেই। তবে দিনের সূর্যের আলোতে ওরা কিছুই করতে পারে না। সূর্যাস্তের পরই কেবল ওরা রূপান্তরিত হতে পারে।'

ওরা দুজনে মিলে বই ঘেঁটে ওয়্যারউলফ সম্বন্ধে নানা তথ্য পড়তে লাগল। পৃথিবীতে কোথায় কোথায় ওয়্যারউলফ দেখা গেছে, এদের অতীত বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি। সর্বশেষ ওয়্যারউলফ দেখা গেছে ১৯৫৯ সালে।

শেরিল বলল, 'আমার মনে হচ্ছে সেদিন যে তরুণ যুগল এসেছিল ওরা ওয়্যারউলফের পাল্লায় পড়েছে।'

'বলো কি!' আঁতকে উঠল ক্যারেন।

'কাল তুমি তোমার বাগানে যেটা দেখেছো, হতে পারে, সেটাই ওদেরকে নিকেশ করেছে।'

'কিন্তু–'

'এর মধ্যে আবার কিন্তুর কি দেখলে?' শেরিল ঘন গলায় বলল,

BANGLAPDF.NET
www.Banglapdf.net Exclusive!

‘এই বাড়িতে আগে যারা থাকত, তারা কোথায় গেল, বলতে পারো?’

‘তুমি কী সব অদ্ভুত কথা বলছো, শেরিল। বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।’

‘অবিশ্বাস হচ্ছে? কিন্তু আশ্চর্য কি জানো?’

‘কি?’

শেরিল বলল, ‘আমি এতদিন ধরে ওয়্যারউলফ নিয়ে কাজ করছি, অথচ আজ পর্যন্ত কোন ওয়্যারউলফ দেখতে পেলাম না। তোমাকে ভাগ্যবতী বলতে হবে, ওয়্যারউলফ দেখেছো।’

‘ভাগ্য নাকি দুর্ভাগ্য, কী জানি!’

‘তা ঠিক, তবে তোমাকে বলে রাখি, ওয়্যারউলফ যদি আহত হয়, তবে পরদিন সেই মানুষের একই অঙ্গে আঘাতের চিহ্ন থাকবে।’

‘তার মানে তুমি বলতে চাইছ এই গ্রামে এ মুহূর্তে এমন কেউ একজন আছে যার একটা কান ছেড়া?’

‘খোঁজ নিলেই দেখতে পাবে।’

‘শেরিল, কানকাটা মানুষ যদি দেখতে পাই, তাহলে কি করব?’

বেরিল জবাব দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় ঘরে ঢুকল ক্রিস। ঘুম থেকে উঠেছে। বলল, ‘একটু কফি দিতে পারো, ক্যারি?’

‘নিশ্চয়ই, এক্ষুনি দিচ্ছি।’

কি ভেবে মত পাল্টাল ক্রিস। বলল, ‘থাক, একটু পরেই দাও, বাগান থেকে একটু জগিং করে আসি। জড়তাটা কাটবে।’

‘কিন্তু তোমার সঙ্গে যে আমার একটা দরকার ছিল, ক্রিস।’ বলল ক্যারেন। ‘কয়েকটা ব্যাপার জানতে চাই।’

‘এখন বাদ দাও। ভাল্লাগছে না,’ বলে বেরিয়ে গেল ক্রিস।

শেরিল প্রস্তাব দিল, ‘চলো ক্যারেন। আমরা বরং গ্রামটা ঘুরে আসি। কারও কানে ব্যাণ্ডেজ, বা টুপিটা কান পর্যন্ত নামানো কাউকে দেখলে, তাকে সন্দেহ করব আমরা।

ওরা দুজন বেরিয়ে পড়ল। শেরিল একটু দূরে গাড়ি রেখেছে। ওই পর্যন্ত যেতে যেতে ক্রিসকে কোথাও দেখতে পেল না ক্যারেন। হয়তো বা কাছে পিঠে কোথাও আছে।

ওরা প্রথমে গেল অলিভারস প্রভিসনে। ক্যারেনের প্রথম সন্দেহ মার্সিয়া আর তার স্বামী উইলিয়ামকে।

মার্সিয়া হাসিমুখে ওদের অভ্যর্থনা জানাল। না, কানে ব্যাণ্ডেজ নেই মার্সিয়ার। কিন্তু দোকানে উইলিয়াম নেই।

শেরিলের সঙ্গে মার্সিয়ার পরিচয় করিয়ে দিল ক্যারেন।


www.Banglapdf.net Exclusive!

‘কিছু লাগবে, না ফোন করবে ক্যারি?’ জানতে চাইল মার্সিয়া।

‘না ফোন করব না। আমাকে কাস্টার্ড এক প্যাকেট, কর্ণফ্লাওয়ার, ছ’টা ডিম, এক পাউণ্ড সুগার আর হাফ প্যাকেট হাফ অনিয়ন দাও। ব্যাস।’

মার্সিয়া জিনিসগুলো গুছিয়ে দিল একটা বড় প্যাকেটে। দাম চুকনোর সময় ক্যারেন জিজ্ঞেস করল, ‘তোমার স্বামীকে দেখছি না যে।’

‘আর বোলো না।’

‘কেন কি হয়েছে?’ গলায় উদ্বেগ ঢেলে জানতে চাইল ক্যারেন।

‘মাইগ্রেন। মাথায় দারুণ যন্ত্রণা। শুয়ে আছে। আজ আর দোকানে আসেনি। বছরে এরকম বার দুই হয়। একেবারে কাহিল করে ফেলে বেচারাকে।’

ক্যারেন মনে মনে ভাবল, বুঝেছি। কানটা হারিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে লুকিয়ে আছে ঘরের ভেতরে। বছরে বার দুই তাহলে ওয়্যারউলফ হন ভদ্রলোক। দারুণ উত্তেজনা বোধ করল ক্যারেন। তবে চেহারায় ভাব ফুটতে দিল না। দরদ ফোটাল মুখে। ‘ইস্, তাহলে তো উনি খুবই কষ্ট পাচ্ছেন। দোয়া করি যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন।’

দোকান থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। গাড়িতে উঠতে উঠতে ক্যারেন জিজ্ঞেস করল, ‘তোমার কি মনে হচ্ছে, শেরিল?’

‘ঠিক বলতে পারছি না। তবে একজন সাসপেক্ট তো বটেই। কিন্তু এভাবে আসল লোক খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা বলতে পারি না। ‘যদি...’

ক্যারেন উত্তেজিত হয়ে বলল, ‘ওঃ হো, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম, এখানে একজন ডাক্তার আছেন। একমাত্র ডাক্তার। কেউ আহত হলে চিকিৎসার জন্য নিশ্চয়ই ওর ওখানে যাবে।’

‘কে? তোমার যে চিকিৎসা করেছিল?’

‘হ্যাঁ। ডাক্তার গোয়েজ। কাছেই থাকেন।’

‘চলো, ওঁর ওখানে একবার ঢুঁ মেরে আসি।’

www.Banglapdf.net Exclusive!

# উনিশ

চেম্বারেই ছিলেন ডা. গোয়েঙ্গ। ক্যারেনকে দেখে বললেন, 'ভালোই আছেন দেখছি, মিসেস হ্যালোরান। আমার ওষুধ কাজ হয়েছে তাহলে?'

'নিশ্চয়ই, তবে আজ কিন্তু চিকিৎসার জন্য আসিনি। একটা খবর জানতে এসেছি।

'বলুন।'

'আপনার সময় নষ্ট করছি না তো?'

'না। বলুন।'

'অলিভারস প্রভিসনের উইলিয়াম অলিভার কি গতরাতে বা আজ সকালে আপনার কাছে চিকিৎসা নিতে এসেছিল?'

হাসলেন ডাক্তার। 'গোয়েন্দাগিরি করছেন? তা না হলে মার্সিয়া কিংবা রিচার্ডকে জিজ্ঞেস না করে আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

'প্রশ্নটা ওদের করতে অসুবিধা আছে।'

'কী অসুবিধা?'

ক্যারেন আর শেরিল পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। ঢিল ছুড়ে দিয়েছে। এখন ফেরাবে কিভাবে?

হাসলেন ডাক্তার। রহস্যময় হাসি। বললেন, 'উইলিয়াম অলিভার মাঝে মাঝে মাথার যন্ত্রণায় ভোগে। তবে এজন্য গত তিন চার দিনে সে আমার কাছে আসেনি। এবার বলুন, কথাটা আমার কাছে কেন জানতে এসেছেন?'

কিছু গোপন না করে টাইগারের কাহিনী থেকে শুরু করে গতরাত পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সব ডাক্তারকে বলল ক্যারেন, শেরিল যোগ করল অ্যাসপেন সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য। সুযোগ পেয়ে ওয়্যারউলফ সম্পর্কে তার জ্ঞান ভাণ্ডারও খুলে দিল।

BANGLAPDF.NET

 www.Banglapdf.net Exclusive!

ওদের সব কথা মনোযোগ দিয়ে ডা. শুনলেন গোয়েজ। তারপর মন্তব্য করলেন, 'কিন্তু আপনাদের অনুমান ভুল। উইলিয়াম সত্যি মাইগ্রেনে ভোগে। সেসময় ও বাইরে বেরোতে পারে না। আপনার গুলিতে ওর কান কাটা পড়েনি।'

'মাথা বা কানের আঘাতের চিকিৎসা করাতে আর কেউ কি এসেছিল আপনার কাছে?'

'না।'

হতাশ ক্যারেন। মরিয়া হয়ে বলল, 'ডা. গোয়েজ, আমার কথা কি আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? নাকি ভাবছেন আমার মাথার গোলমাল আছে?'

'না। তা ভাবছি না। এখানে মাঝেমধ্যে রহস্যময় অনেক কিছু ঘটে, যার কোনো ব্যাখ্যা আমিও পাই না। দশ বছর আছি এই গ্রামে। এখানকার প্রত্যেককে চিনি। এদের অনেক গোপন কথাও জানি আমি। কিন্তু রহস্যজনক মৃত্যু বা নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার কিনারা করা যায়নি কখনো। মিস থমাসও কয়েকটি ঘটনা বললেন। এগুলোর রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা হয়ত করতে পারতাম আমি। করিনি কারণ নিজেকে এর সঙ্গে জড়াতে চাইনি। আমারও বিশ্বাস, অ্যাসপেনে রহস্যময় কিছু আছে।'

BANGLAPDF.NET

'আচ্ছা ওয়্যারউলফ সম্পর্কে আপনার কি ধারণা, ডা. গোয়েজ?' শেরিল।

একটু গম্ভীর হয়ে গেল ডাক্তারের মুখ। কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'না, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। যুক্তি প্রমাণ ছাড়া কিছু মানি না। কিন্তু চোখের সামনে এমন অনেক কিছু দেখি, বিজ্ঞানের সূত্র দিয়ে যার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। তখন খটকা লাগে মনে। উড়িয়ে দিতে পারি না।'

'তা হলে আমাদের কথা আপনি একেবারে ফেলে দিচ্ছেন না?' শেরিল আর ক্যারেন প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠল কথাটা।

'তাই বলে মনে করবেন না আমি আপনাদের সঙ্গে এখন ভৌতিক নেকড়ে খুঁজতে বেরোবো। তবে দরকার লাগলে আসতে পারেন। সাহায্য করতে আপত্তি নেই।' হাসতে হাসতে বললেন ডা. গোয়েজ।

'ধন্যবাদ, ডাক্তার।'

'আচ্ছা, এসব কাহিনী এখানকার আর কাউকে বলেছেন আপনারা?'

www.Banglapdf.net Exclusive!

'না,' ক্যারেন বলল, 'আপনাকেই প্রথম বললাম, প্রমাণ না পেলে কাউকে কিছু বলতে চাই না।'

'তাই ভালো,' বললেন ডাক্তার।

ওরা ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এলো।

আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছে শেরিল থমাস। পাশে বসে ইতিউতি তাকাচ্ছে ক্যারেন হ্যালোরান।

ক্যাজুরিনার মোড়ে এসে শেরিলের ডানা স্পর্শ করল ক্যারেন, 'এই থামো।'

'কেন?'

BANGLAPDF.NET

'ওই যে বারান্দার নিচে টুপি মাথায় একটা লোক দেখছো না, ও হলো টেবর ইভান্স, গ্রামের স্বঘোষিত শেরিফ।'

ভালো করে তাকিয়ে দেখল শেরিল। তারপর ব্যাক গিয়ারে গাড়িটা পিছিয়ে নিল বিশ গজ।

'এই কি করছো?' ক্যারেন জানতো চাইলো।

'দেখছো না, লোকটার মাথার বাঁ দিকে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।'

'তাই তো!'

'চলো, ডাক্তারের কাছে ফিরে যাই।'

'থাক, বেচারাকে খামোকা বিরক্ত করা হবে। উনি তো বললেনই কারও চিকিৎসা করেননি।' ক্যারেন বলল।

'কিন্তু শেরিলের মাথায় ব্যান্ডেজ কেন? নিশ্চয়ই...'

'হতে পারে। চলো, লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে।'

গাড়ি এগিয়ে গেল।

ক্যারেন বলল, 'ক্রিসকে কি সব কথা বলা উচিত হবে, শেরিল?'

'আমার তো মনে হয় বলে দেয়া উচিত।'

'কিন্তু ওর গতকাল থেকে যা মেজাজ হয়েছে!'

'ও কিছু নয়,' শেরিল বলল, 'অমন মেজাজ খারাপ সবারই হয় মাঝে মধ্যে।'

গাড়ি এসে গেছে ক্যাজুরিনার গেটে।

ক্যারেন বলল, 'তুমি গাড়িতেই থাকো শেরিল। আমি একটু উঁকি মেরে দেখে আসি বাড়ি ফিরেছে কিনা ক্রিস। না থাকলে আবার বেরুব।

বাড়িতে ঢুকে ক্যারেন দেখল, ক্রিস একতাড়া প্রুফ নিয়ে বসেছে।


www.Banglapdf.net Exclusive!

লম্বা সবুজ পেন্সিল। সবুজ কেন? ক্রিস হ্যালোরান সাধারণ কালো পেন্সিলে কাজ করে।

কোনো ভুমিকা না করেই ক্যারেন বলল, 'তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে, ক্রিস।'

পেন্সিলটা প্রুফের ওপর ফেলে দিয়ে ভ্রূ কোঁচকাল ক্রিস। বলল, 'খুবই জরুরী? এখন না বললেই নয়?'

'বেশ জরুরী।'

'বেশ বলো।' মুখ ঘুরিয়ে বলল ক্রিস।

একটু দ্বিধা করল ক্যারেন। যাক। বলে ফেলাই ভালো। ক্যারেন বলল, 'ক্রিস, তুমি কি জানো এই গ্রামে একটা ওয়্যারউলফ আছে?'

'ওয়্যারউলফ? মানে পূর্ণিমার রাতে নেকড়ে হয়ে মানুষ ধরে খায় যারা?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। তাতে আমাদের কি? কাজকম্ম সব বন্ধ করে দিয়ে ওয়্যারউলফের ভয়ে বাসায় বসে থাকতে হবে নাকি?' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল ক্রিস।

'কিন্তু ব্যাপারটা সিরিয়াস, ক্রিস। ওয়্যারউলফটা আমাদের টাইগারকে মেরেছে। কাল রাতে আমাদের বাগানে এসেছিল। গুলি করেছিলাম আমি। তুমি রক্ত আর ছেঁড়া কানও দেখেছো। আমার বিশ্বাস অ্যাসপেনের শেরিফ টেবর ইভান্স সেই ওয়্যারউলফ।'

'কি যাতা বলছো। বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল নাকি এটা, অসম্ভব সব ঘটনা ঘটবে?'

'ক্রিস, বিশ্বাস করো, এই গ্রামে একটা ওয়্যারউলফ আছে।'

ক্রিস আর কিছু বলল না। প্রুফগুলো গুটিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

ক্যারেন বলল, 'কিছু খেয়েছ, ক্রিস?'

'হ্যাঁ। ডিম, স্যাণ্ডউইচ, কফি। আর শোনো, ক্যারেন। সব গুছিয়ে ফেলো। কালই চলে যাবো আমরা এখান থেকে। সোজা রিজেণ্ট পার্কে।'

'আমি ফিরে যাবার কথা বলছি না। ওয়্যারউলফ রহস্যের কিনারা না হওয়া পর্যন্ত থাকতে চাই এখানে।'

ক্রিস মাথা নেড়ে বলল 'না, ওসব হবে না। আমি কালই ফিরে

www.Banglapdf.net Exclusive!

যেতে চাই। গোছাতে শুরু করো।'

ক্রিস পরেছে শর্টস আর গেঞ্জি। তার ওপর একটা প্যান্ট আর শার্ট চড়িয়ে বলল, 'আসছি একটু, সিগারেট ফুরিয়ে গেছে।'

গেটে এসে দেখল শেরিল নেল কাটার দিয়ে এক মনে নখ কাটছে বসে বসে। ক্যারেনকে দেখে বলল, 'কি ব্যাপার ক্যারি, ক্রিসকে দেখলাম, হনহন করে চলে গেল। ফিরেও তাকাল না আমার দিকে।'

পানি এসে গেল ক্যারেনের চোখে, 'আমরা কাল রিজেন্ট পার্কে ফিরে যাচ্ছি, শেরিল।'

'কেন?'

BANGLAPDF.NET

'ওয়্যারউলফের কথা বলতেই একেবারে ক্ষেপে গেল ক্রিস। কোনো কথা শুনল না। এখন কি করি বলো তো?'

'কি আর করবে। চটিও না ওকে। ফিরে যেতে চাইলে যাও। আমি একাই কাজ চালিয়ে নেব।'

গাড়ি থেকে নেমে ক্যারেনের কাঁধে হাত রেখে শেরিল বলল, 'বোধহয় তোমাদের ডাক্তারের প্রেমে পড়ে গেছি।'

'হুঁউ? সুখবর।'

'সুখবর এখনও নয়। একতরফা চলছে। আজ যাই তাহলে, ক্যারেন।'

শেরিল থমাস ক্যারেনকে জড়িয়ে ধরে গাঢ় করে চুমু খেল প্রেমিকের মতো। তারপর গাড়িতে উঠে হাত নেড়ে চলে গেল। যতোক্ষণ শেরিলের গাড়ি দেখা গেল, তাকিয়ে রইলো ক্যারেন।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে ক্রিস হ্যালোরান হেঁটে চলল হনহন করে। উদ্‌ভ্রান্ত। মনে হচ্ছে, যেন লক্ষ্যহীন হেঁটে যাচ্ছে। লক্ষ্যহীন হাঁটতে হাঁটতে ও চলে এলো জায়গামতো।

সূর্য সামান্য হেলে পড়েছে পশ্চিমে। পথ গাছের পাতার ছায়ায় ঢাকা। পাখির গান। উদাস হাওয়া।

কিছু দূর এই পথে হাঁটার পর ক্যারেনের ওপর রাগ পড়ে গেল ক্রিসের। না, এভাবে রেগে যাওয়া ঠিক হয়নি তার। ক্যারেনের মন শান্ত রাখার জন্যই তো এখানে আসা। কিন্তু কি সব অসহ্য আজগুবি কথা বলে ক্যারেন। কি? ওয়্যারউলফ। মধ্যরাতে নেকড়ের কান্না শুনছে।


www.Banglapdf.net Exclusive!

কাজের সময় এসব কথা ভালো লাগে না ক্রিসের।

তবু ভালো, লিন্ডার মতো একটা মেয়ে আছে এই গণ্ডগ্রামে। যার সঙ্গ উপভোগ করে ক্রিস। তবে ওরা যে কাল চলে যাচ্ছে, কথাটা জানানো দরকার লিন্ডাকে।

লিন্ডা। এক আশ্চর্য মেয়ে এই লিন্ডা কক্স। কী তীব্র দুর্নিবার আকর্ষণ রয়েছে এই সবুজ নয়নার মাঝে। একে ছেড়ে থাকতে পারবে তো ক্রিস।

বন্ধ দরজা ঠেলতেই ভেতরে ঘণ্টা বেজে উঠল। পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলো লিন্ডা। সারা শরীরে মোজার মতো এঁটে থাকা পোষাক। শরীরের প্রতিটি ভাঁজ তাতে আরও প্রকটভাবে ফুটে আছে। ক্রিস লিন্ডার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল।

BANGLAPDF.NET

'হ্যালো ক্রিস, জানতাম তুমি আসবে। কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি এলে যে?'

ক্রিস কোনো কথা বলছে না। হাঁ করে তাকিয়ে আছে লিন্ডার দুধর্ষ শরীরটার দিকে। হাসল লিন্ডা। তবে সে হাসিতে ঠোঁটের বা মুখের রেখা পরিবর্তিত হলো না। হাসি ঝলকে গেল শুধু সবুজ চোখে।

'দাঁড়িয়ে রইলে যে, ভেতরে চলো।' ক্রিসকে ডাকল। লিন্ডার আহ্বানে কীসের যেন অশুভ ইঙ্গিত। ক্রিসের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিল ওকে। ওর ইতস্তত ভাব লক্ষ্য করে লিন্ডা বলল, 'কি হলো ভেতরে আসবে না? এসো।'

আর অপেক্ষা করতে পারল না ক্রিস। পোষা কুকুরের মতো লিন্ডার পেছনে পেছনে ওর শোবার ঘরে ঢুকল।

ভেতরে ঢুকে ঘরের একমাত্র চেয়ারটিতে ধপ করে বসে পড়ল ক্রিস। লিন্ডা বলল, 'চা বানাচ্ছিলাম। তোমার জন্যও এক কাপ নিয়ে আসি।'

তানপুরার মতো নিতম্বে আটলান্টিকের ঢেউ তুলে হেঁটে গেল লিন্ডা। সূচাগ্র স্তন ঝাঁকি খেল হাঁটার তালে। সেদিকে তাকিয়ে গলার ভেতরটা শুকিয়ে গেল ক্রিসের। তামার কেটলিতে পানি চড়াল লিন্ডা। তারপর একটা বোতল থেকে ঘন সবুজ কি একটা ঢালল চায়ের পটে।

চা বানিয়ে দুটো কাপ হাতে নিয়ে ক্রিসের পাশে এসে বসল লিন্ডা। চা থেকে কেমন একটা অন্যরকম সুবাস আসছে। গন্ধটা আরও বিবশ করে তুলল ক্রিসকে।

লিন্ডা বলল, 'আমার বিশেষ অনুপান এটা। এই চা খাবার পর

www.Banglapdf.net Exclusive!

তোমার ভেতরে দারুণ একটা উদ্দীপনার সৃষ্টি হবে।'

চায়ের কাপে চুমুক দিল ক্রিস। গন্ধটা মস্তিষ্কে ঢুকে শুরু হয়ে গেছে তোলপাড়। ঠিকই বলেছে লিন্ডা। দারুণ উদ্দীপনা টের পাচ্ছে ক্রিস। তীব্র কামনার আগুন দাউদাউ জ্বলছে বুকের ভেতর। চোখ বুজে এলো। ওকে ধাক্কা মারল লিন্ডা, 'কী, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

'না, লিন্ডা। আমরা কাল অ্যাসপেন ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

'অ্যাসপেন ছেড়ে চলে যাচ্ছো?' লিন্ডার সবুজ চোখে বিস্ময়।

'হ্যাঁ।'

টান টান হয়ে দাঁড়াল লিন্ডা। সবুজ চোখ কুঁচকে লক্ষ্য করতে লাগল ক্রিস হ্যালোরানকে। ভয় পেয়ে গেল ক্রিস। সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে বুঝি।

হঠাৎ লিন্ডার পেশীতে ঢিল পড়ল। স্বাভাবিক হয়ে এলো ক্রূর চাউনি। দু'হাতে নিজের স্তনে হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞেস করল, 'কবে যাবে?'

'কাল।'

'বেশ, চা খাও। চামচে নেড়ে নিও ভালো করে।'

অপরিচিত বুনো ফলের স্বাদ চায়ের।

ক্রিস বলল, 'তোমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না, লিন্ডা। তুমি আমাকে যা দিয়েছ, পৃথিবীর আর কোনো নারীর কাছ থেকে তা পাবো না কোন দিন। অতো আনন্দ আর পরিতৃপ্তি কোনদিন পাইনি।'

হাসল লিন্ডা, 'চা-টা কেমন লাগছে।'

'চমৎকার। তবে তোমার চুম্বনের মতো চমৎকার নয়।'

উত্তেজনায় শরীর কাঁপছে ক্রিস হ্যালোরানের। ওর উরুর ওপর হাত রাখল লিন্ডা। জায়গাটা যেন পুড়ে গেল। ক্রিস লিন্ডাকে ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সব কিছু অন্ধকার। শুধু শুন্যের ভেতরে ভাসছে একখণ্ড চঞ্চল আলো-লিন্ডা।

ওর ঠোঁটে চুমু খেল লিন্ডা। তারপর ওকে শুইয়ে দিল বিছানায়।

'তোমাকে ভালোবাসি, লিন্ডা।'

'বাজে কথা, ক্রিস। তুমি শুধু আমার শরীরটাকেই ভালোবাস।'

'আমি কি চাই, তুমি জানো।'

'আমার শরীর, তাই তো।'

চোখ লাল হয়ে গেছে ক্রিসের। শরীর মুচড়ে আসছে, 'হ্যাঁ, তাই চাই আমি।'


www.Banglapdf.net Exclusive!

'বেশ, নাও।' বলে ক্রিসের পাশে বসে পোষাকটা নিজে হাতে খুলতে যাচ্ছিল লিন্ডা। ক্রিস উঠে বসে জড়িয়ে ধরল ওকে। এক টানে ছিঁড়ে ফেলল লিন্ডার জামা। চন্দনের ঘ্রাণ লিন্ডার গায়ে। কামনায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে স্তনের বোঁটা। উন্মত্ত পশুর মতো লিন্ডার শরীর তছনছ করে দিতে লাগল ক্রিস। তারপর আর কিছু জানে না। এত আনন্দ, এত পুলক, এত বেদনা। এ তৃষ্ণার কাছে ক্যারেন বিবর্ণ পানি মাত্র, লিন্ডা যেন তীব্র মদিরা।

ক্লান্তিতে শ্রান্তিতে অবসাদে লিন্ডা আর ক্রিস ঘুমিয়ে পড়ল। জাগল যখন, ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

নিজের কাপড়গুলো গুছিয়ে নিয়ে গায়ে চড়াল ক্রিস। বিছানা ছেড়েছে লিন্ডাও। নগ্ন ও। ক্রিস ডাকল, 'লিন্ডা।'

লিন্ডা উবু হয়ে মোমবাতি জ্বালছিল। ওর খাড়া খাড়া স্তনে মোমের আলো, গাল থেকে পিছলে গেছে আলো। বলল, 'চুপ। আর কথা নয়। এখন বাড়ি যাও, এক্ষুনি।'

কণ্ঠস্বর বদলে যাচ্ছে লিন্ডার। যেন প্রচণ্ড তাড়ার মধ্যে আছে। বেশ ধমকের সুরে বলল, 'যাও, আর এক মুহূর্তও দেরী নয়।'

www.Banglapdf.net Exclusive!

# কুড়ি

লিন্ডার বাড়ি থেকে ক্যাজুয়ালিনার দিকে শর্টকাট রাস্তা ধরল ক্রিস হ্যালোরান। চাঁদ উঠেছে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে রাস্তায়। রাত হয়ে গেল? এতোক্ষণ লিন্ডার বাহুলগ্ন হয়ে শুয়ে ছিল ক্রিস। আহ্, কি যে পুলক, কি যে উন্মাদনা লিন্ডার শরীরে। কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। লিন্ডা যেন অজগরের মতো জড়িয়ে ধরেছিল তাকে। কে কার শিকার ছিল? এই মদালসা নারীকে ছেড়ে কাল কীভাবে চলে যাবে ক্রিস। অথচ, লিন্ডা কিনা ওকে একরকম তাড়িয়েই দিয়েছে বাড়ি থেকে। কেন?

ভাবতে ভাবতে আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে পথ চলছে ক্রিস। হঠাৎ মনে হলো, কেউ পিছু নিয়েছে ওর। পেছনে মৃদু থপ থপ পায়ের শব্দ। পিছন ফিরল ক্রিস। না, কিছুই দেখতে পেল না। তবে মনে হলো বনের ভেতর দিয়ে কিছু একটা ওর পাশ দিয়ে চলে গেল।

সামনে সামান্য ফাঁকা জায়গা। চাঁদের আলো পড়েছে সেখানে। সেই ফাঁকা জায়গায় মস্ত বড় একটা নেকড়ে থাবা গেড়ে বসে আছে। স্পষ্ট দেখতে পেল ও। নেকড়েটা ওর দিকেই তাকিয়ে আছে, দৃষ্টিটা চিনতে পারল ক্রিস। কোথায় যেন দেখেছে এই চোখ।

দাঁড়িয়ে পড়ল ও। হঠাৎ নেকড়েটা এগিয়ে এসে ক্রিসের কাঁধের ওপর সামনের দুপা তুলে ঠেলতে শুরু করল। ক্রিস ধাক্কা দিল ওটাকে। কিন্তু নড়াতে পারল না এক চুলও। কি সাংঘাতিক ধারালো দাঁত। চোখের দৃষ্টি থেকে যেন ঝরে পড়ছে আগুন।

ভীষণ ভয় পেল ক্রিস। মৃত্যুর কথা মনে হলো। লিন্ডার সঙ্গে কেন সম্পর্ক করতে গেল ভেবে আফসোস হলো। এই পথ দিয়ে শর্টকাটে আসার বোকামির জন্য রাগ হলো নিজের ওপর। ততোক্ষণে নেকড়েটা

BANGLAPDF.NET

 www.Banglapdf.net Exclusive!

ওকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে মাটিতে। ক্রিসের বুকের ওপর উঠে মুখের কাছে মুখ আনল জন্তুটা। দাঁত নয় যেন ধারালো ছোরা! ভয়ে চোখ বুজল ক্রিস।

নেকড়েটা ওর ডান কাঁধে কামড় বসাল। ক্রিসের মনে হলো ওর ডান কাঁধটা যেন ভেঙেই গেছে। নেকড়েটার কশ বেয়ে ঝরছে রক্ত। অসহ্য যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল ক্রিস। তার মনে হলো, এবার বুঝি ওর গলার শিরা ছিঁড়ে রক্ত পান করবে জন্তুটা।

কিন্তু আশ্চর্য! জন্তুটা নেমে গেল ক্রিসের বুকের ওপর থেকে। তারপর ধীরে পায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের ভেতরে। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল ক্রিস হ্যালোরান।

BANGLAPDF.NET

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ঐ বিরাণ পথের ওপর পড়ে ছিল, জানে না ক্রিস। যখন জ্ঞান ফিরলো, আকাশে আলো বিলোচ্ছে উজ্জ্বল চাঁদ। ওর সারা শরীর অবশ। ডান কাঁধে কোনো সাড়া নেই। হাড় কি ভেঙে গেছে? ঘামে জামা ভিজে গেছে ক্রিসের। চট্ চট্ করছে সারা শরীর।

খানিকটা হামাগুড়ি দিয়ে, খানিকটা টলতে টলতে এক সময় ক্যাজুরিনায় পৌঁছলো ও। দরজার কাছে গিয়েই আবার জ্ঞান হারালো ও।

দরজার বাইরে কিছু পড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ক্যারেনের। একটা দোলনার ওপর বসে ঘুমিয়ে গিয়েছিল ও। ক্রিসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, জানে না ও।

আবার কি একটা শব্দ শুনল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, ভোর হয়ে আসছে। বাইরে দরজায় কেউ আস্তে আস্তে কিল দিচ্ছে। বুক ঢিবঢিব করে উঠল ক্যারেনের। ঘুমের জড়তা কেটে গেল মুহূর্তেই। বন্দুকটা বের করে দ্রুত ভরে নিল কার্তুজ। ডান হাতে বন্দুকটা ধরে বাঁ হাতে দরজা খুলতেই দেখল, ক্রিস বেড়ালের মতো গুটিয়ে পড়ে আছে দরজার সামনে।

একি! এভাবে পড়ে আছে কেন ক্রিস হ্যালোরান? কি হয়েছে ওর। ও কি বেঁচে আছে? বন্দুকটা ফেলে দিয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরল ক্যারেন, 'ক্রিস, কি হয়েছে তোমার। এখানে এভাবে শুয়ে আছো কেন?'

কথা বলবার ক্ষমতা নেই ক্রিসের। ও শুধু একবার চোখ খুলেই বন্ধ করে ফেলল।

ওকে কোনোরকমে টানতে টানতে ঘরের ভেতরে নিয়ে এলো

www.Banglapdf.net Exclusive!

ক্যারেন। বসিয়ে দিল একটা সোফায়। ক্রিসের শার্টে রক্ত। জামাকাপড়ে শুকনো ঘাসপাতা। খুব বেশি রক্ত নয়। শুকিয়ে গেছে। কিন্তু কি হয়েছিল ক্রিসের? ওয়্যারউলফ কি আক্রমণ করেছিল ওকে? মাই গড!

ক্রিসের জামা-কাপড় খুলে গরম পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে ওর মুখ মুছে দিল ক্যারেন। নানান প্রশ্ন করছে ও, কিন্তু হুঁ হ্যাঁ ছাড়া আর কোনো জবাব দিতে পারছে না ক্রিস। ব্র্যাণ্ডি খাওয়াবার চেষ্টা করল ক্যারেন, কিন্তু গিলতে পারল না ক্রিস। ক্যারেন ক্রিসের গা থেকে জামা-কাপড় খুলে ফেলল। কিন্তু শরীরে ছড়ে যাওয়ার দুএকটা চিহ্ন ছাড়া আর কোনো ক্ষত চোখে পড়ল না। তাহলে রক্ত এলো কোত্থেকে?

শার্টের যেখানে রক্তের ছোপ দেখেছিল, সেই জায়গাটা ভালো করে দেখল ক্যারেন। একটা ক্ষতের মতো। কিছু একটা কামড়ে দিয়েছে হয়তো।

BANGLAPDF.NET

কোনো মতে সোফা থেকে টেনে নিয়ে বিছানায় ক্রিসকে শুইয়ে দিল ক্যারেন। ঢেকে দিল একটা কম্বল দিয়ে। হট ওয়াটার ব্যাগ দিল পায়ের কাছে। আবার খাওয়াবার চেষ্টা করল ব্র্যাণ্ডি। পারল না। ডাক্তার ডাকা দরকার।

ততোক্ষণে সূর্য উঠেছে।

ক্যারেন বলল, 'ক্রিস আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি। আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?'

ঘড়ঘড় করে উঠল ক্রিস। অদ্ভুত একটা শব্দ বেরোলো গলা থেকে। ডান হাত নেড়ে কি যেন ইঙ্গিত করল, বুঝতে পারল না ক্যারেন।

'তুমি একটু শুয়ে থাকো। আমি এক্ষুনি ডা. গোয়েজকে ডেকে আনছি।'

এবারও কোনো জবাব দিল না ক্রিস। আর দেরী না করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল ক্যারেন। ছুটে গিয়ে হাজির হলো ডাক্তারের বাড়িতে। ডাক্তার তখন মর্নিং ওয়াক সেরে সবে ফিরেছেন।

'কি ব্যাপার, মিসেস হ্যালোরান, কি হয়েছে?'

ক্যারেন হাঁপাতে হাঁপাতে সংক্ষেপে বলল সব কথা। ভ্রু কোঁচকালেন ডাক্তার। প্রায় স্বগতোক্তি করার মতো বললেন, 'এই গ্রামে কত অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটছে।'

'এক্ষুনি চলুন, ডাক্তার।' ক্যারেন ডাক্তারের হাত ধরে টানতে লাগল।

'দাঁড়ান ব্যাগটা নিয়ে আসি।'

ডাক্তার গাড়ি বের করে ক্যারেনকে নিয়ে ক্যাজুরিনায় চলে এলেন।


www.Banglapdf.net Exclusive!

# একুশ

ডাক্তার ঘরে ঢুকে দেখলেন, ক্রিস বিছানায় শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। জ্ঞান নেই। মুখ লাল। জ্বর।

ডাক্তার নাম ধরে ডাক দিলেন। চোখ খুলল ক্রিস। শূন্য দৃষ্টি।

ক্যারেন শার্টটা এনে রক্তের ছোপ দেখাল ডাক্তারকে। কম্বল তুলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ক্রিসের শরীর পরীক্ষা করে দেখলেন ডাক্তার। তারপর বললেন, 'কাঁধের ক্ষতচিহ্নগুলো কামড়ানোর দাগ। তবে কীসে কামড়েছে বলা মুশকিল। মানুষও হতে পারে।'

ক্যারেন বলল, 'মানুষ, ডাক্তার? নাকি ওয়্যারউলফ কামড়েছে ওকে। মানুষে কামড়ালে মরে যাচ্ছে কেন ক্রিস?'

ডাক্তার বললেন, 'মরবে না আপনার স্বামী। ভয়ে কিংবা আকস্মিক উত্তেজনার কারণে এটা হয়েছে, শীগগীরই সুস্থ হয়ে উঠবে। কি ঘটেছে, ক্রিসই তা বলতে পারবে। আমি একটা ইনজেকশন দিচ্ছি। ভালো হয়ে যাবে, ভয় নেই।'

ইনজেকশন দিয়ে ডাক্তার বেরিয়ে যাচ্ছেন, তখন ক্যারেন জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ডা. গোয়েজ, আপনি কি সম্প্রতি টেবর ইভান্সের চিকিৎসা করেছেন?'

'না তো। কেন?'

'কাল আপনাকে বলেছিলাম না উইলিয়াম অলিভারকে আমার সন্দেহ হয়?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আপনার ওখান থেকে ফেরার পথে দেখলাম শেরিফের মাথা এবং কানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ওয়্যারউলফ জখম হলে অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে। কিন্তু কান গজায় কিনা জানি না।'

www.Banglapdf.net Exclusive!

ডাক্তার হেসে বললেন, 'না, শেরিফের কোনো চিকিৎসা আমি করিনি। জানি না, রাতের বেলা মানুষ ওয়্যারউলফ হয় কিনা। কিন্তু দিনের বেলা কোনো ভয় নেই। সাবধানে থাকবেন।'

ডাক্তার চলে গেলে ঘরে এসে ক্যারেন দেখল, অঘোরে ঘুমাচ্ছে ক্রিস। ওর বা চোখের পাতা নেচে উঠছে বারবার।

সারা দিন ঘুমাল ক্রিস হ্যালোরান। সন্ধ্যার পরও জাগল না। ক্যারেন সারাক্ষণ চোখ রাখছে ওর ওপর।

নিজেও খুব ক্লান্ত ক্যারেন। এক সময় ক্রিসের পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ও নিজেও।

BANGLAPDF.NET

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল ক্যারেনের। দেখল ক্রিস বিছানার ওপর শক্ত হয়ে বসে রয়েছে।

'কি হয়েছে, ক্রিস? কিছু খাবে?'

ক্রিস উত্তর দেবার আগেই ওদের বাগান থেকে ভেসে এলো নেকড়ের সেই কাতর আহ্বান। তীব্র হাউলিং। ক্যারেন চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকল। ক্রিস কোনো কথা না বলে আবার শুয়ে পড়ল।

ভোর বেলা ক্যারেন দেখল, ক্রিস চোখ বন্ধ করে পড়ে রয়েছে। ও জিজ্ঞেস করল, 'এখন কেমন লাগছে তোমার? ভালো?'

'এই আর কি,' জবাব দিল ক্রিস।

'কিছু খাবে? গত চব্বিশ ঘণ্টা তো কিছুই খাওনি।'

হঠাৎ উঠে বসল ক্রিস। বলল, 'আচ্ছা ক্যারি, বলো তো আমার কি হয়েছে। এরকম রোগী ভাবছ কেন আমাকে? কত কাজ পড়ে আছে।'

'এখন কাজ করতে হবে না।' ডাক্তার তোমাকে বিশ্রাম নিতে বলেছেন?'

'ডাক্তাররা ওরকম বলেই। আর ডাক্তার পেলে কোথায়?'

'ডা. গোয়েজ কাল ভোরে তোমাকে দেখতে এসেছিলেন।' ক্যারেন জানাল।

'কেন, আমার কি হয়েছিল?'

'তোমার কিছু মনে নেই?'

'না। না তো।' সিধে হলো ক্রিস, 'কিছু হয়নি আমার। এই তো বেশ আছি।'

'যাক। তুমি হাত মুখ ধুয়ে নাও। আমি নাস্তা বানাতে যাচ্ছি।' একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করল ক্যারেন।


www.Banglapdf.net Exclusive!

ক্রিস বলল, 'নাস্তা লাগবে না, আমার ক্ষিধে নেই। তাছাড়া কিছুটা ওজন কমানো দরকার। ভুঁড়ি বড় হয়ে যাচ্ছে।'

কিচেন ঢুকল ক্যারেন। ক্রিস বসেই রইলো। হাত মুখ পর্যন্ত ধুলো না।

নাস্তা তৈরী করে টেবিলে সাজালো ক্যারেন। সবগুলো ক্রিসের পছন্দের জিনিস। কিন্তু এটা একটু, ওটা একটু মুখে দিয়েই উঠে পড়ল ক্রিস। রান্না ভালো হয়নি বলে বিরক্তি প্রকাশ করল। ওদের বিবাহিত জীবনে সম্ভবত এই প্রথম ক্রিসের রান্নার নিন্দা করল ও। শুধু খানিকটা কফি খেয়ে এক গাদা কাগজপত্র নিয়ে বসল ক্রিস। প্রুফ দেখতে লাগল লাল কলম দিয়ে।

BANGLAPDF.NET

মনোযোগ দিয়ে একটানা পনেরো মিনিট কাজ করল ক্রিস। তারপর কপাল কুঁচকে নাক সিঁটকে মহাবিরক্তি নিয়ে নানান মন্তব্য করতে লাগল।

ক্যারেন বলল, 'ক্রিস, তোমার আরও খানিকটা বিশ্রাম নেয়া দরকার।'

'আমার ওপর হেডমাস্টারি ফলাবে না, ক্যারি,' কড়া গলায় বলল ক্রিস, 'বিশ্রাম নেয়া দরকার! আমার কি দরকার, কি দরকার নেই সে আমিই ভালো জানি। এর জন্য কাউকে মাতব্বরী ফলাতে হবে না। দূর ছাই, এডিট করব কি? পাতাগুলো গেল কোথায়?'

কাগজপত্র ছড়িয়ে দিয়ে বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল ও। তারপর বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

www.Banglapdf.net Exclusive!

## বাইশ

বনে বনে ঘুরে বেড়াল ক্রিস হ্যালোরান। কখনও কোনো গাছের নিচে বসল, কখনও কোনো গাছের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকল।

দুপুরেও ফিরল না ক্রিস। লাঞ্চের সময় গড়িয়ে গেল। নিজে খেয়ে ক্রিস হ্যালোরানের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল ক্যারেন। দুপুরের পরে ফিরল তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে। জিজ্ঞেস করায় মেজাজ দেখিয়ে আবার বলল, 'কোথায় দেখলে আমার তিরিক্ষি মেজাজ!'

কিছু খাওয়ানো দরকার লোকটাকে। কিন্তু কি করে খাওয়াবে। চিজ, বিস্কুট, কফি কিছুই স্পর্শ করছে না। বসল আবার কাগজপত্র নিয়ে। কয়েক মিনিট। তারপর আবার উঠে চলে গেল বাড়ি থেকে।

বিস্কুট, চিজ, কফির ট্রে ঠাস করে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ক্যারেন বসে পড়ল, 'ধুত্তোর, কি যে করি।'

এমন সময় বাইরে গাড়ির আওয়াজ শুনে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল শেরিল আসছে। দৌড়ে গিয়ে শেরিলকে জড়িয়ে ধরল ক্যারেন।

শেরিল বলল, 'ডা. গোয়েজ আমাকে ফোন করে বলেছে সব। এখন কেমন আছে ক্রিস?'

ক্যারেন কেঁদে ফেলল। 'দুদিন কিছু খায়নি। সকালে বেরিয়ে গিয়েছিল, কোথায় জানি না। ফিরেছিল কিছুক্ষণ আগে। আবার এক্ষুনি বেরিয়ে গেল।'

'কি হয়েছে ওর, বলেছে কিছু?'

'বলছে না। বলে, কিছু হয়নি ওর। সারাক্ষণ বিরক্ত, ছটফট করছে।'

শেরিল বলল, 'দেখো দুএকটা দিন। তারপরও অবস্থার পরিবর্তন না দেখলে এ গাঁ ছেড়ে চলে যাও। এখানে তোমাদের না থাকাই ভালো হবে।'


www.Banglapdf.net Exclusive!

বিদায় নেবার সময় শেরিল বলল, 'চলি। তোমাকে একটা খবর দিই। আসবার সময় টেবর ইভান্সের সঙ্গে দেখা হলো।'

'কি দেখলে?'

'ওর ব্যান্ডেজের দিকে ইংগিত করে জানতে চাইলাম, কি হয়েছে। বলল ফোঁড়া। তারপর আমার সামনেই খুলে ফেলল, দেখলাম ফোঁড়ার দাগ। শুকিয়ে এসেছে অনেকটা।'

শেরিল ক্যারেনের ঠোঁটে চুমু খেয়ে বিদায় নিল।

BANGLAPDF.NET

# তেইশ

সেদিন রাতে কি ঘটেছিল মনে নেই ক্রিস হ্যালোরানের। কিন্তু ও স্পষ্ট বুঝতে পারছে, কিছু একটা পরিবর্তন ঘটছে ওর দেহে। শ্রবণ শক্তি ও ঘ্রাণ শক্তি বেড়ে গেছে অনেক। রাতে বনে বনে ঘুরে বেড়ানোর সময় বা বিছানায় শুয়ে নানা শব্দ শোনে ও। নানা ঘ্রাণ পায়। এও যেন এক নেশা, আবিষ্কার। বনে ফুল ফুটলে, ফল পাকলে ঘ্রাণ পায় ক্রিস। বনের ভেতরে গাছের পাতায় একটা কাঠ-বেড়ালী সরে গেলেও ঘরে বসে শুনতে পায় ও।

একটা নতুন উপসর্গ লক্ষ্য করছে ক্রিস। সন্ধ্যা হলেই ওর শরীরের গাঁটে গাঁটে দারুণ ব্যথা শুরু হয়ে যায়। বিছানায় আর শুয়ে থাকতে পারে না। তবু ক্যারেনের কথা ভেবে চুপ করে পড়ে থাকে।

দিনের বেলায় মেজাজ খুব হট হয়ে থাকে ক্রিসের। শাক-সবজি ডিম কিছু খেতে পারে না। রাতে বাগানের ঠাণ্ডা বাতাসে মন অনেকটা শান্ত হয়ে আসে। ঘুরে বেড়ায় বনে বনে। মনে হয়, বনই তার আপন, বনই তার চিরপরিচিত। ঘরে ফিরলে আবার মনে হয় পানির মাছ ডাঙ্গায় পড়েছে। কেন এরকম হয়, বোঝার চেষ্টা করে ক্রিস হ্যালোরান, বুঝতে পারে না।

সে রাতের কথা আবছা মনে পড়ে। একটা কিছু তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সবুজ চোখ। চেনা। লিন্ডার চোখও তো সবুজ, কিন্তু লিন্ডা তো অনিন্দ্যসুন্দরী এক যুবতী, পশু না।

সন্ধ্যায় ক্রিস বাইরে থেকে ঘুরে আসার পরে স্বামীর সামনে চুম্বনের আশায় দাঁড়াল ক্যারেন, হাত দিয়ে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল ক্রিস, 'ভালো লাগছে না। তুমি কাঁদছিলে?'

BANGLAPDF.NET


www.Banglapdf.net Exclusive!

'কাঁদবো না! তুমি যা কাণ্ড করছ।'

'আমি আবার কি কাণ্ড করলাম,' ক্রিস বিস্মিত।

'চলো, কাল সকালেই রিজেন্ট পার্কে চলে যাই।'

'কোথায়? অ্যাসপেন ছেড়ে?

'হ্যাঁ।'

'অসম্ভব।' টেবিলে ঘুসি মারল ক্রিস।

'কিন্তু তোমার শরীর ভালো নেই।'

'কে বলল,' রেগে উঠল ক্রিস,' বেশ আছি আমি। যাবো না এখান থেকে।'

'তা হলে আমি একাই যাবো।' জোর গলা ক্যারেনের।

ক্রিস কি ভাবল। চোখ কুঁচকালো। তারপর একটু দম নিয়ে বলল, 'ও, আচ্ছা। ঠিক আছে, যাবো। তবে গোছগাছ করতেও তো দুতিন দিন লাগবে।'

BANGLAPDF.NET

ক্যারেন খুশি হয়ে উঠল। ক্রিস বলল, 'ঠিক আছে, তাহলে মার্টিনি হয়ে যাক।'

কিন্তু মার্টিনি মুখে দিতেই কেমন গুলিয়ে উঠল সব কিছু। অথচ কতো প্রিয় ছিল তার পানীয়টি। ক্যারেন লক্ষ্য করল খেতে পারছে না ক্রিস।

ক্যারেন পর্ক চপ এনে দিল সামনে, 'নাও সলিড খাবার খাও।'

সেটাও খেতে পারল না ক্রিস, 'দূর পুড়িয়ে ফেলেছো একেবারে।'

'পর্ক চপ তো এভাবেই বানায় ক্রিস।'

'কচু বানায়। যাও তো। আমার সামনে থেকে এসব দূর করো।'

আর কথা হলো না দুজনে। শুয়ে পড়ল। একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ল ক্যারেন।

কিন্তু চোখে ঘুম নেই ক্রিস হ্যালোরানের। সারা শরীরের গাঁটে গাঁটে দুঃসহ ব্যথা। ছটফট করতে করতে এক সময় উঠে এলো ও বিছানা থেকে। জানালার পর্দা সরিয়ে দেখল কি সুন্দর বনভূমি, অরণ্য যেন ডাকছে ওকে। নাইট গাউন ছেড়ে জামা প্যান্ট পরে আস্তে করে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়ল ক্রিস।

বনের ভেতর দিয়ে চলতে লাগল ও। ইচ্ছে হলো পাতার গাদায় শুয়ে পড়ে। তখনই হঠাৎ খুব ব্যথা অনুভব করল ক্রিস কাঁধে। দাঁড়িয়ে পড়ল। কাঁধে এমন ব্যথা লাগছে কেন? সঙ্গে সঙ্গে ওর দুই হাঁটু মুচড়ে

www.Banglapdf.net Exclusive

দিল যেন কেউ। ফিরে যাবে? কোথায় ফিরে যাবে। ক্রিস চারপাশে তাকাতেই পারল, এখানেই লিন্ডা কক্সের সঙ্গে তার মিলন হয়েছিল। আঃ,কী অসাধারণ সুখকর অভিজ্ঞতা!

কিন্তু শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে কেন। জামাটাকে মনে হচ্ছে ফাঁসের মত।

জামা, জুতো-মোজা খুলে ফেলে দিয়ে ঘাসে পা রাখতেই কেমন শান্তি অনুভব করল ক্রিস। কুটকুট করছে প্যান্টটাও। খুলে ফেলে দিল। বনের বাতাসে আর চাঁদের আলোয় অবগাহন করছে যেন ও। ছুটছে। লাফাচ্ছে ঝাঁপাচ্ছে এদিক ওদিক।

সহসা সারা শরীরের প্রতিটি কোষে যেন ঘটল বিদ্রোহ। সারা দেহে প্রচণ্ড তোলপাড়। নিজেকে ধরে রাখতে পারল না ক্রিস। পড়ে গেল মাটিতে।

BANGLAPDF.NET

কিন্তু একি! হাত দুটো আপনাআপনিই এগিয়ে গেল সামনে। পা দুটো পেছনে সরে যাচ্ছে। হাত পা ভরে গেল হলদে রোঁয়ায়। পায়ের আঙ্গুল গুটিয়ে থাবার আকার ধারণ করল। হাত পা মুখ-সারা দেহের গড়নটাই বদলে গেল। মুখ হয়ে গেল লম্বা। দাঁতগুলো বেড়ে হয়ে উঠল তীক্ষ্ণ ও ধারালো। শরীরের পেছন থেকে একটা লেজও বেরিয়ে পড়ল ধীরে ধীরে। ক্রিস বুঝতে পারল সে পশুতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে হারিয়ে ফেলল নিজের মানবিক বোধ। পরিণত হলো এক হিংস্র ধূর্ত মাংসাশী প্রাণীতে।


www.Banglapdf.net Exclusive!

# চব্বিশ

বনের ভেতর মহানন্দে ছুটল সব রূপান্তরিত নেকড়ে। মনে তার খুব স্ফূর্তি। তাড়া করল দুএকটা কাঠবেড়ালীকে। হঠাৎ খুব খিদে পেয়ে গেল। খুঁজতে লাগল শিকার। তখন বনের বুক চিরে একটা আর্তচিৎকার ভেসে এলো। এই ডাক শুনে শুনে প্রতিরাতে ভয় পেয়েছে ক্যারেন। সেই কাতর আহবান, নাকি কান্না? হাউলিং?

মাদী এক নেকড়ের কাতর আহ্বান এটা। টের পেল সদ্য রূপান্তরিত মর্দ নেকড়ে। সে ছুটল সেই ফাঁকা জায়গার দিকে, যেখানে লিন্ডা আর ক্রিস হ্যালোরান প্রগাঢ় মিলনে পেয়েছিল পূর্ণ তৃপ্তির স্বাদ।

দেখল, সুন্দরী এক মেয়ে নেকড়ে অপেক্ষা করছে সেখানে। তাদের গলা থেকে ছড়িয়ে পড়ল চিৎকারধ্বনি। পুরুষ নেকড়ে প্রচণ্ড জৈবিক ক্ষুধা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল মাদী নেকড়ের ওপর। মাদী নেকড়ে ছুটে পালাল। খেলা করতে লাগল মর্দাকে নিয়ে। ছুঁয়ে দিয়ে সরে যায়। দাঁত বসিয়ে দেয় এ ওর শরীরে। থাবা দিয়ে আঁচড়ায়, গা ঘষে গায়ে। তারপর ধরা দিল মাদী নেকড়ে। সবুজ চোখ। তার চিৎকারে কাঁপল বনভূমি। তারপর চরম মিলন। আবার আঁকড়ে ধরে থাকল নেকড়ে তার সঙ্গিনীকে। শরীরে শরীর হলো সংস্থাপিত।

তারপর পাহাড়ের ওপরে ডুবে গেল চাঁদ। মেয়ে নেকড়ে যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! পুরুষ নেকড়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছটফট করতে থাকল। এ আর এক যন্ত্রণা। চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে এলো প্রকৃতি। দেহের কোষে কোষে ঘটতে লাগল কুঞ্চন প্রসারণ। তারপর ধীরে ধীরে বদলে গেল সব। নেকড়েটা অবশেষে পরিণত হলো ক্রিস হ্যালোরানে। ফিরে এলো ঘরে।

ক্রিস ঘরে ফিরে দেখল, ক্যারেন ঘুমাচ্ছে, অথবা ঘুমের ভান করছে। ও

www.Banglapdf.net Exclusive!

বাথরুমে চলে গেল গোসল সারতে। অনেকক্ষণ ধরে গরম পানিতে গোসল করল ক্রিস। সারা শরীর ভালো করে মুছে ফিরে এসে দেখল সিলিংয়ের দিকে অপলক দৃষ্টি মেলে শুয়ে আছে ক্যারেন। ওর সঙ্গে একটি কথাও বলল না ক্রিস। শুয়ে পড়ল ওর পাশে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

সারা রাত সারা দিন কাটিয়ে সন্ধ্যার সময় বিছানা ছাড়ল ক্রিস। অবসন্ন শরীরে চুপ করে বসে রইলো। ওকে কিছু খেতে অনুরোধ করল ক্যারেন। খেল না।

রাতে শরীরের ভেতরে সেই ডাক অনুভব করল ক্রিস হ্যালোরান। নিজেকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করল। ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে শক্তি যোগাড় করতে চাইলো। না, হচ্ছে না। কি করবে?

স্বামীর অস্থিরতা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল ক্যারেন। কি করবে সে? কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল ও।

নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না ক্রিস। অস্থির কাঁপুনি ঝাঁকুনিতে ঘরের ভেতরেই রূপান্তর ঘটতে লাগল ওর। পুরোপুরি নেকড়েতে রূপান্তরিত হওয়ার আগেই চুপিসারে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পায়ের টেনিস শু জোড়া তখনও রয়েছে। একবার তাকিয়ে দেখল শুধু ক্যারেনের দিকে। ক্যারেন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। লক্ষ্য করেনি ওকে।

ক্যারেনের কাছ থেকে ফিরে আসার পর শেরিল 'ট্রু' পত্রিকার জন্য 'ওয়্যারউলফ' সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লিখেছে। সেটা ফ্রেশ করার সময় বারবার ক্যারেনের কথা মনে হতে লাগল ওর। কি করছে এখন ক্যারেন। ওরা দুজনেই নিশ্চিত একটা ওয়্যারউলফ আছে অ্যাসপেনে। কে সেই ওয়্যারউলফ? ওয়্যারউলফ দেখেছে ক্যারেন, গুলিও করেছে সেটাকে। তবু ধরা যায়নি। শেরিলের মনে বদ্ধমূল ধারণা, ওয়্যারউলফকে সে চিনতে পেরেছে। ক্যারেনকে ওর সতর্ক করে দেয়া দরকার। ক্রিস হ্যালোরানের ব্যাপারেও সাবধান থাকতে হবে ক্যারেনকে। বেশ রাত হয়েছে। এখনই কি যাবে ও? না, দেরী করা ঠিক হবে না।

গাড়ি নিয়ে এলগিন থেকে বেরিয়ে পড়ল শেরিল অ্যাসপেনের দিকে। এলো বেশ তাড়াতাড়ি। পাকা রাস্তা থেকে ক্যাজুরিনার কাঁচা রাস্তার দিকে যাবার সময় গা ছমছম করে উঠল। অন্ধকার। থমথমে।


www.Banglapdf.net Exclusive!

অশুভ আশংকায় বাতাস বইতেও যেন ভুলে গেছে।

হঠাৎ কি একটা সরে গেল গাড়ির সামনে থেকে। কি? গাড়ি থামাল শেরিল। ক্যাজুরিনার গেট বন্ধ।

গেট খোলার জন্য গাড়ি থেকে নামা মাত্রই একটা কালো ছায়া ঝাঁপিয়ে পড়ল শেরিলের ওপর। মাটিতে ফেলে দিল ওকে। বুকের ওপর চেপে বসল। পরমুহূর্তে ধারালো দাঁত দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল শেরিলের শরীর। তিন দিন ধরে না খেয়ে আছে নেকড়েটা। শেরিলের শরীর থেকে ছিড়ে ছিড়ে খেতে লাগল মাংস।

ক্যারেনকে আর সাবধান করে দিতে পারল না শেরিল।

BANGLAPDF.NET

www.Banglapdf.net Exclusive!

## পঁচিশ

ক্যারেনের ভয় বাড়ছেই। অন্য এক ক্রিস হ্যালোরানের সঙ্গে যেন বাস করছে সে। ক্রিস প্রায়ই রাতে বেরিয়ে যায় বনে। ক্যারেন টের পায়। গত রাতে সে একটি নয় দুটি পশুর হাউলিং শুনেছে। নেকড়ে ভয় পায় না ক্রিস? কেন ভয় পায় না? এসব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে গেছে ক্যারেন।

BANGLAPDF.NET

বেশ ভোরে ঘুম ভাঙল ওর। দেখল পাশে শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে ক্রিস। কোমর পর্যন্ত কম্বলে ঢাকা। গা উদোম। ওর শরীর ঢেকে দিতে গিয়ে পিঠের দিকে নজর পড়ল ক্যারেনের। ওর ত্বক এত রুক্ষ কেন? আর এত লোম তো ছিল না ক্রিসের গায়ে। কেমন বুনো বুনো ভাব। ক্যারেন আস্তে উঠে ক্রিসের মুখখানা দেখল। বিকৃত। হিংস্র। অজানা এক আতঙ্কে শরীর হিম হয়ে গেল ক্যারেনের।

কার সাহায্য চাইবে ও? কে ওকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। শেরিল। হ্যাঁ শেরিল যদি ওর গাড়ি নিয়ে এসে এলিগনে নিয়ে যায় ওকে? আজই এখান থেকে পালাবে ক্যারেন।

ক্যারেন যখন কিচেনে, ওই সময় ঘুম ভেঙে গেল ক্রিসের। আজ তার মেজাজ ভালো। মুখের পাণ্ডুর ভাবও দূর হয়েছে অনেকখানি। তবে শরীরে কোনো কাপড় নেই।

ক্রিস ডাকলো, 'ক্যারি। এসো এদিকে। দেখেছো, কী চমৎকার হাওয়া বইছে।'

ক্যারেন জিজ্ঞেস করল, 'কি খাবে?'

'কিছু না।'

'এখান থেকে যাওয়ার কি ব্যবস্থা করলে?'

'যাব মানে? অ্যাসপেন ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না আমি।'


www.Banglapdf.net Exclusive!

'আমি একাই যাবো তাহলে।' জোর দিয়ে বলল ক্যারেন।

'তোমার যা খুশি করতে পারো। আমাকে মেজাজ খারাপ করবে না বলে দিচ্ছি।'

নগ্ন গায়েই ঘরে হাঁটতে লাগল ক্রিস। পোষাক পরার আগ্রহ নেই। ওর দিকে তাকাতে ভয় লাগছে ক্যারেনের।

নাস্তা সেরে তাড়াতাড়ি বাইরের পোষাক পরে হ্যাণ্ডব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ক্যারেন। দূর থেকে শুধু ক্রিসকে বলল, 'আমি একটু দোকানে যাচ্ছি।' বাড়ি থেকে বেরিয়ে শর্টকাট পথটা ধরে সোজা চলে এলো মার্সিয়ার দোকানে।

ওকে দেখে মার্সিয়া বলল, 'ক্যারেন শুনেছ?'

'এক মিনিট, মার্সিয়া। আমি একটা ফোন করব।'

শেরিলের নম্বরটা ঘুরাল ক্যারেন। ফোন বেজে চলল। ধরছে না কেউ। বাথরুমে? রং নাম্বার? আবার ঘোরাল। আবার ঘোরাল। না ধরছে না কেউ।

মার্সিয়া বলল, 'তুমি কি শেরিলকে ফোন করছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন, খবর শোনোনি, তুমি?'

'না। কি খবর?'

'কাল রাতে তোমার বাসার সামনেই মোটর অ্যাকসিডেন্ট মারা গেছে শেরিল।'

'আ-করে একটা ধ্বনি বেরোল ক্যারেনের গলা দিয়ে!

'তুমি নিশ্চয়ই শর্টকাট রাস্তাটায় এসেছ, নইলে গাড়ি দেখতে পেতে। বুকে বোধ হয় আঘাত লেগেছিল। তবে শেরিলের গাড়িতেই এলগিনের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে লাশ পোস্ট মর্টেমের জন্যে।'

কেন আসছিল শেরিল গত রাতে? এখন কার কাছে যাবে ক্যারেন? মার্সিয়া, ডা. গোয়েজ? ওরা তো অ্যাসপেনেরই লোক। কে সাহায্য করতে পারবে ওকে? দম বন্ধ হয়ে আসছে ক্যারেনের। কে? কে আছে তার। ও ইয়েস, রিকার্ডো বিটি। ইস, কি অপমানটাই না করেছে সে রিকার্ডোকে। তবু এই বিপদে সাহায্য চাইবে ও রিকার্ডোর কাছে।

'মার্সিয়া, আমি লস অ্যাঞ্জেলেসে একটা ফোন করতে চাই। কিছু মনে করো না, চার্জ আমিই দেবো।'

মার্সিয়া বলল 'ও-কে, নো প্রোবলেম, কর। আগে দেখো পাও কিনা। চার্জের কথা পরে।'

www.Banglapdf.net Exclusive!

কন্টিনেণ্টাল ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে চাকরি করে রিকার্ডো। এখন অফিসেই থাকার কথা।

ওপার থেকে অপারেটর ধরল।

'রিকার্ডো বিটিকে চাই, ক্লেমস সেকশন।'

কিন্তু না, রিকার্ডো বিটি আসেনি অফিসে। ক্যারেনের আর কোনো সাহায্য দরকার কিনা, জানতে চাইলো অপারেটর।

'ওর বাসার নম্বরটা জানতে পারি? আমি ওর বন্ধু?'

নম্বর দিল অপারেটর।

ডায়াল করল ক্যারেন। ওপারে রিং হওয়ার আওয়াজ শোনা গেল। গড, রিকার্ডো যেন থাকে!

রিং থামতেই ক্যারেন বলতে শুরু করল, 'রিকার্ডো, শোনো–'

কিন্তু না, ওপার থেকে ধীর গলায় একটা কণ্ঠ ভেসে এলো, 'আমি রিকার্ডো বিটি, আমি বাড়ি নেই। এটা রেকর্ডেড মেসেজ। ওয়েট, বিপ বিপ শব্দ শুনবেন তিনবার। আপনার মেসেজ কিংবা ফোন নম্বর রাখতে পারেন। আমি ফোন করব পরে। কুড়ি সেকেণ্ড সময় পাবেন। থ্যাংক ইউ।'

ক্যারেন মেসেজ রেকর্ড করল, 'রিকার্ডো, আমি ক্যারেন হ্যালোরান। ভীষণ বিপদে পড়েছি। প্লীজ এখানে চলে এসো। সঙ্গে তোমার রিভালবারটাও নিয়ে এসো। আর কিছু সিলভার বুলেট। বিশ্বাস করো, আমার খুব বিপদ। সিলভার বুলেট আনতে ভুলো না।'

ফোন নামিয়ে রেখে কলের টাকাটা দিল ও মার্সিয়ার হাতে।

মার্সিয়া ক্যারেনের চেহারা দেখে অনুমান করল মেয়েটা বোধহয় কোনো বিপদে পড়েছে। বলল, 'কোনো সমস্যা হলে আমার কাছে চলে এসো। আমি যদ্দুর পারি সাহায্য করব।'

'ধন্যবাদ মার্সিয়া, আমি জানি।'

শেরিলের গাড়িটার দশা দেখার জন্য ক্যারেন বড় রাস্তা ধরেই রওয়ানা দিল, শর্টকাট করল না।

কিন্তু গিয়ে দেখল গাড়িটা নেই। বেরিলের গাড়িতে করেই তার লাশ মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে দুর্ঘটনা ঘটল কীভাবে? এদিকে তো বড় কোনো গাছ নেই যে ধাক্কা লেগে অ্যাকসিডেন্ট হবে।

এক জায়গায় ঘাসের ওপর খানিকটা রক্ত। শুকিয়ে আছে। কাছেই পড়ে আছে শেরিলের চশমা। ভাঙা। চশমাটা তুলে নিল ক্যারেন।

BANGLAPDF.NET

 www.Banglapdf.net Exclusive!

তারপর এদিক ওদিকে তাকাতে চোখে পড়ল একটা টেনিস শু পড়ে রয়েছে মাটিতে। একটু এগিয়েই দেখল উল্টো হয়ে পড়ে আছে আর একপাটি জুতো। আরে, এ তো ক্রিসের জুতো! এখানে এলো কেমন করে!

জুতো জোড়া হাতে নিয়ে ঘরে ফিরে এলো ক্যারেন। শু স্ট্যান্ডে দেখল ক্রিস হ্যালোরানের জুতো জোড়া নেই। কেঁপে উঠল ক্যারেন। জুতো জোড়া স্ট্যাণ্ডে রাখার সময় কাঁপতে লাগল হাত।

BANGLAPDF.NET

www.Banglapdf.net Exclusive!

# ছাব্বিশ

ক্যারেন যখন ফোন করেছে, রিকার্ডো ওই সময় ঘরেই ছিল ঘুমাচ্ছিল। আগের রাতে অফিসের কাজে বাইরে ছিল। রিকার্ডো উঠল অনেক বেলা করে।

নাস্তা সেরে ধীরে সুস্থে ফোনের কাছে গেল ও। কোনো মেসেজ রেকর্ড হয়েছে কিনা দেখার জন্য।

অন্য দুএকটা মেসেজের পর ক্যারেনের গলা শুনতে পেল ও। 'রিকার্ডো, আমি ক্যারেন হ্যালোরান, ভীষণ বিপদে পড়েছি,' মেসেজটা রিউইণ্ড করে আরও দুবার বাজিয়ে শুনল রিকার্ডো। কী রকম বিপদে পড়েছে ক্যারেন? রিভলবার আর সিলভার বুলেট নিয়ে যেতে বলেছে। ঘটনা কী?

ক্যারেনের মানসিক অবস্থা চিন্তা করে রিকার্ডো ওর দুর্ব্যবহারের কথা বিস্মৃত হয়েছিল। ভেবেছিল, আবার যাবে। সময় করতে পারেনি। তারপর ক্যারেনের এই মেসেজ। বিপদ তো হতেই পারে। কিন্তু রূপোর কার্তুজ কেন চাই, ক্যারেনের?

কিন্তু চেয়েছে যখন ক্যারেন, নিতেই হবে। ও যদ্দুর জানে সিলভার বুলেট বিক্রি হয় না বাজারে। কীভাবে জোগাড় করা যায়?

টেলিফোন গাইড বের করে প্রথমে ফোন করল ও রূপোর গহনা যারা বানায় তাদের কাছে। ওরা বলল, নকল কার্তুজ বানিয়ে দিতে পারবে আসল নয়।

এরপর 'গানস্মিথ' বিভাগে ফোন করল। এরা বন্দুক বানায়।

'আপনারা বুলেট তৈরি করেন?' জিজ্ঞেস করল রিকার্ডো।

'কেন? বুলেট তো বাজারেই কিনতে পাওয়া যায়। ঠাট্টা করছেন?'

'না, জানি। সিলভার বুলেট কিনতে পাওয়া যায়?'


www.Banglapdf.net Exclusive!

'না।'

'তৈরি করে দিতে পারবেন পয়েন্ট টুয়েন্টিটু বোরের?'

'আপনি রুপো নিয়ে এলো পারব।'

'ওকে, কিন্তু কাজটা আর্জেন্ট। আজই চাই।' রিকার্ডো বলল।

'পাবেন। তবে আগে রুপো নিয়ে আসুন। সঙ্গে রিভলভারও।'

বাসা থেকে বেরিয়ে রিকার্ডো প্রথমে গেল নিজের অফিসে, ছুটি নিল দুদিনের। ব্যাংকে গিয়ে টাকা তুলল, তারপর রৌপ্যকারের দোকানে গিয়ে দশ আউন্স রুপো কিনল।

গানস্মিথের দোকানে যখন গেল ততোক্ষণে বেলা চারটা বেজে গেছে।

BANGLAPDF.NET

'কটা বুলেট চাই আপনার?' জিজ্ঞেস করল গানস্মিথ।

'এক ডজন।'

'তাহলে এতো রূপা লাগবে না। আপনাকে কয়েকটা বেশিই বানিয়ে দেবো।'

'কতোক্ষণ লাগবে?'

'নব্বই মিনিট।'

'তাহলে বাড়ি থেকে কিছু খেয়ে আসছি আমি।'

'আসুন। ছ'টার মধ্যে আসবেন। ঠিক তবে ছ'টায় দোকান বন্ধ করে দিই আমরা।'

সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ফিরে এসে রিকার্ডো দেখল বুলেট রেডি। দোকানদার ওকে দোকানের পেছনে নিয়ে গেল। বলল, 'টেস্ট করে দেখুন।'

রিকার্ডো দুটো বুলেট ছুড়ে দেখল রিভলভারে লাগিয়ে। ঠিক আছে।

গানস্মিথের দোকান থেকে বেরিয়ে গাড়িতে তেল ভরল রিকার্ডো তারপর ফুল স্পীডে রওনা হয়ে গেল অ্যাসপেনের দিকে।

www.Banglapdf.net Exclusive

# সাতাশ

বাড়ি ফিরে ক্যারেন দেখল ক্রিস হ্যালোরান নেই। টেনিস শু জোড়া র‍্যাকে রাখতে গিয়ে হাত কেঁপে উঠছিল। সংশয় আর আতঙ্ক চেপে বসেছে ক্যারেনের বুকের ভেতরে। তাহলে ও যা ভাবছে তাই কি সত্যি? সে রাতে কি ওয়্যারউলফ কামড়ে দিয়েছিল ক্রিসের কাঁধে? ডাক্তার বলেছিল কামড়টা মানুষেরও হতে পারে, জন্তুরও হতে পারে। শেরিল বলেছিল, ওয়্যারউলফ কামড়ালে সে মানুষও ওয়্যারউলফ হয়ে যায়। তা হলে?

ভীষণ ভয় পেয়ে গেল ক্যারেন। রিকার্ডো যদি না আসে আজ, কাল যে-করেই হোক এই অভিশপ্ত গ্রাম ছেড়ে পালাবে যাবে ও। যেটুকু গাড়ি চালাতে শিখেছে, তাতে এলগিন পর্যন্ত যেতে পারবে ও। এলগিন থেকে বাসে চলে যাবে রিজেণ্ট পার্ক। গোছগাছ শুরু করে দিল ক্যারেন। গোছগাছ মানে যতটুকু জিনিসপত্র না নিলেই নয়।

লাঞ্চে পছন্দমতো খাবার তৈরি করে পেট পুরে খেল ক্যারেন। ক্ষুধা থাকলে মনের জোরও কমে যায়।

ঘড়ি দেখল ক্যারেন। সন্ধ্যা হতে ঢের বাকী। রাত যদি জাগতে হয়! আধখানা ঘুমের বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ল ও।

ঘুম ভাঙল সূর্য পশ্চিমে অনেকখানি হেলে পড়ার পর। আর কিছুক্ষণ পরেই পাহাড়ের আড়ালে নেমে যাবে সূর্য। তারপর দ্রুত নেমে আসবে অন্ধকার।

বড় এক মগ ব্ল্যাক কফি খেল ক্যারেন। এখনো ফেরেনি ক্রিস। অবশ্য ওর মুখোমুখি হতেও চাইছে না ক্যারেন। ওর হাতে অনেক কাজ পড়ে আছে। হাফ প্যাণ্ট আর শার্ট পরলো ক্যারেন, পায়ে গলাল ফিতে বাঁধা রানিং শু। বন্দুকটা লোড করে সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিল


www.Banglapdf.net Exclusive!

ভালো করে। বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখল, সব ঠিক আছে কিনা।

কাজ সেরে আরেক কাপ কফি পান করল, সঙ্গে দুটো অ্যাসপিরিন। অন্ধকার নেমে এসেছে। বাড়ির সবগুলো বালব জ্বালিয়ে দিল ও। ফায়ারপ্লেসে দিল আগুন। এরপর জানালার পর্দা সরিয়ে দিল, জ্যোৎস্নায় যাতে দেখা যায় বাইরেটা।

ক্রিস হ্যালোরানের পড়ার ঘরে ঢুকে দেখল, টেবিলের ওপর গাড়ির চাবিটা পড়ে রয়েছে। প্যান্টের পকেটে তুলে রাখল ওটা। ফায়ারপ্লেসে কাঠ জ্বলছে। বারান্দার লাইটটা জ্বলছে কিনা, দেখতে টর্চ হাতে নিয়ে দরজা খুলল ক্যারেন। আলো জ্বলেনি। টর্চ মেরে দেখল, হোল্ডারটা আছে, বালব নেই। একস্ট্রা বালবও নেই। অন্য কোনো বালব খুলে এনে অবশ্য লাগানো যায়। কোনটা খুলবে ভাবছে। তখনই শুনল, কে যেন ওর নাম ধরে ডাকছে, 'ক্যারি, ক্যারি।'

কে? গলাটা অনেকটা ক্রিসের মতো? নাকি রিকার্ডো? কিন্তু রিকার্ডোর তো গাড়ি নিয়ে আসার কথা।

'ক্যারেন।'

এবার চিনতে পারল। ক্রিস হ্যালোরান। ক্রিসই ডাকছে অস্পষ্ট গলায়। অতিকষ্টে, টেনে টেনে।

'কে? ক্রিস? তুমি কোথায়? তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না তো। ঘরে এসো।'

'না। ঘরে আসতে পারবো না। এই যে, এখানে আমি।'

কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে টর্চ জ্বালল ক্যারেন। আলোটা একটু এদিক ওদিক ঘোরাতেই দেখতে পেল একটা ঝোপের আড়ালে বসে রয়েছে ক্রিস। সামনের হাত দুটোতে ভর দিয়ে। গায়ে জামা নেই। পরনে প্যান্ট আছে কিনা বোঝা গেল না।

'তোমার কি হয়েছে ক্রিস? এখানে কি করছো, ঘরে চলে এসো।'

'উঃ। উউফ্, ক্যারি!' অতিকষ্টে অত্যন্ত মৃদু গলায় নামটা উচ্চারণ করল ক্রিস।

ক্যারেন বুঝল, ক্রিসের সাহায্য দরকার। টর্চটা জ্বেলে সামনে এগোলো ও।

'না, নাআআ,' খুব কষ্টে এই দুটো শব্দ উচ্চারণ করে বনের ভেতরে মিলিয়ে গেল ক্রিস।

ভীষণ ভয় পেল ক্যারেন। কি করবে বুঝতে পারছে না। ঘরে ঢোকা

www.Banglapdf.net Exclusive 

দরকার আগে। কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল বাড়ির দরজার সামনে থাবা গেড়ে বসে আছে একটি নেকড়ে। মাদী নেকড়ে। ক্রুর দৃষ্টি। ধারালো তীক্ষ্ণ দাঁত। ক্যারেনের সামনে যেন অপেক্ষা করছে সাক্ষাৎ যম।

'ক্যারেন, পালাও।' বনের ভেতর থেকে অদ্ভুত কণ্ঠের একটা সাবধানবাণী ভেসে এলো। ক্রিস হ্যালোরান কি? গলাটা মানুষের না? চাপা কর্কশ।

কিন্তু কোথায় পালাবে ক্যারেন? কোন দিকে? ভাবছে ক্যারেন! বাড়িতে ঢোকা যাবে না। ক্রিস হ্যালোরানের গাড়িটা চোখে পড়ল। গাড়ির মুখটা গেটের দিকে ঘোরানো। ক্যারেন ছুটে গিয়ে গাড়ির ভেতরে ঢুকে দরজা লক করে দিল।

তখনই একটা নেকড়ে কোত্থেকে ছুটে এসে উইণ্ডস্ক্রীনে থাবা মারল। কামড়াতে শুরু করল হ্যাণ্ডেলটা। সুবিধা করতে না পেরে গাড়ির দরজার কাঁচে থাবা মারতে লাগল নেকড়েটা। তারপর পিছিয়ে গেল একটু। এই সুযোগে ক্যারেন চাবি দিয়ে চালু করল গাড়ি। আর তখন দূর থেকে উইণ্ডস্ক্রীনের ওপর লাফিয়ে পড়ল নেকড়েটা। নেকড়ের অর্ধেকটা শরীর গাড়ির ওপরে বাকি অর্ধেকটা উইণ্ডস্ক্রীনে। স্ক্রীনের কাঁচ কেটে কয়েকটা টুকরো এসে পড়ল ভেতরে। হাত কেটে গেল ক্যারেনের।

ও গাড়ি ছেড়ে দিল, ছিটকে পড়ে গেল নেকড়েটা। গাড়ি চালনায় এখনও তেমন দক্ষ নয় ক্যারেন। গাড়ি চলছে এঁকেবেঁকে। হেড-লাইটের সুইচ খুঁজে পেল না ও। হাত কাঁপছে। গিয়ার দিল কোনোমতে।

গেট থেকে বেরোবার সময়ই লক্ষ্য করল নেকড়েটা ওর গাড়ির পিছু নেয়নি। বনের মধ্যে ঢুকছে। অন্ধকার কেটে যাচ্ছে কিছুটা। আলো ফুটছে রাস্তার ওপর।

গেটের বাইরে এসে ক্যারেন লক্ষ্য করল, হাতের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে। আপাতত দরকার আশ্রয় ও ব্যাণ্ডেজ। মার্সিয়ার কথা মনে পড়ল ওর। কাঁচা রাস্তা পার হয়ে উঠল বড় রাস্তায়। মার্সিয়ার দোকানের সামনে আলো জ্বলছে। কিন্তু আলোছায়ায় রাস্তার নিশানা দেখতে পেল না ক্যারেন। গাড়ি রাস্তা থেকে পিছলে নেমে গেল মাঠে। হাত কাঁপছে। ঠিক মতো চালাতে পারছে না। কদিনই বা চালিয়েছে ও। হঠাৎ গর্তে পড়ে গেল সামনের দুটো চাকা। স্টার্ট বন্ধ করে লাফিয়ে নেমে পড়ল ক্যারেন।

BANGLAPDF.NET

 www.Banglapdf.net Exclusive!

মার্সিয়ার দোকানের দিকে ছুটল ঊর্ধ্বশ্বাসে। দরজা বন্ধ ছিল। ঠেলতেই খুলে গেল। মার্সিয়ার সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লেগে গিয়েছিল ওর।

হাঁপাচ্ছে ক্যারেন। মার্সিয়া ওকে ধরে বসিয়ে দিল, 'কি হয়েছে ক্যারেন? আরে, রক্ত!'

কথা বলার ক্ষমতা নেই ক্যারেনের। মার্সিয়া বলল, 'ভয়ে কাঁপছ দেখছি। দাঁড়াও, একটু ব্র্যাণ্ডি নিয়ে আসি।'

'পানি।' ক্যারেন কোনোমতে বলল।

পানি আনতে ছুটে গেল মার্সিয়া। পানি এনে দিল ক্যারেনকে। গ্লাসটা ঠোঁটে লাগাতে মার্সিয়া ভালো করে দেখতে পেল ওর হাতের কাটা। জিজ্ঞেস করল, 'কেমন করে কাটল?'

'গাড়ির ভাঙা কাচে।'

'ঠিক আছে। পরে শুনবো। আগে তোমার ক্ষতটা ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছি।'

পানি খেতে খেতে ক্যারেন লক্ষ্য করল, মার্সিয়ার চোখ জোড়া হঠাৎ ঝিলিক মেরে উঠল। কি একটা পরিবর্তন যেন হয়ে গেল চোখের তারায়। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল মার্সিয়া।

ক্যারেন যেখানে বসে আছে, তার পেছনেই কাবার্ড। কাবার্ড খুলে মার্সিয়া আপন মনে বকবক করতে লাগল, 'এই তো ডেটল, আয়োডিন। এই তুলো, গোলাপী তুলো। হু হু ব্যাণ্ডেজ? কোথায়?

চমকে উঠল ক্যারেন। এলোমেলোভাবে কথা বলছে কেন মার্সিয়া? ও তো এরকম করেনি কোনোদিন। ক্যারেন ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বিড়বিড় করতে করতে মার্সিয়া ওর সোয়েটার খুলে ফেলছে। কর্কশ আর চাপা গলায় কথা বলছে। ক্রিস হ্যালোরানও তো এরকমই করেছিল। ক্রিসের কণ্ঠস্বর ক্রমশ অপরিচিত হয়ে যাচ্ছিলো।

ব্লাউজ খুলে ফেলছে মার্সিয়া, মুখ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে ওর, গায়ে লোম গজাচ্ছে। স্কার্টও খুলছে ও।

ক্যারেন আর বসে থাকল না। মার্সিয়ার দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় ছুট দিল। কোন্ দিকে যাবে ও? কোথায় আশ্রয় নেবে? অ্যাসপেনের সবাই কি ওয়্যারউলফ? হয়তো বা। এ গ্রামে নতুন কেউ এলে হয় ওরা তাকে মেরে ফেলে, নতুবা ওয়্যারউলফ বানিয়ে দেয়। ক্রিস হ্যালোরান তো শেষ। এবার তার পালা, হয় মৃত্যুকে বেছে নিতে

www.Banglapdf.net Exclusive!

হবে ওকে। নতুবা ওয়্যারউলফ বনতে হবে। মাদী নেকড়েটা ওকে মারতে চায়। মাদীটা কি লিন্ডা কক্স? একই রকমের সবুজ চোখ।

ছুটছে ক্যারেন। কোথায় যাবে জানে না। মার্সিয়ার মতো অন্য কোনো ওয়্যারউলফ যে তাকে অনুসরণ করছে না, কে বলতে পারে। তখনই পেছনে ফিরে দেখতে পেল একটা নেকড়ে দূর থেকে ওর পিছু নিয়েছে। আরও জোরে ছুটল ক্যারেন।

BANGLAPDF.NET


www.Banglapdf.net Exclusive!

# আঠাশ

ক্যাআআচ করে একটা গাড়ি ব্রেক কষল ওর সামনে। আর একটু হলেই গাড়ি চাপা পড়তে যাচ্ছিল ক্যারেন।

না রিকার্ডো নয়। ডা. গোয়েজ।

'কি হয়েছে ক্যারেন, এখানে কি করছো?'

'বাঁচান, ডাক্তার। উলফ, উলফ...'

ডা. গোয়েজ ক্যারেনকে তাড়াতাড়ি গাড়িতে তুলে নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলেন।

ক্যারেন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'মার্সিয়া। ওর দোকানে গিয়েছিলাম। আমার চোখের সামনে নেকড়ে হয়ে গেল।'

গাড়ি চালাচ্ছেন গোয়েজ। হঠাৎ সামনে একটা নেকড়ে চলে এল। তড়িৎ গতিতে ওটার পাশ কাটালেন ডাক্তার। তারপর আরেকটা লাফিয়ে উঠে থাবা বসাল উইন্ডস্ক্রীণে। ভীষণ ভয় পেয়ে গেল ক্যারেন। ভয়ের চোটে ওর মাথা উল্টাপাল্টা হয়ে গেল।

প্রলাপ বকতে লাগল ক্যারেন। 'রিকার্ডো, এসো না তুমি। ক্রিস হ্যালোরান গেছে। আমি আর কতোক্ষণ। তুমি কেন মরবে?'

ডাক্তার পুরোপুরি নজর দিতে পারছিলেন না ক্যারেনের দিকে। গাড়ি চালাতে ব্যস্ত।

ক্যারেনের মনে হচ্ছিল, তলিয়ে যাচ্ছে সে। কে যেন তুলে নিচ্ছে তাকে। দেখল ডা. গোয়েজ ওকে কোলে তুলে নিয়েছেন।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?' হাত পা ছুড়তে ছুড়তে বলল ক্যারেন।

'ভয় নেই। আমি তোমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে এসেছি।'

www.Banglapdf.net Exclusive!

ক্যারেন নেমে পড়ল ডাক্তারের কোল থেকে। বলল, 'আমাকে কেন এখানে নিয়ে এসেছেন। এখানেও তো নেকড়ে ভর্তি।'

'বলো কি? তোমার বাড়িতেও?'

'হ্যাঁ। একটা মাদী নেকড়ের তাড়া খেয়ে পালিয়েছিলাম গাড়ি নিয়ে। ভালো চালাতে পারি না। গর্তে পড়ে গেছে গাড়িটা। তারপর গেলাম মার্সিয়ার ওখানে। সেখান থেকে...'

'তাহলে আমার বাড়িতে চলো।' বলে ডাক্তার ঘুরে দাঁড়ালেন। দেখলেন একটা কালো নেকড়ে তাঁর গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আর একটা নেকড়ে এসে হাজির হলো। নেকড়ে দেখেই ক্যারেন ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতরে। দরজা খুলে ডাকতে শুরু করল ক্যারেন, 'ডাক্তার চলে আসুন।' ডাক্তার ঘরে ঢোকা মাত্রই দরজা বন্ধ করে দিল ক্যারেন। কিন্তু কতক্ষণ এখানে ওরা নিরাপদ? নেকড়েগুলো যদি জানালার কাচ ভেঙে ঢুকে পড়ে ঘরে? জানালার পর্দা তুলে ক্যারেন দেখল, বেশ কয়েকটা নেকড়ে ওদের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

ডাক্তার বললেন, 'পেছনের দরজা বন্ধ তো?'

'বন্ধ। কিন্তু ওরা কাচ ভেঙেও তো ঢুকতে পারবে।'

'তোমার স্বামী কোথায়?' ডাক্তার জিজ্ঞেস করল।

'সে আর আমার স্বামী নেই ডাক্তার। সে নেকড়ে হয়ে নেকড়ের পালের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'বলো কি!'

বন্দুকের দিকে নজর পড়তেই ডাক্তার ছুটে গিয়ে হাতে তুলে নিলেন ওটা। বললেন, 'তোমার কাছে যথেষ্ট কার্তুজ আছে তো।'

'আছে। কিন্তু লাভ নেই। সিলভার বুলেট আর আগুন ছাড়া এদের ধ্বংস করা যাবে না।'

ডাক্তারের কপালে চিন্তার রেখা। বললেন, 'মরতেই যদি হয় তাহলে একবার ঝুঁকি নিয়ে গাড়িতে ওঠার চেষ্টা করি না কেন। কিন্তু ক্যারেন, আমার গোড়ালি, হাঁটু, কনুইতে এরকম ব্যথা হচ্ছে কেন?'

ডাক্তারের কথা শেষ হবার আগেই দরজা ও জানালায় দুটো নেকড়ে লাফিয়ে পড়ল। দরজা জানালা কেঁপে উঠল থরথর করে।

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল ক্যারেন আর ডাক্তার।

BANGLAPDF.NET

 www.Banglapdf.net Exclusive!

বাড়ির চারদিকে আরও নেকড়ে ঘোরাফেরা করছে। ডাক্তার দেখছেন জানালার ধারে দাঁড়িয়ে। এ অবিশ্বাস্য অসম্ভব, আশ্চর্য ব্যাপার। এতো ওয়্যারউলফ আছে এই গ্রামে!

মানুষের গন্ধ পেয়েছে নেকড়েগুলো। ক্যারেন দেখল, ফায়ারপ্লেসের আগুন নিভে আসছে। ও আরও কাঠ ঢোকাল। আগুন আর সিলভার বুলেট। যদি শেষ পর্যন্ত চলে না যায় নেকড়েগুলো তাহলে ক্যাজুরিনায় আগুন জ্বালিয়ে দেবে ক্যারেন।

দুটো ঝুলঝাড় সংগ্রহ করে মাথায় টাওয়েল জড়িয়ে পেট্রোলে ভিজিয়ে রেডি করে রাখল ক্যারেন।

ডাক্তার বললেন, 'বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে দেখবো, পালায় কিনা?'

ক্যারেন বলল, 'বন্দুক ছুড়বেন কোথায়? দরজা খুললে আর রেহাই আছে?'

ডাক্তার বলল, 'তাহলে থাক। কিন্তু এরকম লাগছে কেন আমার। শরীরের ভেতরে কেমন যেন সব ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছে। উহ্‌হ।'

BANGLAPDF.NET

www.Banglapdf.net Exclusive!

# উনত্রিশ

উঁচু পাহাড় পেরিয়ে এগিয়ে আসছে রিকার্ডো বিটির গাড়ি। কিন্তু অ্যাসপেন আজ এত অন্ধকার কেন? সেদিনও তো কিছু আলো ছিল।

সোজা রাস্তায় এসে পড়ল রিকার্ডোর গাড়ি। গ্রামের মাত্র একটা বাড়িতে শুধু আলো জ্বলছে, আর সব অন্ধকার। রিকার্ডো পকেটে হাত দিয়ে রিভলভারটার স্পর্শ নিল। এতে ভরা আছে সিলভার বুলেট।

আরও কিছু দূরে এগিয়ে এসে বুঝতে পারল, শুধু ক্যারেনের বাড়িতেই আলো জ্বলছে।

গাড়ির সামনে ওটা কি? অ্যালসেসিয়ান কুকুর? রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ির হেডলাইটের আলো পড়ল চোখে। চকিতে সরে গেল।

ক্যাজুরিনার গেটের সামনে এসে পৌঁছাল রিকার্ডো। গেট জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা নেকড়ে। নেকড়ে? নেকড়ে কেন? চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। রিকার্ডো ঠিক করল, নেকড়েটা সরে না গেলে ধাক্কা দেবে ওটাকে। শেষ মুহূর্তে লাফিয়ে সরে গেল নেকড়েটা।

গেট খোলা ছিল। ভেতরে ঢুকল রিকার্ডো। একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়িটা ক্রিস হ্যালোরানের নয়। রিকার্ডো নামবার উপক্রম করছে, তখন দেখল আর একটা নেকড়ে। ওর গায়ে লাফ দিতে যাচ্ছে। লাফ দিল। রিকার্ডো গুলি ছুড়ল ওটাকে লক্ষ্য করে। গুলির ধাক্কায় শূন্যেই একটা ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে ধপ করে পড়ে গেল ওটা। বাকি নেকড়েটা কী ভেবে সরে গেল।

যেটা সরে গেল সেটাই ধাক্কা দিচ্ছিল ক্যারেনের দরজায়। দরজায় দুটো ফাটল লক্ষ্য করল রিকার্ডো।

ঘরের ভেতরে ক্যারেন আর ডাক্তার তৈরি। দরজা ভেঙে যদি নেকড়েটা


www.Banglapdf.net Exclusive!

ঢুকেই পড়ে তাহলে ঝুলঝাড়ুর মশাল জ্বালিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়বে। তারপর গাড়িতে উঠতে পারলেই অ্যাসপেন ছেড়ে চম্পট দেবে।

এদিকে কাচের জানালা ভেঙে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে একটা নেকড়ে। শরীরটাও ঢোকাবার চেষ্টা করছে।

'কি করবে ক্যারেন?' বললেন ডা. গোয়েজ, 'মশাল দুটো জ্বালো তো।'

ক্যারেন প্রত্যুত্তরে কিছু বলার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল, ওখানে ডা. গোয়েজ নেই। তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে একটি নেকড়ে! জানালায় লাফ দিতে যাচ্ছে।

'কি সর্বনাশ, ডাক্তার, আপনিও!'

বাইরের নেকড়েটা তখন জানালা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়েছে। বাইরের নেকড়েটার রঙ ঘন বাদামী। ডা. গোয়েজ ধূসর রঙের নেকড়েতে পরিণত হয়েছেন। বাদামী নেকড়েটা ভেতরে ঢোকা মাত্রই ধূসর নেকড়েটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দরজায় নেকড়ের হামলা থেমে গেল হঠাৎ। ক্যারেন একটা গাড়ির শব্দ শুনল। তারপরই গুলির আওয়াজ।

ক্যারেন ছুটে গিয়ে দরজা খুলতেই রিভলভার হাতে ঘরে ঢুকল রিকার্ডো, ঢুকেই দেখল দুটো নেকড়ে লড়াই করছে। রিকার্ডো গুলি করতে যাচ্ছিল। বাধা দিল ক্যারেন। 'ধূসরটাকে মেরো না, বাদামীটার তো শেষ সময় ঘনিয়েছে।' সত্যি ধূসর নেকড়েটা বাদামীটাকে মাটিতে ফেলে তার গলার রগ ছিড়ে ফেলেছে। স্থির, নিশ্চল পড়ে রইল সে। রিকার্ডো আর ক্যারেনের দিকে একবার তাকিয়ে ধূসর নেকড়েটা লাফ মেরে বেরিয়ে গেল জানালা দিয়ে।

'সিলভার বুলেট পেয়েছ, রিক?'

'হ্যাঁ।'

'কটা এনেছ?'

'রিভলভারে আছে পাঁচটা। পকেটে ছ'টা।'

'রিকার্ডো, এক্ষুনি পালাতে হবে আমাদের। এই গ্রামের সবাই ওয়্যারউলফ। ক্রিসও নেকড়ে হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগে ডা. গোয়েজও নেকড়ে হয়ে বাদামী নেকড়েটাকে মেরে চলে গেলেন। তোমার বুলেট তো মোটে এগারোটা। সামনে যে ক'টাই বাধা দিক ওগুলোকে মেরে গাড়ি নিয়ে পালাতে হবে, রিকার্ডো।'

দরজা খোলা পেয়ে দুটো নেকড়ে ঢুকে পড়েছে ভেতরে। আর দুটো

BANGLAPDF.NET

আসার চেষ্টা করছে জানালা দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে দুটো গুলি করল রিকার্ডো। ভেতরের দুটো খতম।

'সিলভার বুলেট আর আগুনই এখন ভরসা। তুমি খেয়াল রাখো, রিক। আমি মশাল জ্বালছি।'

ক্যারেন ঝুলঝাড়ু দুটো ধরল ফায়ারপ্লেসের সামনে। দাউ দাউ জ্বলে উঠল মশাল দুটো। আগুন দেখে অন্য দুটো নেকড়ে সরে গেল জানালা থেকে। মশালের আগুন লেগে গেল একটা পর্দায়।

'চলো, রিক। এখনই সারা বাড়িতে আগুন ধরে যাবে।'

বেরিয়ে দেখল দরজার আশেপাশে আরও চারটা নেকড়ে। দূরে আরও কয়েকটা, রিভলবারে গুলি আছে তিনটা।

রিকার্ডো পরপর তিনটা গুলি করে তিনটা নেকড়েকে ধরাশায়ী করে ফেলল। সরে গেল অপরটা। ক্যারেন রিকার্ডোর পেছনে। মশাল দুলিয়ে ভয় দেখাচ্ছে নেকড়েদের। গাড়িতে উঠল রিকার্ডো। চট করে গুলি ভরল রিভলভারে। গাড়িতে স্টার্ট দিতেই ক্যারেন লাফিয়ে ওতে উঠে পড়ল। মশাল দুটো ছুড়ে ফেলে দিল শুকনো পাতার গাঁদায়। আগুন জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে।

কিন্তু আগুন উপেক্ষা করে সবুজ চোখের মাদী নেকড়েটা ছুটে এলো গাড়ির কাছে। জানালা দিয়ে একটা থাবা মারল ক্যারেনের বাহুতে। ফসকে গেল। পাশের সিট থেকে রিভলবারটা তুলে নিয়ে ক্যারেন গুলি করল নেকড়েটার মুখে। হাঁ-এর ভেতরে ঢুকে গেল সিলভার বুলেট। ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল সবুজ চোখের মাদীটা। গাড়ি ছোটাল রিকার্ডো।

কাঁচা রাস্তা থেকে বেরিয়ে মেইন রোডে পড়ল গাড়ি। ফুল স্পীড দিল রিকার্ডো। উপত্যকা পার হয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে গাড়ি থামাল ও। দুজনেই পেছনে ফিরে দেখল, ক্যাজুরিনা লাল অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে। চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে সে আগুন। কাতর কান্না ও চিৎকারে ভরে উঠছে বাতাস। তবে সে কান্না বা চিৎকার মানুষের না পশুর, বোঝা যাচ্ছে না।

ক্যারেনের হাত চেপে দুহাতে ধরল রিকার্ডো। অশ্রু সজল হয়ে উঠল ক্যারেনের চোখ।

www.Banglapdf.net Exclusive!

শেষ